চণ্ড-বিক্রম।

[উপন্যাস]

শ্রীরোহিণীকুমার সেনগুপ্ত
প্রণীত।

"যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ।"

কীর্ত্তিপাশা হইতে
শ্রীসত্যনাথ সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা.

৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট—বীণাযন্ত্রে
শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৩

উপহার।

অকৃত্রিম ভ্রাতৃবৎসল সরলহৃদয়

অমায়িক উদারচরিত্র

শ্রীমান্ বাবু কামিনীকুমার রায় চৌধুরী,

শ্রীমান্ বাবু রমণীকুমার রায় চৌধুরী,

শ্রীমান্ বাবু বিনোদকুমার রায় চৌধুরী,

প্রাণাধিকেষু—

প্রাণাধিক ভ্রাতৃগণ!

যখন তোমাদের সরলতা ও ভ্রাতৃভক্তি মনে উদয় হয়, তখন মনোমধ্যে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করি। তোমাদের চরিত্র বিমল ও দেব-ভাবপূর্ণ; আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা দীর্ঘ-জীবী হইয়া আমাদের মুখোজ্জ্বল কর। আমা হইতে তোমাদের ভালবাসার প্রতিদান অসম্ভব। আমার "চণ্ড-বিক্রম" দেখিবার জন্য তোমরা বড়ই উৎসুক আছ, এই লও—আমার যতনের ধন "চণ্ড-বিক্রম" তোমাদের করে অর্পণ করিলাম। ইহা পাঠে তোমাদের যদি কথঞ্চিৎ সুখবোধ হয়, তাহা হইলে আমার পরি-শ্রম সার্থক বোধ করিব।

তোমাদের স্নেহের

দাদা।

চণ্ডবিক্রম।

[উপন্যাস]

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রাজবর্ত্মে।

"——You cowardly rascles, ye marble-hearted
Devils, nature declaims in thee ;—
A tailer made thee————"

SHAKESPERE, *King Lear.*

চৈত্র মাস, অপরাহ্ণ। পশ্চিমের ক্ষীণ সূর্য্য অল্প অল্প কাঁপিতেছে। বেলা চারি দণ্ডের অধিক নাই। পক্ষিগণ ইতস্ততঃ কোলাহল করিতেছে; কোথাও বা দলে দলে আহারান্বেষণ করিতেছে। দুই একটী কোকিল নিভৃত স্থানে বসিয়া, পঞ্চমে স্বর মিলাইয়া কুহু কুহু রব করিতেছে। উত্তর দিকে ভয়ানক মেঘ করিয়াছে। মেঘ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। বৃক্ষকুল মেঘের এবম্প্রকার অবস্থা দেখিয়াই যেন ভয়ে

স্থির হইয়া, মেঘের দিকে চাহিয়া আছে। দেখিতে দেখিতে বিশাল মেঘখণ্ড আসিয়া সূর্য্যকে আবৃত করিল। জীবজন্তু ভয়ে প্রাণপণে স্ব স্ব গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। রাখালগণ গোপাল লইয়া সত্বর-পদে গোঠাভিমুখে ছুটিতে লাগিল। বালক-বালিকারা মেঘের পানে চাহিয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তো-ত্তোলন পূর্ব্বক "আয় বৃষ্টি" "আয় বৃষ্টি" বলিয়া, বার বার বৃষ্টিকে আহ্বান করিতে লাগিল। মেঘ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আকাশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বিদ্যুল্লতা চকিল; পরক্ষণেই শতসহস্র কামানের শব্দ ডুবাইয়া গম্ভীর নির্ঘোষে বজ্র গর্জ্জিল। আজ যেন ভীষণ মেঘ পৃথিবী গ্রাস করিতে উদ্যত। রাশি রাশি ঘনীভূত মেঘ ক্রমশঃ উর্দ্ধে উঠিতেছে। নানাপ্রকার পক্ষি-গণ নানাবিধ কোলাহল করিতে করিতে দ্রুতপক্ষে স্ব স্ব নীড়াভিমুখে ছুটিতেছে। কৃষকগণ সত্বর-পদে লাঙ্গল স্কন্ধে করিয়া গৃহাভিমুখে ছুটিতেছে। চতু-র্দ্দিকে অস্পষ্ট কোলাহল; কোথাও কোন ব্যক্তির দূরাহ্বান হেতু উচ্চকণ্ঠ, সেই কোলাহল ভেদ করিয়া অনন্তাকাশে মিশিয়া যাইতেছে। নদী-বক্ষে মেঘের

ছায়া পড়াতে নদীকে আরও ভীষণ দেখা যাইতেছে। নদী যেন বহু দিনের পর বন্ধুসমাগমে আহ্লাদিত হইয়া, দ্রুতগতিতে স্বীয় স্বামীকে এই শুভবার্ত্তা দিবার নিমিত্তই সাগরাভিমুখে ছুটিতেছে। কোথাও কোন যুবতী স্থিরদৃষ্টি করিয়া কত কি ভাবিতেছেন।

এমন সময় মিবার এবং মারবারের মধ্যবর্ত্তী রাস্তা দিয়া একখানি শিবিকা যাইতেছিল। শিবিকাখানি বহুমূল্য-স্বর্ণখচিত বস্ত্রে আবৃত। সঙ্গে প্রায় পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী সৈন্য চলিয়াছে। অশ্বারোহিগণের অঙ্গে কবচ, পৃষ্ঠে তূণীর, বামপার্শ্বে অসি, দক্ষিণ পার্শ্বে বর্শা। বাহকগণ বহুদূর হইতে আসিয়াছে বলিয়া বোধ হইল; তাহাদের গাত্র ঘর্ম্মে আর্দ্র। এই ভয়ানক সময়ে এই শিবিকাখানি কোথায় যাইতেছে? বাহকগণ প্রাণপণে চলিতেছে। নৈদাঘ ঝটিকার আর বিলম্ব নাই; উত্তর দিকের মেঘরাশি ভয়ানক কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে। শিবিকাখানি কোথাও কোন আশ্রয়ানুসন্ধান না করিয়াই চলিতেছে। দেখিতে দেখিতে শিবিকাখানি রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া এক পর্ব্বতসঙ্কুল

স্থানে উপস্থিত হইল। বাহকগণ-মধ্য হইতে এক জন জিজ্ঞাসা করিল,"আমরা কোথায় যাইতেছি?"

এক জন অশ্বারোহী উত্তর করিল, "কথা কহিয়া সময় নষ্ট করিস্ না, চল্।" বাহক নিস্তব্ধ হইয়া পুনরায় চলিতে লাগিল। ক্রমে তাহারা আরও জঙ্গলময় স্থানে উপনীত হইল। বাহকগণ-মধ্য হইতে পুনরায় আর এক জন জিজ্ঞাসা করিল, "আর কত দূর যাইতে হইবে? আমরা রাজপথ ছাড়িয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছি কেন?"

পুনরায় সেই অশ্বারোহী বলিল, "এই সোজা পথ, আর বড় অধিক দূর নয়, চল্।"

বাহকগণের এবং অশ্বারোহিগণের এই কথোপ-কথন শ্রবণ করিয়া শিবিকা-মধ্য হইতে বামা-স্বরে কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কিসের কথা কহি-তেছ? আর কেনই বা রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বতময় স্থান দিয়া গমন করিতেছ?"

এই কথা শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত অশ্বারোহী উত্তর করিল, "এই রাস্তা অনেক সোজা, আর বড় বেশী বিলম্ব নাই, আপনি স্থির হউন, কোন চিন্তা করিবেন না।"

রমণী নিস্তব্ধ হইলেন। শিবিকা পুনরায় চলিতে লাগিল। কিয়ৎ কাল পরে পূর্ব্বোক্ত অশ্বারোহী অতি সঙ্গোপনে সকলের নিকট কি বলিল। পরক্ষণে এক জন অশ্বারোহী বাহকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "এই স্থানে শিবিকা রক্ষা কর্।"

বাহকগণ চমৎকৃত হইয়া পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিল। অশ্বারোহী পুনরায় বলিল, "শীঘ্র এই স্থানে শিবিকা রক্ষা কর্।" বাহকগণ ভীত হইয়া তখনই শিবিকা রক্ষা করিল। শিবিকাভ্যন্তর হইতে রমণী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ স্থানে পাল্‌কি রাখিলে কেন?"

এমন সময় পূর্ব্বোক্ত অশ্বারোহী শিবিকা-দ্বারোদ্ঘাটন পূর্ব্বক গম্ভীর-কর্কশ-স্বরে বলিল, "যদি প্রাণ এবং মর্য্যাদার মমতা রাখ, শীঘ্র তোমাদের সঙ্গে যাহা আছে সমুদায় আমাকে দাও, নচেৎ এখনি তোমাদের শিরশ্ছেদন করিব।"

রমণীদ্বয় যার-পর-নাই ভীত হইয়া শিবিকা হইতে ভূতলে অবতীর্ণা হইলেন। যিনি প্রথমে কথা বলিয়াছিলেন, তিনি সৈনিক পুরুষকে বলিলেন, "কেন তোমাদের এ কুপ্রবৃত্তি উপস্থিত হই-

য়াছে ? আমার পিতা, এত দিন তোদের কত ভাল-বাসিয়াছেন, কত বিশ্বাস করিয়াছেন, এমন কি বিশ্বাস করিয়া আমাকে পর্য্যন্ত সঙ্গে প্রেরণ করিয়াছেন, আজ কি না, তোরা প্রভু-কন্যার উপর অত্যাচার করিতে উদ্যত হইয়াছিস্ ? পাষণ্ডগণ ! তোরা কি ভাবিয়াছিস্ যে, এই কুকার্য্য সাধন করিয়া রক্ষা পাইবি ? তোরা কি ভাবিয়াছিস্ যে, এই কু-কার্য্যের জন্য পরমেশ্বর তোদের শাস্তি দিবেন না ? যদি তাহা ভাবিয়া থাকিস্,সে তোদের ভুল। পামর-গণ ! এই কার্য্যের প্রতিফল অচিরাৎ প্রাপ্ত হইবি। আমরা দুই জন অসহায়া অবলা ; স্ত্রীলোকের উপর তোদের যাহা ইচ্ছা হয় করিতে পারিস্। কিন্তু রে হতভাগ্যগণ। রক্ষা নাই—রক্ষা নাই ; অবশ্যই এই ভীষণ পাপের ভীষণ দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। এখনও বলিতেছি, আমাদিগকে পরিত্যাগ কর্, আমি তোদের বহু অর্থ দিব—আমাদের অলঙ্কার লইয়া তোদের যে লাভ হইবে, তাহার চতুর্গুণ অর্থ দিব ; এখনও বলিতেছি, আমাদের ত্যাগ কর। আমি তোদের প্রভু-কন্যা ; বিশ্বাসঘাতকের কার্য্য করিস্ না। তোরা না হিন্দু ? তোরা না ক্ষত্রিয় ?

এই কি হিন্দুসন্তানের কার্য্য ? এই কি ক্ষত্রিয়ের কার্য্য ? এই কি সৈনিক ধর্ম্ম ? এই কি ভৃত্যের কার্য্য ? হা ধর্ম্ম ! তুমি কি পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছ ? যাহারা রক্ষক, তাহারাই ভক্ষক হইয়াছে ! তোমাদের এই কার্য্য কখন পিতার নিকট ব্যক্ত করিব না। আমি ভগবান্ একলিঙ্গের নামে শপথ করিতেছি, সৈনিকগণ বা অন্য কাহারও নিকট বলিব না। আমাদের প্রতি অত্যাচার করিও না। ধর্ম্মের ভাবে, সত্যের ভাবে আমাদিগকে পরিত্যাগ কর।”

রমণীর এই কথা শুনিয়া দুরাত্মা পূর্ব্ববৎ কর্কশ স্বরে বলিল, “ভাবিয়াছ যে, প্রভু-কন্যা বলিয়া তোমাদের উপর কোন অত্যাচার করিব না, কিন্তু এখন করিতে হইবে। তুমি কখনও স্বেচ্ছায় তোমার অলঙ্কার দিবে না ; এখনও বলি, যদি প্রাণের, মানের মমতা থাকে, শীঘ্রই আমি যাহা বলি, তাহা কর, নচেৎ বড়ই প্রমাদ ঘটিবে। এই বিজন স্থানে কে তোমাদের রক্ষা করিবে ? চাহিয়া দেখ, আমরা এই পঞ্চাশ জন ! আমরা সকলেই সশস্ত্র, কে সহসা আসিয়া আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারিবে ?

এখন আমরা যাহা বলি তাহা কর ; নচেৎ তোমাদের অঙ্গস্পর্শের সুখানুভব করিতে আমরা কুণ্ঠিত হইব না।"

দুর্ব্বৃত্তের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রমণীদ্বয় উপায়ান্তর না দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কে তাঁহাদের ক্রন্দন শুনিবে? কে আসিয়া এই অসহায়া রমণীদিগকে রক্ষা করিবে? এই ভীষণ পর্ব্বত-সঙ্কুল বনপ্রদেশে কে তাঁহাদের ক্রন্দন শুনিবে? তাঁহাদের ক্রন্দনধ্বনি কেবল পর্ব্বতকন্দরে প্রতিঘাত হইয়া ক্রমশঃ অনন্ত আকাশে বিলীন হইতে লাগিল। তখন ঐ পাষণ্ড পুনরায় বলিল, "এখন কাঁদিলে কি হইবে? তোমরা কখনই কথার বাধ্য হইবে না।"

এই বলিয়া দুর্ব্বৃত্ত রমণীর কেশাকর্ষণে উদ্যত হইয়া যেমন হস্ত প্রসারণ করিল, অমনি একটী ভীষণ হৃদয়বিদারক চীৎকারে ক্ষয়িতমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। একটী তীর তাহার গ্রীবাদেশে বিদ্ধ হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে একটী দুইটী তিনটী করিয়া বহু তীর আসিয়া দস্যুদিগের উপর পড়িতে লাগিল। অমনি

সঙ্গে সঙ্গে অশ্বের পদধ্বনি শ্রুত হইল ; দেখিতে দেখিতে এক দল অশ্বারোহী সৈন্য আসিয়া দস্যু-দের উপর পতিত হইল। দস্যুগণ দলপতির নিধনে এবং তীরাঘাতে অনেক ব্যতিব্যস্ত ও ত্রাসিত হইয়া-ছিল ; এখন এই প্রকার ভীষণ আক্রমণ সহ্য করিতে পারিল না ; তথাপি তাহারা অতিশয় পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু এই ভীষণ আক্র-মণ সহ্য করিতে না পারিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। অশ্বারোহিগণ অমনি সিংহবিক্রমে তাহাদিগকে বধ করিতে লাগি-লেন। কেহ আর তাঁহাদের কবল হইতে উদ্ধার পাইয়াছিল না। সমস্ত দস্যু নিধন হইলে, অগ্র-বর্ত্তী অশ্বারোহী একবার তূর্য্য নিনাদ করিলেন ; অ-মনি পঞ্চবিংশ অশ্বারোহী সৈনিক আসিয়া তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান হইলেন। যিনি তূর্য্য-নিনাদ করি-য়াছিলেন, তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "শত্রু সংহার হইয়াছে, চল একবার বিপন্নাদের দেখিয়া আসি।"

এই অশ্বারোহী যুবা পুরুষ। বয়স পঞ্চবিংশ বৎসর হইবেক। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ; সুগঠিত নাসিকা ; উজ্জ্বল বিস্ফারিত চক্ষু ; প্রশস্ত ললাট ; মুখকান্তি

গম্ভীর, অথচ তেজে পরিপূর্ণ; সুবিশাল বক্ষঃ। সমস্ত অঙ্গ উজ্জ্বল স্বর্ণবর্ম্মে আবৃত; মস্তকে বৃহৎ হীরকখণ্ডে সুশোভিত, কারুকার্য্যে খচিত উষ্ণীষ। যুবক স্বীয় অশ্বারোহিগণ সমভিব্যাহারে, যে স্থানে রমণীদ্বয় দণ্ডায়মানা ছিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, রমণীদ্বয় মূর্চ্ছিতা। দেখিতে দেখিতে নৈদাঘ ঝটিকা উঠিল, ভীম ঝঞ্ঝাবায়ু শোঁ শোঁ রবে প্রবাহিত হইতে লাগিল; চতুর্দ্দিকে বৃক্ষকুল পবনের প্রচণ্ড গতি রোধ করিতে না পারিয়া, ক্রমে ক্রমে ধরাশায়ী হইতে লাগিল। যুবক আর ক্ষণ-বিলম্ব না করিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং সঙ্গীয় এক জন অশ্বারোহীকে অবতরণ করিতে বলি-লেন। যুবক অমনি সেই মূর্চ্ছিতা রমণীদ্বয়ের মধ্য হইতে যিনি ইতিপূর্ব্বে দস্যুর সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে উঠাইয়া লইয়া এক লম্ফে অশ্বারোহণ করিলেন; আদিষ্ট ব্যক্তিও অপর জনকে উঠাইয়া লইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যুবক যুবতী।

"জগতের মোহ-মন্ত্র সে প্রেম কেমন,
কোথায় অঙ্কুরে, কিসে বিকাশে কখন,
কিসে নিভে, কিসে জ্বলে,
কিসে সুধা বিষ ফলে,
কেন উগ্রচণ্ডা বধে পরের জীবন,
কেন দয়াময়ী সাধে আত্মবিনাশন।"

অবকাশরঞ্জিনী।

প্রাতঃকাল। কুমুদিনীনাথ এই কতক্ষণ হইল পশ্চিমাকাশে বিলীন হইয়াছেন। অন্ধকারের আধিপত্য এখন পর্য্যন্তও যায় নাই; এখন পর্য্যন্ত পক্ষিগণ উড়িয়া বেড়াইতেছে। দেখিতে দেখিতে বালার্ক-সিন্দূরে পরিশোভিতা হইয়া হাসিতে হাসিতে ঊষাদেবী দেখা দিলেন। অমনি পাপীয়া, কোকিল, দয়েল, বুল্‌বুল্‌, শ্যামা, ইত্যাদি পক্ষীরা হুলুধ্বনি দিতে দিতে তাহার শুভসমাগম ঘোষণা করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকের কুয়াশা গভীর ধূমপটলের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে; হরিদ্বর্ণ দূর্ব্বাদলের উপর শিশির-বিন্দু পড়িয়াছে; তাহাতে বোধ হইতেছে যেন,

কেহ রাশি রাশি মুক্তা শ্যামল দূর্ব্বাদলের উপর ঢালিয়া রাখিয়াছে। বাপীতটবর্ত্তী উচ্চ উচ্চ বৃক্ষ সমুহ হইতে টুপ-টাপ-স্বরে শিশির-বিন্দু নীল জলে মিশিয়া যাইতেছে। মধ্যে মধ্যে সেই প্রশান্ত জলরাশিকে আলোড়িত করিয়া দুই একটী মীন জলের উপর ভাসিয়া আবার জলের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বদিক্ রক্ত-বর্ণে রঞ্জিত করিয়া দিননাথ উদয় হইলেন। বিরহ-বিধুরা কমলিনী এতক্ষণ চক্ষু বুজিয়াছিল, এখন স্বামিসন্দর্শন-লালসায় ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হইতে লাগিলেন। অত্যুচ্চ বৃক্ষগণের অগ্রভাগে ঈষত্তপ্ত বালসূর্য্যের কিরণ পতিত হওয়াতে স্বর্ণ-মুকুটের শোভা ধারণ করিয়াছে।

শ্বেত, রক্ত, পীত, নীল, প্রভৃতি নানা বর্ণের পক্ষিগণ দলে দলে আহার অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত সুনীল নভোমণ্ডলে নানাবিধ কোলাহল করিয়া উড়িয়া যাইতেছে। গাভীগণ. বৎস সহিত শিশির-সিক্ত শ্যামল দূর্ব্বাদলে হেঁটমুখে আহারান্বেষণ করিতেছে।

পাঠক মহাশয়! ঐ যে প্রান্তরে অমল ধবল

শিবিরশ্রেণী দেখা যাইতেছে, চলুন, আমরা দেখিয়া আসি। নানাবর্ণের সুন্দর সুন্দর পতাকা বায়ুভরে নৃত্য করিতেছে। সেই শিবিরশ্রেণীর মধ্যভাগের তাম্বুটী অতি বৃহৎ; তাহার উপরিভাগে একটী সুবর্ণ-কলস, বালসূর্য্যকিরণে ঝক্ ঝক্ করিতেছে। তাম্বু-টীর চারি দিকে মণিমুক্তা-খচিত বিচিত্র ঝালর সূর্য্যকিরণে চক্‌মক্ করিতেছে। তাহার দ্বারদেশে চারি জন রাজপুত-সৈনিক পাহারা দিতেছে। সৈনিকগণ সকলেই উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রে শোভিত। অঙ্গে কবচ, মস্তকে লৌহ-শিরস্ত্রাণ; বামপার্শ্বে তরবারি, দক্ষিণ হস্তে বর্শা। তাম্বুটীর মধ্যে এক জন বীরপুরুষ একখানি বিচিত্র পালঙ্কে উপবিষ্ট। তৎপার্শ্বে শিরীষ-কোমল বিচিত্র শয্যায় একটী রমণী মূর্ত্তি শায়িত। রমণীর মস্তক যুবকের উরুদেশে স্থাপিত; যুবকের উজ্জ্বল নীল নয়নদ্বয় জলপূর্ণ; মুখশ্রী গম্ভীর, বিষণ্ণতাপূর্ণ। তিনি একদৃষ্টে রমণীর মুখ-পানে চাহিয়া আছেন; আস্তে আস্তে ললাটে বক্ষে জলসেক করিতেছেন। ধীরে ধীরে রমণী চক্ষুরু-ন্মীলন করিলেন। যুবক প্রফুল্ল হইয়া পুনরায় চক্ষে জল ছিটাইয়া দিতে লাগিলেন। রমণী বারবার মুখ-

ব্যাদান করিয়া সেই জল পান করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন দেখিয়া, যুবক সেই রমণীর বিম্বোষ্ঠে অল্প অল্প সর্‌বৎ দিতে লাগিলেন। পাঠক মহাশয়! ইহাদিগকে চিনিতে পারিয়াছেন কি? যুবতী সেই নিরাশ্রয়া দস্যু-প্রপীড়িতা স্ত্রীলোক; আর যুবক ইহার উদ্ধারকর্ত্তা।

কিয়ৎকাল পরে অতি ক্ষীণ স্বরে যুবতী বলিলেন, "আমি কোথায়?" যুবতীর মুখে এই প্রথম কথা শুনিয়া যুবকের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না; বলিলেন, "আপনি অতি উত্তম স্থানে আছেন।" যুবতী একবার যুবকের দিকে চাহিলেন—সেই গম্ভীর প্রশান্ত সুন্দর মুখমণ্ডলের দিকে অনেক ক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, যুবক পুনরায় বলিলেন, "চিন্তিতা হইবেন না, আপনি অতি উত্তম স্থানে আছেন।"

রমণী পুনরায় যুবকের উদার মুখমণ্ডলের দিকে চাহিলেন। যুবকও সেই উজ্জ্বল সুবৃহৎ নীল চক্ষুর্দ্বয়-বিভূষিতা রমণীর মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া রহিলেন। রমণীর বয়স প্রায় অষ্টাদশ বৎসর হইবেক; ভাদ্র মাসের ভরানদীর ন্যায় রূপ যেন উথলিয়া

পড়িতেছে। নীলোৎপলসদৃশ, সুবৃহৎ চক্ষু সরলতায় পরিপূর্ণ; সুগঠিত নাসিকার অগ্রভাগে একটী গজমুক্তা; গণ্ডদেশ ঈষৎ রক্তবর্ণ; ওষ্ঠদ্বয় কিঞ্চিৎ পাতলা ও গোলাপী আভাযুক্ত; সুন্দর গলদেশে হীরকাদি বহুরত্ন-জড়িত স্বর্ণ চিক শোভা পাইতেছে; সুগোল বাহুতে মণিময় কঙ্কণ চক্ মক্ করিতেছে। বর্ণটী গৌর; স্বর্ণ-জড়িত অত্যুজ্জ্বল নীল সাটীতে সুন্দর শরীর আবৃত; সমুন্নত বক্ষঃস্থলে মণি-মুক্তা হীরকাদি-জড়িত কণ্ঠমালা সেই অতুল-নীয় রূপরাশির সহিত মিশিয়া যেন ঝক্ ঝক্ করিতেছে। নাতিস্থূল নাতিকৃশ শরীর সৌন্দ-র্য্যের ষোল কলায় পূর্ণ হইয়াছে। বৈশাখ মাসের নিবিড়-নব-কাদম্বিনীর ন্যায় ভ্রমরকৃষ্ণ, দীর্ঘ কেশদাম অবিন্যস্ত। শিরীষপুষ্প সদৃশ কমনীয় অঙ্গুলীতে বহুমূল্য হীরকাঙ্গুরীয়। অঙ্গুলীর অগ্রভাগ রক্তবর্ণ, বোধ হইতেছে, যেন এখনই রক্ত পড়িবে? পাঠক মহাশয়! আপনার চক্ষে কি কখনও এই প্রকার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী যুবতী পড়িয়াছে? যদি পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি সহজেই বুঝিতে পারিয়াছেন; আর পাঠিকাগণ! আপনারা অনু-

গ্রহ পূর্ব্বক দর্পণের নিকটে যাইয়া দাঁড়াইলে সহজেই বুঝিতে পারিবেন; আমি আর কত লিখিব?

যুবক রমণীর ওষ্ঠে অল্প অল্প সরবৎ দিতে লাগিলেন। রমণী পুনরায় বলিলেন, "আপনি কি মানুষ, না দেবতা? আপনার ঋণ আমি এ জন্মে শোধ করিতে পারিব না?" রমণী নিস্তব্ধ হইলেন।

যুবক। বিপন্না ও পরপীড়িতা স্ত্রীলোকের সাহায্য করা ক্ষত্রিয়ের একমাত্র ধর্ম্ম; আপনার শরীর এখন কেমন বোধ হইতেছে?

যুবতী। আপনার যত্নে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুস্থা হইয়াছি; বিশ্বাসঘাতক পামর দস্যুগণ কোথায়?

যুবক ঈসৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "তাহারা সকলেই তাহাদের পাপের উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করিয়াছে।" যুবতীর ওষ্ঠপ্রান্তে একটু হাসি দেখা দিল। যুবক অনিমিষলোচনে সেই হাসি-মাখা সুন্দর ওষ্ঠদ্বয়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

যুবতী পুনরায় বলিলেন, "আমার সঙ্গিনী কোথায়?" যুবক বলিলেন, "তিনি এইখানেই

কুশলে আছেন।” রমণীর বদনমণ্ডল যেন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক প্রফুল্ল বোধ হইল। যুবক পুনরায় বলিলেন, “ঐ আপনার সঙ্গিনী আসিতেছেন।”

রমণী মুখ তুলিয়া সেই দিকে চাহিলেন। দেখিতে দেখিতে একটী রমণী মূর্ত্তি সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। রমণীর বয়স প্রায় সপ্তদশ বৎসর হইবে। বর্ণ গৌর; মুখখানি সুন্দর; চক্ষু দুটী বড; নাসিকা সুন্দর; ওষ্ঠদ্বয় পাতলা; ভ্রূদ্বয় সুন্দর; পরিধানে সাটী; অঙ্গে উপযুক্তরূপ অলঙ্কার। রমণী বলিলেন, “সখি! ভাল আছ ত?”

যুবতী মাথা দোলাইয়া উত্তর করিলেন। যুবক বলিলেন, “আপনারা এই স্থানে অবস্থান করুন, আমি শীঘ্রই আসিতেছি।” এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পিতা—পুত্রী।

"কালরূপী চিরশত্রু সপত্নী-নন্দন
বৃদ্ধিলাভ করিতেছে না দেখি কখন
কোন্ বুদ্ধিমতী নারী তুষ্টি লাভ করে?
কখন দেখি নি আমি—দেখিব না পরে।
কিন্তু তব এ দুর্গতি কেন উপস্থিত,
দারুণ শোকেতে আমি হনু আকুলিত।"
রাজকৃষ্ণ রায় কৃত পদ্য রামায়ণ।

বেলা এক প্রহরের অধিক নাই। সূর্য্য পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছে। আকাশ নির্ম্মল। ডালে ডালে নানাবিধ পক্ষিগণ সুললিত সঙ্গীত করিয়া নিস্তব্ধ কানন প্রতিধ্বনিত করিতেছে। গাভি-গণ মাঠে মাঠে বৎস সহিত আহারান্বেষণ করি-তেছে; কোথাও কোন গাভী শীতল বৃক্ষের ছায়ায় শয়ন করিয়া চক্ষু বুজিয়া রোমন্থন করিতেছে।

এমন সময় চিতোরের রাজপ্রাসাদের একটী সুরম্য সুরঞ্জিত কক্ষে এক জন স্ত্রীলোক উপবিষ্টা। স্ত্রীলোকের বয়স প্রায় ত্রিংশ বৎসর অতিক্রম করি-য়াছে। বর্ণ গৌর; চক্ষুঃ দুটী বড়; নাকটী ঈষৎ

চাপা ; গণ্ডদেশ ঈষৎ স্থূল ; শরীরের অবয়ব মধ্যবিৎ ; পরিধানে সামান্য শুভ্র বস্ত্র ; অঙ্গে কোন প্রকার অলঙ্কার নাই। কক্ষটী খুব বৃহৎ এবং পরিষ্কার ; মর্ম্মর-প্রস্তর-বিনির্ম্মিত মেঝ্যা চক্‌চক্‌ করিতেছে। কক্ষটী নানাপ্রকার বহুমূল্য আস্‌বাবে সজ্জিত। কক্ষপ্রাচীর নানাবিধ লতা পাতা, মনুষ্য, দেবতা প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তিতে চিত্রিত। চিত্রগুলি এত দূর পরিপাটীর সহিত অঙ্কিত হইয়াছে যে, তাহা দেখিলে যথার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কক্ষটী নিস্তব্ধ। রমণীও নিস্তব্ধ হইয়া একমনে যেন কি চিন্তা করিতেছেন। তাঁহার বদনমণ্ডল আনত, এবং ললাটে চিন্তা-রেখা পরিদৃশ্যমানা। পাঠক মহাশয়! এই রমণীকে কি চিনিতে পারিয়াছেন ? ইনি মৃত মহারাণা লাক্ষের সহধর্ম্মিণী। ধীরে ধীরে এক জন পুরুষ সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। আগন্তুকের বয়স প্রায় পঞ্চাশৎ বর্ষ হইবে ; মুখমণ্ডল অর্দ্ধপক্ক দীর্ঘ গুম্ফ-শ্মশ্রুতে পরিশোভিত। ললাট ঈষৎ উচ্চ, চক্ষুর্দ্বয় ক্ষুদ্র, নাসিকা একটু চেপ্টা, কর্ণদ্বয় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। গণ্ডদেশের চর্ম্ম কুঞ্চিত। ভ্রূ অল্প অল্প শুভ্র হইয়াছে। মস্তকের

কেশ প্রায় শুভ্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি খুব দৃঢ়, এবং বলিষ্ঠ। শরীর খুব দীর্ঘ। পরিধানে মূল্যবান্ পরিচ্ছদ। মস্তক অতি দীর্ঘ মারবারি উষ্ণীষে সুশোভিত। কটিবন্ধে একখানি অসি।

রাজ্ঞীর চিন্তা-সূত্র ছিন্ন হইল। আগন্তুক ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আসুন। আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?"

আগন্তুক উত্তর করিলেন, "এতক্ষণ রাজসভায় ছিলাম; তোমাকে এত চিন্তিত দেখিতেছি কেন?"

রমণী ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, "না, এমন কিছুই নহে। মুকুল কোথায়?"

আগন্তুক। বোধ হয়, কোথাও খেলা করিতেছে।

রাজ্ঞী বলিলেন, "বাবা! সেই দিন যে আমার নিকট বলিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা কি? আমার শুনিতে বড় বাসনা হইয়াছে।"

আগন্তুক গম্ভীর ভাবে কহিলেন, "তাহাই বলিতে আসিয়াছি। আমি অনেক দিন চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে, ইহা তোমাকে না বলিলে

সর্ব্বনাশ ঘটিবে, তাই তোমাকে বলিতে আসি-য়াছি।"

রাজ্ঞী উৎকণ্ঠিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি, এমন ভয়ানক কি? আমার বড় চিন্তা হই-তেছে।"

আগন্তুক পূর্ব্ববৎ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "চিন্তা হইবারই কথা।"

রাজ্ঞী আরও ভীতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মুকুলের ত কোন অনিষ্ট হইবে না?"

আগন্তুক বলিলেন, "কেবল মুকুলের কেন, সকলেরই।"

রাজ্ঞী মহাভীতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন ভীষণ সংবাদ কি? বলুন, আমার প্রাণ বড়ই উৎকণ্ঠিতা হইতেছে।"

আগন্তুক পুনরায় বলিলেন, "বলিতে আমার সাহস হইতেছে না।"

রাজ্ঞী বলিলেন, "বলুন না? আপনার আবার ভয় কি? কাহার সাধ্য যে, আপনার কথার কোন অন্যথাচরণ করিতে পারে? মুসলমানগণ কি চিতোরপুরী আক্রমণ করিতে আসিতেছে?"

আগন্তুক গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন, "না, তাহা নহে।"

রাজ্ঞী আরও উৎকণ্ঠিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি? শীঘ্র বলুন?"

আগন্তুক একটু চিন্তা করিয়া পুনরায় গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "চণ্ডের দ্বারাই সর্ব্বনাশ হইবে।"

এই বাক্য শুনিয়া রাজ্ঞী স্তম্ভিতা হইলেন। ক্ষণকাল পরে বলিলেন, "চণ্ডের দ্বারাই? ইহা আমার বিশ্বাস হয় না।"

আগন্তুক বলিলেন, "তোমার যে ইহা বিশ্বাস হয় না, তাহা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যখন তুমি শিশু মুকুলকে ক্রোড়ে করিয়া অনাথিনীর ন্যায় দ্বারে দ্বারে এক মুষ্টি অন্ন ভিক্ষা করিবে, তখন তোমার বিশ্বাস হইবে। তুমি জান, চণ্ড বড় সৎ, সে তোমাকে স্বীয় গর্ভধারিণীর ন্যায় ভক্তি করে; কিন্তু সে যে গোপনে কত দূর করিয়াছে, তাহা যদি তুমি জানিতে পারিতে, তাহা হইলে তোমার বিশ্বাস হইত। তুমি বিবেচনা কর যে, মুকুলই রাজা এবং সকলেই মুকুলকে সম্মান করে; কিন্তু মুকুল যে কেবল নামমাত্র রাজা, তাহা ত তুমি

কিছুই জান না ? চণ্ড যে গোপনে গোপনে সকলের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়াছে, সে যে শিশু মুকুলকে গোপনে হত্যা করিয়া নিজে রাজা হইবার বাসনা করিয়াছে এবং তাহারই উদ্যোগ করিতেছে. তাহা ত তুমি কিছুই বুঝিতেছ না ? সে যে তোমার সপত্নী-পুত্র ; মুকুল তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ; সে কেন তাহার বিমাতা ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতার জন্য স্বীয় স্বত্ব ত্যাগ করিবে ? তোমার বিশ্বাস যে, চণ্ড যখন তাহার পিতার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, সে কখনই রাজ্য গ্রহণ করিবে না এবং স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে রাজত্ব দিবেক ; সে কি কখনও প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে ? যদি তুমি ইহা ভাবিয়া থাক, তাহা হইলে সে তোমার ভ্রম ; অচিরাৎ তোমার সে ভ্রম ঘুচিবে। যখন বিজয়চণ্ডের সৈনিকগণের গগনস্পর্শী সিংহনাদ শুনিবে, তখন তোমার ভ্রম ঘুচিবে ; যখন তুমি শিশু মুকুলকে ক্রোড়ে করিয়া জীবন রক্ষা করিবার চেষ্টা করিবে, তখন তোমার ভ্রম ঘুচিবে। এখন আমার এই বাক্যে তোমার বিশ্বাস হইতেছে না, কিন্তু আমার এই ভবিষ্যদ্‌বাণী অবশ্যই ফলিবে। আমি কোন্

প্রাণে কোন্ চক্ষে তোমার এবং আমার প্রাণসম দৌহিত্রের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিব? আমি তোমার পিতা, আমার বুকে যত দূর ব্যথা পাই, কে তাহার শতাংশের এক অংশ পাইয়া থাকে? আমি জানি এবং কার্য্যেও দেখিতেছি যে, তুমি মুকুলজীকে যে প্রকার স্নেহ করিয়া থাক, চণ্ডকেও তাহার একাংশ কম স্নেহ কর না, এবং চণ্ডও তোমার প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করিয়া থাকে। সে সমুদায়ই ভয়ানক কপটতা-জালে জড়িত। যে প্রকারেই হউক, যদি চণ্ডকে দূর করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে যে কি ভয়ানক সর্ব্বনাশ হইবে, তাহা ভাবিতে গেলে আমার হৃদয় তুর্ তুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠে।"

আগন্তুক নিস্তব্ধ হইলেন। রাজ্ঞী স্থির হইয়া এই সমস্ত কথা শুনিয়াছেন; তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে যে প্রকার ভয়ানক আন্দোলন হইতেছে, তাহা বর্ণনাতীত। পাঠক মহাশয়! যদি কোন দিন এই প্রকার ভবিষ্যৎ বিপদের কথা শুনিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদের রাজ্ঞীর বর্ত্তমান মনের ভাব বুঝিতে পারিবেন,আমার ক্ষুদ্র লেখনী তাহা লিখিতে অক্ষম।

রাজ্ঞীর অন্তঃকরণ বিষম সন্দেহ-দোদুল্যমান; চণ্ড যে এই প্রকার করিতেছে, এবং ভবিষ্যতে করিবে, তাহা তাঁহার বিশ্বাস হয় না। একবার ভাবেন যে "চণ্ড আমাকে আপন গর্ভধারিণী অপেক্ষা অধিক ভক্তি এবং সম্মান করে, রাজ্যসম্পর্কীয় অতি ক্ষুদ্র কার্য্যেও আমার বিনা অনুমতিতে স্বয়ং ব্রতী হয় না, সে কি আজ এই ভীষণ ষড়যন্ত্র করিয়া আমাদের সর্ব্বনাশ করিবে?" আবার ভাবেন, "চণ্ড আমার কে? সে ত আমার সতীনপুত্র, সে কেন আমার এবং মুকুলের জন্য এত দৃঢ় করিবে? মুখে আমার সহিত সরলতা করিয়া গোপনে আমার সর্ব্বনাশ সাধনে উদ্‌যোগ করিতেছে। পিতার সঙ্গে তঁ চণ্ডের কোন শত্রুতা নাই, বা কোন দিন ত বিবাদ হয় নাই, তবে কি তিনি চণ্ডের নামে মিথ্যা কথা কহিতেছেন? না, তাহাও নহে; আর ইহাতে ত পিতার কোন স্বার্থ দেখিতেছি না, তবে কেন তিনি চণ্ডের নামে মিথ্যাপবাদ দিবেন? আহেরিয়ার দিন যে, চণ্ড মৃগয়ায় গিয়াছে, সে স্থান হইতেই বা এখন পর্য্যন্ত প্রত্যাগত হয় নাই কেন? তবে কি সে সেই স্থানে বসিয়া কোন গুপ্ত ষড়যন্ত্র করিতেছে?"

রাজ্ঞী নিস্তব্ধ হইয়া এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিতেছেন। তিনি যে কি উত্তর দিবেন, তাহা ভাবিয়া পাইতেছেন না। রাজ্ঞীর পিতা রাজ্ঞীকে নিরুত্তর দেখিয়া বলিলেন,

"আমার কথায় কি বিশ্বাস হয় নাই ? কিন্তু আমি আমার কর্ত্তব্য কার্য্য করিলাম ; আর কেহ না জানাইলেও, আমি কোন্ প্রাণে, এই ভয়ানক কাণ্ড তোমাকে না বলিয়া থাকিতে পারি ? সমস্তই বলিলাম। এখন তোমার যাহা অভিরুচি হয়, করিতে পার।"

আগন্তুক নিস্তব্ধ হইলেন। কিয়ৎকাল পরে রাজ্ঞী বলিলেন, "বাবা! আপনার কথা কখনও মিথ্যা নহে। বিশেষতঃ চণ্ড যখন আপনার কোন অনিষ্ট করে নাই, তখন কখনই আপনি তাহার নামে মিথ্যা কথা কহিতেছেন না। আপনি যাহা বলিলেন, তাহা যদি সম্পূর্ণ সত্য হয়, তাহা হইলে কি উপায় ?"

আগন্তুক বলিলেন, 'তুমি চিন্তা করিও না, যখন তোমার ইহা বিশ্বাস হইয়াছে, তখন আর কোন চিন্তার কারণ নাই। রণমল্ল জীবিত থাকিতে

কাহার সাধ্য যে, তাহার কন্যা এবং দৌহিত্রের রাজ্য পাইতে পারে? এ অতি তুচ্ছ কার্য্য; তোমার অনুমতি পাইলে ইহার উপযুক্ত বিধান করিতে রণমল্লের এক মুহূর্ত্ত সময়ও লাগে না।"

রাজ্ঞীর পিতার নাম রণমল্লসিংহ। এখন ইহাঁকে আগন্তুক না বলিয়া রণমল্ল বলিয়াই ডাকিব। রাজ্ঞীর মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইল; তিনি বলিলেন, "বাবা! চণ্ড আহেরিয়ার দিন মৃগয়া করিতে গিয়াছিল, সে কি তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়াছে?"

রণমল্ল বলিলেন, "না, অদ্যাপিও প্রত্যাগত হয় নাই; আমার বোধ হয়, কোন নিভৃত স্থানে বসিয়া এই বিষয়ের পরামর্শে নিযুক্ত আছে।"

রাজ্ঞী বলিলেন, "আমারও তাহাই সন্দেহ হয়। বাবা! কি উপায় স্থির করিয়াছেন? আমার মন যার-পর-নাই উদ্বিগ্ন হইয়াছে।"

রণমল্ল ঈষৎ হাস্য করিয়া কন্যার কর্ণের নিকট অতি লোল হইয়া, অতি সঙ্গোপনে কি কথা বলিলেন, শুনিয়া রাজ্ঞী স্তম্ভিত হইলেন।

কিয়ৎ কাল পরে বলিলেন, "বাবা! এ পরামর্শ তত ভাল বোধ হয় না, আর কোন পরামর্শ স্থির

করুন। ইহা অতিশয় বিগর্হিত; আমার বিবেচনায় ইহা অতি জঘন্য এবং অন্যায়।"

রণমল্ল বলিলেন, "শত্রু-নির্য্যাতনে আর ন্যায় অন্যায় কি? এ বিষয়ের ভার আমার উপর রহিল। তুমি ভাবিয়া দেখ, যে তোমার একমাত্র প্রাণকুমার মুকুলের প্রাণসংহারে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে, তাহার উপর আর ন্যায় অন্যায় কি? তুমি নিশ্চিন্তা হও, অতি শীঘ্রই দেখিবে যে, শত্রু নির্ম্মূল হইয়াছে। যে পর্য্যন্ত এ দেহে এক বিন্দুও রক্ত বহমান থাকিবে, সে পর্য্যন্ত কাহার সাধ্য যে, তোমার এবং মুকুলের বিন্দুমাত্র অনিষ্ট করে? তুমি কোন চিন্তা করিও না, শীঘ্র শত্রু নির্ম্মূল হইবে।"

রাজ্ঞীর মন আশ্বস্ত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গভীর নিশীথে।

"অরে দুরাত্মন্, সবংশে সংহার হইবি
আমার শাপে।"

সীতাহরণ নাটক।

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ। কোথাও কোন প্রকার শব্দ শুনা যাই-তেছে না; কেবল রাত্রিচর পেচক, বাদুড় প্রভৃতি পক্ষিগণের বীভৎস রব সেই শান্তিময়ী নিশীথি-নীর গভীর নিস্তব্ধতা কিয়ৎকালের জন্য ভঙ্গ করিয়া অনন্তাকাশে বিলীন হইতেছে। হাসিতে হাসিতে, দুলিতে দুলিতে, নাচিতে নাচিতে, কুমু-দিনীনাথ বিশাল আকাশরাজ্যে আপন আধিপত্য বিস্তার করিতেছেন। কুমুদিনী প্রফুল্লিতা হইয়া স্বামীর সঙ্গে নানা প্রকার রহস্য করিতেছে; চন্দ্রও সাধ্যমত নিজ প্রেয়সীর মনোরঞ্জন করি-তেছেন। নক্ষত্রগণ চন্দ্র এবং কুমুদিনীর এব-ম্প্রকার রহস্য দেখিয়া আপন মনে টিপিটিপি হাসিতেছে। জোনাকীপোকাগণ কোন বৃক্ষের

উপর সমবেত হইয়া যেন নক্ষত্রগণকে উপহাস করিয়া জ্বলিতেছে। নৈশাকাশ নির্ম্মল; মধ্যে মধ্যে দুই এক খানি শুভ্র মেঘ, বায়ুর সঙ্গে ধীরে ধীরে নাচিতে নাচিতে আকাশ-সমুদ্রে ভাসিয়া যাইতেছে। নৈশ সমীরণ, বৃক্ষগণকে ঈষৎ দোলাইয়া মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইতেছে। শিশিরসিক্ত শ্যামল দূর্ব্বাদলের উপর চন্দ্ররশ্মি পতিত হওয়ায় শিশিরবিন্দু সমূহ যেন মুক্তার ন্যায় বোধ হইতেছে। পৃথিবী নিস্তব্ধ; কোথাও কোন শব্দ কর্ণ-গোচর হয় না।

এমন সময়ে একটী স্ত্রীলোক চিতোর-রাজবাটীর অন্তঃপুরস্থ উদ্যানমধ্যে একাকিনী উপবিষ্টা। রমণী গণ্ডস্থলে হস্ত দিয়া একমনে কি চিন্তা করিতেছেন; তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশ বৎসর হইবে। মুখখানি সুন্দর; চক্ষু দুইটী আকর্ণবিস্তৃত; নাসিকা উন্নত; ললাট সুন্দর; ওষ্ঠদ্বয় ঈষৎ বিভিন্ন! অতি দীর্ঘ নিবিড়কৃষ্ণ কেশজাল পৃষ্ঠদেশে লম্ববান; অত্যুজ্জ্বল শ্যামবর্ণ; শরীর কৃশ। এই গভীর নিশীথে এই নির্জ্জন স্থানে একাকিনী কি চিন্তা করিতেছেন? রমণীর কোন দিকে দৃক্‌পাত নাই,

আপন মনে কি চিন্তা করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে দুই একটী দীর্ঘনিশ্বাস সহ দুই এক ফোঁটা উষ্ণ অশ্রুবিন্দু রমণীর বিস্ফারিত চক্ষু দিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে।

কিয়ংকাল পরে বীণাবিনিন্দিত মধুরস্বরে নিশীথিনীর গম্ভীর শান্তি ভঙ্গ করিয়া রমণী বলিতে লাগিলেন, "পরমেশ্বর! তুমি কি চিরকাল দুঃখ ভোগ করিবার জন্যই এই হতভাগিনীকে সৃষ্টি করিয়াছিলে? এ দাসী তোমার শ্রীচরণে এমন কি পাপ করিয়াছে যে, এক দিনও কোন ক্ষুদ্র কারণে কিঞ্চিৎ সুখ ভোগ করিতে পারে নাই? হে জগৎপিতা! এই পৃথিবীস্থ সকলেই তোমার সন্তান, এই সকলকেই তুমি সৃষ্টি করিয়াছ। সকলেই তোমার অনুগ্রহ ভোগ করিতেছে। এ হতভাগিনী কি তোমার সন্তান নয়? তুমি কি আমাকে সৃষ্টি কর নাই? দুঃখের পর সুখ এবং সুখের পর দুঃখ, এই ত জগতের নিয়ম। এ হতভাগিনীকে কি চিরদুঃখ ভোগ করিবার নিমিত্তই সৃষ্টি করিয়াছিলে? যদি তাহাই আমার অদৃষ্টে লিখিয়াছিলে,তবে কেন আমাকে এত দিন এই পাপ

পৃথিবীতে জীবিত রাখিলে? কেন আমার এ পাপ-দেহ পঞ্চভূতে মিলাইলে না? পরমেশ্বর! এখনও এ দাসী কায়মনোবাক্যে তোমার শ্রীচরণে মৃত্যু-প্রার্থনা করিতেছে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক দাসীর মনো-বাসনা পূর্ণ কর। এ দেহে এ হতভাগিনী তোমার পাদপদ্মে অন্য কোন ভিক্ষা করে না। তাহার আর কোন সাধ নাই। কেবল মৃত্যুই তাহার একমাত্র সম্বল, একমাত্র বন্ধু। তুমি কি এ অভা-গিনীর ক্রন্দন শুনিতে পাইতেছ না। না, না, তুমি ত অন্তর্যামী, যে যাহা করুক, বা মনে মনে ভাবনা করুক, তুমি ত তাহা সকলই জানিতে পার। তবে আমার ক্রন্দনও তুমি শুনিতেছ। যদি ইহা শুনিতেছ, তবে কেন ইহার প্রতিবিধান করিতেছ না? তবে কি তুমিও এ হতভাগিনীর অবস্থাগুণে বিমুখ। তাহা সম্ভব। কেন তুমি হত-ভাগিনীর অভীপ্সিত বর প্রদান করিতেছ না? এই পৃথিবীতে গরিবদুঃখীদিগের কথায় কে কর্ণ-পাত করিয়া থাকে? কে পরদুঃখে অশ্রুপাত করিয়া থাকে? কিন্তু হে জগৎপিতা! সন্তানের মনোদুঃখ হইলে কাহার নিকট জানাইয়া থাকে?

কে তাহার ব্যথায় ব্যথিত হইয়া থাকে? কেবল জনক জননী মাত্র। এ অভাগিনীর তুমি ভিন্ন আর কে আছে? তুমি আমার পিতা, তুমি আমার মাতা। তুমি না শুনিলে দাসী কাহার নিকট কাঁদিবে? কে শুনিবে? আমার আর কোন প্রার্থনা নাই, কেবল মৃত্যু!—মৃত্যু!—মৃত্যু!"

রমণী নিস্তব্ধ হইলেন; তাঁহার আয়ত লোচন দিয়া অনর্গল জলধারা পড়িতে লাগিল। সেই নিস্তব্ধ নিশীথে তাঁহার খেদোক্তি নৈশাকাশে বিলীন হইল। কিয়ৎকাল এই প্রকার নিস্তব্ধ থাকিয়া, রমণী ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,

"প্রাণেশ্বর! তুমি কোথায়? এক বার চাহিয়া দেখ, আজ তোমার বনিতা কি অবস্থায় রহিয়াছে। প্রাণনাথ! এ দাসীকে কি তোমার স্মরণ আছে? তুমি ত আমাকে প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসিতে। হৃদয়বল্লভ! আমার এই কষ্ট, এই যাতনা আর সহ্য হয় না; রক্ষা কর। আর কি তোমার দেখা পাইব? আর কি তোমার পবিত্র চরণযুগল বক্ষে ধারণ করিতে পাইব? নাথ! আজ তোমার রমণী হইয়া কি অবস্থায় কোথায় রহিয়াছি, একবার দেখিয়া যাও।

"মাত জগদম্বে! তুমিও কি এ দাসীর ক্রন্দন শুনিতেছ না? না, না, তুমি ত সতী-শিরোমণি; তুমি এই পাপীয়সী কুলকলঙ্কিনীর কথায় কেন কর্ণপাত করিবে? আমি অসতী,—আমি অসতী,—কিন্তু মা! তুমি অন্তর্যামিনী; তুমি সকলই জান। পাপিষ্ঠ রণমল্ল যে অজ্ঞানাবস্থায় আমার দেব-দুর্লভ সতীত্ব-রত্ন হরণ করিয়াছে; তাহা ত তুমি জান; সে পামর বল প্রয়োগ করিয়া আমার অমূল্য সতীত্ব-রত্ন হরণ করিয়াছে, আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, আমাকে চির-নরক-কূপে নিক্ষেপ করিয়াছে, নারীজীবনের সার রত্ন অপহরণ করিয়াছে; তাহা ত তুমি সকলই জানিতে পারিয়াছ! নরকুল-কলঙ্ক পাপী রণমল্ল কুটিল চক্রান্ত করিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে! কিন্তু যদি ক্ষত্রিয়-কুমারী হই, যদি পবিত্র ক্ষত্রিয়-রক্ত এ দেহে বহমান থাকে, তাহা হইলে আজ এই চন্দ্র তারা প্রভৃতির সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, এই হস্তে এই অস্ত্র দ্বারা পাপিষ্ঠের হৃৎপিণ্ড ছেদন করিয়া মনের জ্বালা জুড়াইব। কে তাহাকে রক্ষা করিবে? যাহার স্বীয় জীবনের মমতা নাই, তাহার আবার অন্যকে কি ভয়? যে প্রকারে, যে সময়ে পারি, পামরের হৃদয়-রক্তে স্নান

করিব—করিব—করিব। মা! মা! মা! এ বিপদে দাসীর সহায় হও। আশীর্ব্বাদ কর, যেন পামরের হৃদয়-রক্তে হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইতে পারি; যেন আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়; যেন প্রতিহিংসা লইতে পারি। আর কি বলিব, ইহজগতে আমার আর কিছু বলিবার নাই, কেবল প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা।”

রমণী নিস্তব্ধ হইলেন, তাঁহার উজ্জ্বল লোচনদ্বয় আরও উজ্জ্বল হইল, বিস্ফারিত চক্ষুর্দ্বয় দিয়া যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল, ললাটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর্ম্মবিন্দু দেখা গেল। ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া আস্তে আস্তে সেই উদ্যানমধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ কে যেন আসিয়া তাঁহার পৃষ্ঠদেশে হস্তার্পণ করিল। তিনি চমকিত হইয়া সেই দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

পরে গম্ভীরস্বরে বলিলেন, “কে তুমি? কেন আমার পৃষ্ঠদেশে হস্তার্পণ করিলে?”

আগন্তুক মৃদুস্বরে বলিলেন, “আমি তোমার দাসানুদাস।”

আগন্তুককে চিনিতে পারিয়া রমণী বলিলেন,

"কেন, এই গভীর নিশীথসময়ে আমার নিকটে আসিলেন? আমি স্ত্রীলোক, আপনি পুরুষ, আমার নিকট আপনার কোন কথা নাই, শীঘ্র প্রস্থান করুন।"

রমণী বিদ্যুদ্বৎ সরিয়া দাঁড়াইলেন। আগন্তুক অতিশয় নম্রভাবে বলিলেন, "সুন্দরি! আমি তোমার দাসানুদাস, আমার প্রতি এত কোপ কেন? দাসের উপর প্রসন্না হও।"

রমণী পুনরায় গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "আমি এই ক্ষণেই চীৎকার করিয়া সকলকে জাগাইতেছি। শীঘ্র প্রস্থান করুন, নচেৎ বড়ই প্রমাদ ঘটিবে। যদি প্রাণের মমতা রাখ, এই মুহূর্তে প্রস্থান কর।"

আগন্তুক কাতর স্বরে উত্তর করিল, "এ দাসকে চরণে ঠেলিও না; আমি তোমাকে ধন, রত্ন, ঐশ্বর্য্য সকলই দিব; আমি তোমাকে আপন প্রাণাপেক্ষাও অধিক ভাল বাসিব। প্রিয়ে! দাসকে অবহেলা করিও না, রক্ষা কর।"

রমণী বলিলেন, "সাবধান হইয়া কথা কহিও। আমি তোমার কন্যার ন্যায়, তুমি আমার পিতার ন্যায়; পিতা হইয়া কন্যাকে এই প্রকার জঘন্য কথা

বলিতেছ? আমি এতক্ষণও ক্ষমা করিতেছি, শীঘ্র প্রস্থান কর্, নচেৎ প্রমাদ ঘটিবে।"

আগন্তুক বলিলেন, "ছি! ও কথা কহিও না, তুমিত আমার উপভোগ্যা হইয়াছ।"

রমণীর আর সহ্য হইল না। ক্রোধে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় জবাফুলের ন্যায় রক্তিমাকার ধারণ করিল। সক্রোধে বলিলেন, "আমি পিশাচ কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়াছি। পামর! পাপমুখে একবার ঈশ্বরের নাম কর্। সাবধান।"

বলিতে বলিতে রমণী স্বীয় অঙ্গস্ত্রাণ গুটাইয়া তন্মধ্য হইতে একখানি শাণিত ছুরিকা বাহির করি-লেন। উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে, সেই ক্ষুদ্র ছুরিকা চক্‌মক্ করিতে লাগিল। আগন্তুক এতদ্দর্শনে ভীত হইয়া পশ্চাৎ সরিয়া গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

রমণী শাণিত ছুরিকা উত্তোলন করিয়া বলি-লেন, "পামর! এই তোর শেষ।"

এই বলিয়া শাণিত ছুরিকা আগন্তুককে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন।

আগন্তুক বেগে পলায়ন করিল। পাঠক মহা-শয়! এই আগন্তুক, সতীর সতীত্বাপহারী পামর

রণমল্ল। রমণী ছুরিকাখানি ভূমি হইতে উঠাইয়া বলিলেন, "পাপিষ্ঠ! আজ তুই পলায়ন করিলি বটে, কিন্তু তোর হৃদয়ের রক্তে আমি চিরদুঃখানল নিশ্চয়ই নির্ব্বাণ করিব; এক দিন অবশ্যই তোর পাপদেহে শৃগালকুক্কুরগণ পরিতৃপ্ত হইবে। অন্ধকার বশতঃ আমার লক্ষ্য ব্যর্থ হইল, কিন্তু তোর শমন অতিশয় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। পৃথিবী আর তোর পাপ-দেহ-ভার বহন করিতে অসমর্থা। আজ পলায়ন করিয়া তোর ঘৃণিত জীবন রক্ষা করিলি বটে, কিন্তু, এক দিন অবশ্যই এই হস্তে এই শাণিত ছুরিকা দ্বারা তোর হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া চিরদুঃখ দূর করিব। রে ক্ষত্রকুলাঙ্গার পাপিষ্ঠ রণমল্ল! আজ হউক, কাল হউক, তোর রক্তে আমার জ্বালা দূর করিব; তখন দেখিবি, বলপূর্ব্বক সতীর সতীত্বাপহরণের কি ফল।"

রমণী ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, "মাত ভগবতি! আশীর্ব্বাদ কর, যেন পামরের রক্তে হস্ত ধৌত করিয়া আশা মিটাইতে পারি। দাসীর এই প্রার্থনা যেন তোমার শ্রীচরণে স্থান পায় ও প্রতিহিংসা আমার অন্তঃকরণ হইতে যেন পলায়ন না করে।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ভ্রাতৃযুগল।

"ধর্ম্মই আমার একমাত্র সম্বল"।—

গদ্য মহাভারত।

চিতোরের রাজপ্রাসাদের একটী দ্বিতল-কক্ষে এক জন যুবক উপবিষ্ট। যুবকের বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশ বৎসর হইবে। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ; সুন্দর মুখমণ্ডল; প্রশস্ত ললাট; উন্নত নাসিকা; উজ্জ্বল বিস্ফারিত চক্ষুর্দ্বয়। পরিচ্ছদ মূল্যবান; মস্তকে হীরকখণ্ড-সুশোভিত উষ্ণীষ; কটিদেশে দীর্ঘ অসি। কক্ষটী পরিপাটীরূপে সজ্জিত। কক্ষের এক পার্শ্বে বর্ম্ম, চর্ম্ম, তূণ, ধনুক, অসি, বর্শা প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র কীলকে লম্বমান। যুবক একটী সুসজ্জিত পালঙ্কের উপর উপবেশন করিয়াছিলেন। তাঁহার সুন্দর মুখমণ্ডল চিন্তা-মেঘ-সমাচ্ছন্ন। করতলে কপোলবিন্যস্ত করিয়া একমনে যেন কি চিন্তা করিতেছেন। বেলা প্রায় অবসান হইয়াছে। সুশীতল মলয়-পবন গবাক্ষে প্রতিরুদ্ধ হইয়া ধীরে ধীরে

যুবকের অঙ্গ স্পর্শ করিতেছে। দুই একটী চড়াই গবাক্ষের উপর আসিয়া বসিতেছে, আবার আপনা আপনি উড়িয়া যাইতেছে। দুই একটী পাপীয়া পিউ পিউ রবে আকাশমার্গ দিয়া আপন মনে উড়িয়া যাইতেছে। যুবকের কোন দিকে দৃক্‌পাত নাই, আপন মনে নীরবে চিন্তা করিতেছেন।

ধীরে ধীরে আর একটী যুবক সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। এই যুবকের বয়স প্রায় দ্বাবিংশ বৎসর হইবে। গৌরবর্ণ; অপূর্ব্ব মুখশ্রী; আজানু-লম্বিত বাহুযুগল; প্রশস্ত ললাট; উজ্জ্বল লোচন; হাসিমাখা ওষ্ঠদ্বয়; যুগ্ম ভ্রূযুগল; সুবিশাল বক্ষঃ। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অতিশয় দৃঢ় এবং বলিষ্ঠ, আকৃতি মধ্যবিৎ। মানব-চক্ষে ইনি পরম সুন্দর। পরিধানে মূল্য-বান্ পরিচ্ছদ; মস্তকে মণিমুক্তা-খচিত উষ্ণীষ, কটিবন্ধে শাণিত অসি।

আগন্তুককে আসিতে দেখিয়া উপবিষ্ট যুবক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কে? রঘুদেব! ভাই এস, শারীরিক ভাল আছত?"

রঘুদেব বলিলেন, "আপনার শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে এ দাসের কোন অসুখ নাই; দাদা! আপনাকে

এত বিষণ্ণ দেখা যাইতেছে কেন? আপনার কি কোন অসুখ হইয়াছে?"

যুবক উত্তর করিলেন, "না, কোন অসুখ হয় নাই; তবে কোন বিষয়ের চিন্তা করিতেছিলাম।"

রঘুদেব বলিলেন, "অদ্বিতীয় পরাক্রমশালী মহাবীর চণ্ডের আজ কিসের চিন্তা? দাদা! বলুন, আমার বড় কৌতূহল জন্মিয়াছে।"

চণ্ড ধীরে ধীরে ভ্রাতার দিকে চাহিয়া উত্তর করিলেন, "ভাই! তোমাকে বলিবার জন্যই চিন্তা করিতেছিলাম।"

রঘুদেব উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা! বলুন, আমার শুনিতে বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে; শীঘ্র বলিয়া আমার উৎকণ্ঠা নিবারণ করুন।"

চণ্ড ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "ভাই! আহেরিয়ার দিন মৃগয়া করিয়া চিতোরে ফিরিয়া আসিবার পর হইতে রাজপুরীস্থ যাবতীয় লোক আমার সহিত আর পূর্ব্ববৎ ব্যবহার করিতেছে না; কোন ব্যক্তিকে কোন কার্য্য করিতে বলিলে, সে করে না, মাতার ভৃত্যগণ উপযুক্ত সম্মান করে না। যে

বিমাতা, মুকুল অপেক্ষাও আমাকে অধিক স্নেহ করিয়া থাকেন, সেই দিন প্রত্যাগত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করাতে, তিনি আর পূর্ব্ববৎ আদর করিলেন না। ইহার অর্থ কি? আর সেই দিন মাতা এবং তাঁহার পিতা ও আর আর সর্দ্দারগণ যেন আমার বিষয়ে কি কথা কহিতেছিলেন; আর আমাকে আসিতে দেখিয়া তখনি সকলে চুপ করিয়াছিলেন। মুকুলও ত এখন আর আমার নিকট আসিয়া খেলা করে না, ডাকিলেও বড় আসে না। যে মুকুল আমাকে একদণ্ডও না দেখিয়া থাকিতে পারিত না, সে এখন একেবারে আমার নিকট আসে না; এই সমস্ত চিন্তা করিতেছিলাম। এই বিশাল চিতোর রাজ্যের কোটী কোটী লোকের জীবনমৃত্যু জননীর হস্তে ন্যস্ত; কোটী কোটী নরনারীর সুখদুঃখ তাঁহার হস্তে। তিনি স্ত্রীলোক, আবার তাহাতে অশিক্ষিতা; মুকুল বালক, তাহাতে আবার তাহার পিতা রণমল্ল এই চিতোরে প্রবেশ করিয়াছে। ভাই! রণমল্লকে তুমি জান না, সে অতি ভয়ানক লোক; কি উদ্দেশে যে চিতোরে আগমন করিয়াছে, তাহা কেমন করিয়া বলিব? মাতা অবশ্যই পিতার

পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করিবেন, অবশ্যই তাঁহা দ্বারা রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন, তাহা হইলেই প্রমাদ; রণমল্ল যদি একবার মিবার-ভূমি গ্রাস করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার করাল কবল হইতে চিতোরে উদ্ধার করা বড় কষ্টকর হইবে। রণমল্ল যে কি উদ্দেশে স্বীয় মারবার রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চিতোর প্রবেশ করিয়াছে, তাহা কেমন করিয়া বলিব? অবশ্য তাহার কোন গূঢ় অভিসন্ধি আছে; নচেৎ সে কেন তাহার বিশাল রাজ্যভার স্বীয় মন্ত্রীর উপর রাখিয়া চিতোরে আগমন করিবে? হয় ত সে আমার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করিতেছে, হয় ত মাতাকেও আমার বিরুদ্ধে কত বলিয়াছে। তিনি সরলা স্ত্রীমাত্র, যে তাঁহাকে যে কথা বলিবে, তাহাই তাঁহার বিশ্বাস করা সম্ভবপর; আমি এই সমস্ত কথা ভাবিয়াই যার-পর-নাই আকুল হইয়াছি।”

বীরবর চণ্ড নিস্তব্ধ হইলেন। রঘুদেব ভ্রাতার এই সমস্ত কথা মনোযোগী হইয়া শুনিতেছিলেন; ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, “দাদা! আমিও এই সমস্ত বিষয় অনেক দিন যাবৎ ভাবিতেছিলাম; রণমল্ল

এক জন পরাক্রমশালী নৃপতি ; সে যখন মিবার-ভূমিতে বিনাহ্বানে কেবল কুটুম্বিতাহেতু প্রবেশ করিয়াছে, তখন বিষম সন্দেহের কারণ হইয়াছে। পামর যে আপনার নামে ষড়যন্ত্র করিয়া আপনার নির্ম্মল নামে কলঙ্কারোপ করিবে ইহাই ক্ষোভ, ইহাই আমার দুঃখ। আমি সকল সহ্য করিতে পারিব, কেবল আপনার নির্ম্মল যশে মিথ্যাপবাদ শুনিতে পারিব না। দাদা! আজ্ঞা করুন, এখনি ইহার সমুচিত প্রতিফল দিতেছি ; যদি আপনার শ্রীচরণে আমার অচলা ভক্তি থাকে, তাহা হইলে পাপিষ্ঠ রণমল্লের পাপ-মস্তক এখনই দ্বিখণ্ডিত হইবে, এখনই নরাধমের পাপ-নাম পৃথিবীতে মিশিয়া যাইবে।"

তেজস্বী রঘুদেব নিস্তব্ধ হইলেন ; তাঁহার জ্বলন্ত চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল ; হস্তদ্বয় দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ হইল। চণ্ড ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, ভাই! যখন ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ স্বর্গীয় পিতার চরণস্পর্শ পূর্ব্বক মুকুলকে রাজ্য অর্পণ করিয়াছি, তখন আমার উহাতে কিছুমাত্র স্বত্ব নাই ; মুকুল যাহা করিবে, তাহাই সহ্য করিতে হইবে। ভাই! তুমি যে

আমাকে প্রাণ অপেক্ষাও অধিক ভালবাস, এবং সকলাপেক্ষা অধিক ভক্তি কর, তাহা আমি জানি। যখন তোমার অসীম ভালবাসা স্মরণ হয়, তখনই ঈশ্বরের শ্রীচরণে এই প্রার্থনা করি যে, তুমি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া শত্রু দমন কর।”

চণ্ড নিস্তব্ধ হইলেন। রঘুদেব ভ্রাতার কথা শুনিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, “দাদা! বিমাতা কি তাঁহার পিতার চরিত্র কিছুই জানেন না? তিনি কি বিবেচনা করিয়াছেন যে, তাঁহার পিতা পরম বান্ধব, পরম উপকারী? দাদা! এ দুঃখ কাহার নিকট জানাইব? আপনি সকলই বুঝিতে পারিতেছেন। আপনার নিকটও সকল শুনিলাম। দাদা! এখন পাপাত্মা রাঠোররাজ রণমল্লের করাল কবল হইতে বীরপ্রসবিনী মিবার-ভূমি-রক্ষার উপায়? যদিও স্বর্গীয় পিতা মহাশয়ের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া মুকুলকে রাজত্ব দিয়াছেন, তথাপি ভাবিয়া দেখুন যে, চিতোর এখন আপনার বাহুবলে, বুদ্ধিবলে রক্ষিত। আমি আপনাকে কত বুঝাইব? আপনি সকলই বুঝিতেছেন।”

চণ্ড বলিলেন, “ভাই! তুমি যাহা বলিলে, তাহা

সমুদায়ই সত্য; কিন্তু পামরগণ এখন ষড়যন্ত্র করিয়া আমাকেই চিতোর রাজ্য হইতে তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে, মাতাও তাহাই করিবেন; চিতো-রের অদৃষ্টে যে কি আছে, তাহা কেমন করিয়া বলিব? চিতোরের যে কি হইবে, তাহা ভাবিতে গেলেও আমার হৃদয় দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠে। মুকুল যখন রাণা, তখন সে যাহাই বলিবে, রাজভক্তিস্বরূপ আমায় তাহাই করিতে হইবে; যখন মুকুল আমাকে চিতোর রাজ্য পরিত্যাগ করিতে বলিবে, তখন বিনা বাক্যব্যয়ে তাহাই শিরোধার্য্য করিতে হইবে। মুকুল বালক হইলেও সে রাণা, তাহাকেই রাজার ন্যায় ভক্তি করিতে হইবে।”

রঘুদেব ভ্রাতার কথা শুনিয়া একটু উষ্ণ হইয়া বলিলেন, “মুকুল বালক সে অবশ্যই অন্যের পরা-মর্শানুযায়ী কার্য্য করিবে, আপনি কেন অন্যের কথায় পিতৃরাজ্য ত্যাগ করিবেন? যদি মুকুল বড় হইয়া এই আজ্ঞা প্রচার করে, তাহা হইলে বরং আপনার যাহা ইচ্ছা হয় করিতে পারেন; তবে এখন দুগ্ধ-পোষ্য শিশুর কথায় কি রাজ্য পরিত্যাগ করিবেন?”

রঘুদেব নিস্তব্ধ হইলেন। চণ্ড ভ্রাতার হস্ত ধরিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, 'ভ্রাতঃ! তুমি বুদ্ধিমান, তুমি বিচক্ষণ, তাহা কে না স্বীকার করিবে? কিন্তু রঘুদেব! তুমি বালক, আমার কি উচিত যে, সামান্য রাজ্যের জন্য প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া অনন্ত-নরকগামী হইব? ক্ষত্রিয়সন্তান অবাধে স্বীয় হৃৎপিণ্ড ছেদন করিতে পারে, কিন্তু ধর্ম্ম কুত্রাপিও বিসর্জ্জন দিতে পারে না। এ জগতে ধর্ম্ম অপেক্ষা আমার নিকট অধিক কিছুই নহে। আমি কি এই অকিঞ্চিৎকর সামান্য রাজ্যের জন্য প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব? তাহা কখনই হইবে না। তুমি এক বার প্রাতঃস্মরণীয় সূর্য্যকুল-প্রদীপ মহাবীর রামচন্দ্রকে স্মরণ করিয়া দেখ; তিনি কেবল ধর্ম্মের জন্যই স্বীয় অনুজ ভরতের হস্তে বিশাল রাজ্য-ভার অর্পণ করিয়া অম্লানবদনে চতুর্দ্দশ বৎসর বন-বাস-কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন। সেই পবিত্র সূর্য্য-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কি ছার রাজ্যের জন্য চিরোপার্জ্জিত, দেবদুর্লভ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব? এ জীবনে তাহা কখনই হইবে না; এই নশ্বর পৃথিবীতে ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; রাজ্য, ধন, পিতা,

মাতা, ভাই, ভগিনী, বনিতা কেহই সঙ্গে যাইবে না; যাইবে কেবল এক মাত্র ধর্ম্ম। ভাই! তুমি চিন্তিত হইও না; যদি আমার ধর্ম্মে অচলা ভক্তি থাকে, তাহা হইলে সমুদয় বাধাই অতিক্রম করিতে পারিব; যদি বিমাতা তাঁহার পিতার পরামর্শানুযায়ী আমাকে ত্যাগ করেন; এমন কি এক দিন অবশ্যই হইবে যে, তিনি আবার সাদরে আমাকে আহ্বান করিবেন। সেই দিনই দেখিবে যে, পামর রণমল্লের পঙ্কিল নাম পৃথিবীতে মিশিয়া গিয়াছে। বিমাতা এখন কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না, কিন্তু যখন দেখিবেন যে, পাপিষ্ঠ রণমল্ল ক্রমে ক্রমে সমুদায় গ্রাস করিয়াছে; এবং তিনি আশ্রয়ের জন্য চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিতেছেন, তখন আমাকে চিনিবেন। রঘুদেব! ভাই! চিন্তিত হইও না; চিতোরের কোন ভয় নাই; রণমল্লের কি সাধ্য যে, চিতোর অধিকার করে! নরাধমের আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়াছে; শীঘ্র দেখিবে যে, তাহার ছিন্ন মস্তক ধূলায় লুণ্ঠিত হইবে।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

হেমাঙ্গিনী।

"কমল বদন, কমল নয়ন,
কমল-গঞ্জিত গণ্ড।
দ্বিকর-কমল অতি সুকোমল,
যেন কমলের দণ্ড॥
নেত্র যুগ ক্ষীণ, দেখিয়া হরিণ,
লাজে চলি' গেল বন।
* * * *
প্রবালশ্রীধর, বিরাজে অধর,
পূর্ব্বায় অরুণ ভালে।
মধ্যে কাদম্বিনী, স্থির সৌদামিনী,
সিন্দুর চাঁচর ভালে॥"

মহাভারত।

সমস্ত দিবসের পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া সূর্য্যদেব এই মাত্র পশ্চিমাকাশে বিলীন হইয়াছেন। পতি-সোহাগিনী কমলিনী প্রিয়তম স্বামীর প্রস্থানে ক্ষুব্ধা হইয়া ধীরে ধীরে চক্ষু বুজিতে লাগিলেন। প্রকৃতি সতী কমলিনীর দুঃখ দেখিয়াই যেন ক্রমশঃ মলিন হইতে লাগিলেন। পশ্চিমাকাশ রক্তবর্ণ। নানা-বিধ পক্ষিগণ নিশাগম হেতু নানাবিধ কলকণ্ঠে চতু-র্দ্দিক্ ব্যাপ্ত করিয়া দ্রুতপক্ষে স্ব স্ব নীড়াভিমুখে ছুটি-

তেছে। মধ্যে মধ্যে দুই একটী শৃগাল বিবর হইতে বহির্গত হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন পূর্ব্বক আবার গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। চতুর্দ্দিকে নানা-প্রকার অস্পষ্ট কোলাহল শ্রুত হইতেছে। মাঠস্থিত গাভীগণ বৎসসহ ধূলা উড়াইয়া ঊর্দ্ধপুচ্ছে গোষ্ঠা-ভিমুখে ছুটিতেছে। কোথাও দুই একটী কোকিল ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া পঞ্চমে স্বর তুলিয়া কুহু-রব করিতেছে। সুনীল নভোমণ্ডলে দেখিতে দেখিতে একটী দুইটী হীরকখণ্ডের ন্যায় বহু নক্ষত্র ফুটিতে লাগিল। হেলিতে হেলিতে নাচিতে নাচিতে পূর্ব্বা-কাশ স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত করিয়া কুমুদিনীনাথ উদিত হইলেন। স্বামিবিরহবিধুরা কুমুদিনী স্বামি-সন্দ-র্শন-লালসায় ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হইতে লাগি-লেন।

পাঠক মহাশয়! বিমল চন্দ্রকিরণে চলুন, এক বার মান্দু-রাজভবন দেখিয়া আসি। গগনস্পর্শী সৌধমালা আকাশের উচ্চতা পরীক্ষা করিবার জন্যই যেন স্কন্ধ উচ্চ করিয়া রহিয়াছে। চন্দ্রালোকে অট্টা-লিকা সমূহ রজত-পর্ব্বতের ন্যায় দেখা যাইতেছে। মান্দু-রাজদুর্গের উপরিভাগে স্বর্ণদণ্ডের উপর

বিচিত্র পতাকা নৈশ সমীরণ-ভরে ধীরে ধীরে নৃত্য করিতেছে। সিংহদ্বারের সম্মুখ হইতে অতি প্রশস্ত রাজপথ চলিয়া গিয়াছে; রাজপথের দক্ষিণ পার্শ্বে দীর্ঘিকা। নীলোর্ম্মিময় অতি দীর্ঘ সরসী সুবিমল সুধাংশু-অংশুতে যেন জ্বলিতেছে। সুপ্রশস্ত রাজ-বর্ত্মের দুই পার্শ্বে উচ্চ উচ্চ বৃক্ষসমূহ স্থির হইয়া দণ্ডায়মান আছে। সিংহদ্বারে কালান্তক যমের ন্যায় সশস্ত্র সৈনিকগণ পাহারা দিতেছে। সিংহদ্বারের অপর পার্শ্বে সভামণ্ডপ অতিশয় উৎকৃষ্টরূপে নির্ম্মিত হইয়াছে। নানাবিধ কারুকার্য্য-খচিত এবং শ্বেত-প্রস্তর-বিনির্ম্মিত স্তম্ভাবলীর উপর সুদৃশ্য মনোহর ছাদ সুবর্ণখচিত বিবিধ কারুকার্য্য-শোভিত। সভা-প্রাঙ্গণ শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত প্রভৃতি নানাবর্ণের বহুমূল্য প্রস্তরদ্বারা নির্ম্মিত। সভা-প্রাঙ্গণের ঠিক মধ্যস্থলে নানাবিধ মণি-মুক্তা-খচিত অত্যুচ্চ বিচিত্র সিংহাসন অত্যুজ্জ্বল দীপালোকে বিদ্যুতের ন্যায় চক্‌মক্ করিতেছে। সভা-প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে সশস্ত্র সৈনিক পুরুষগণ অতিশয় সতর্কতাসহকারে পাহারা দিতেছে। মহাসৌগন্ধযুক্ত তৈলে অসংখ্য দীপ-মালা নক্ষত্রমালার ন্যায় জ্বলিতেছে।

পাঠক মহাশয়! ঐ যে দ্বিতল-কক্ষের গবাক্ষ ভেদ করিয়া অত্যুজ্জ্বল আলোক বাহির হইতেছে, চলুন, একবার সেই কক্ষের মধ্যে কি হইতেছে, দেখিয়া আসি। কক্ষটী অতি বিস্তৃত এবং নানাপ্রকার দ্রব্যাদিতে সুন্দররূপে সজ্জিত; কক্ষ-প্রাচীর সুবর্ণ-খচিত নানাবিধ দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তিতে পরিপাটীরূপে সজ্জিত; কক্ষের এক প্রান্তভাগে মহাসৌগন্ধযুক্ত তৈলে অত্যুজ্জ্বল দীপশিখা জ্বলিতেছে। কক্ষটী সম্যক্ নিস্তব্ধ। একখানি সৌম্য পর্য্যঙ্কের উপর এক জন স্ত্রীলোক উপবিষ্টা। স্ত্রীলোকের বয়স প্রায় অষ্টাদশ বৎসর হইবে। সুস্নিগ্ধ দীপালোক যেন যুবতীর আনন্দপূর্ণ গৌরকান্তির সহিত মিলিত হইয়া আরও উজ্জ্বল হইয়াছে; আকর্ণবিস্তৃত নয়নদ্বয় বিস্ফারিত; ললাট পরিষ্কার; হাসিমাখা ঈষৎ বিভিন্ন ওষ্ঠদ্বয় তাম্বুল-রাগে রক্তবর্ণ; অতি-দীর্ঘ-নিবিড়-কৃষ্ণ-কেশদাম সুন্দর পৃষ্ঠোপরি লম্বিত। যুবতী একমনে স্তবকে স্তবকে পুষ্প গাঁথিতেছিলেন; তাঁহার সুবিমল মুখমণ্ডল যেন চিন্তা-মেঘাচ্ছন্ন বোধ হইতেছে। বদনমণ্ডল বিষণ্ন; আবার মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতালোকের ন্যায় ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ হাসির রেখা দেখা যাইতেছে;

বিশুদ্ধ সান্ধ্য সমীরণ যুবতীর অবিন্যস্ত অলকদাম লইয়া ধীরে ধীরে ক্রীড়া করিতেছে। যুবতী ক্ষণেক সুনির্ম্মল চন্দ্রের দিকে চাহিয়া যেন কি ভাবিতেছেন, আবার দুই একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মালা গাঁথিতেছেন। ক্রমে ক্রমে মালা গাঁথা শেষ হইল; যুবতী আপন রচিত মালাছড়া হস্তে লইলেন। কি যেন তাঁহার মনে পড়িল; যুবতী একটী গভীর মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

এমন সময় বাহির হইতে কে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "সখি! ঘরে আছ?"

যুবতীর চিন্তাস্রোত অমনি প্রতিরুদ্ধ হইল; ধীরে ধীরে মালা রাখিয়া উত্তর করিলেন, "সখি! এস।"

বলিতে বলিতে একটী রমণী মূর্ত্তি সেই গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। রমণীর বয়স প্রায় সপ্তদশ বৎসর হইবে। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ; অপূর্ব্ব মুখশ্রী; চক্ষুর্দ্বয় বৃহৎ এবং উজ্জ্বল; নাসিকা উপযুক্তরূপ উন্নত। গণ্ডস্থল সুন্দর, এবং ঈষৎ রক্তিমাভা-প্রকাশক, ওষ্ঠদ্বয় সূক্ষ্ম এবং রক্তবর্ণ; শরীর নাতিস্থূল, নাতিকৃশ। পরিধানে মূল্যবান্ বস্ত্র। অঙ্গে উপযুক্তরূপ অলঙ্কার।

রমণীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া উপবিষ্টা যুবতী বলিলেন, "কে ও সুরপ্রভা? সখি! এস।"

আগন্তুক যুবতীর নাম সুরপ্রভা। সুরপ্রভা বলিলেন, "সখি! একাকিনী বসিয়া কি করিতেছিলে?"

যুবতী উত্তর করিলেন "না, এমন কিছুই নয়, তবে আজ মালী নূতন বাগান হইতে কতকগুলি ফুল আনিয়া দিয়াছিল, তাহা দ্বারা মালা গাঁথিতেছিলাম।"

সুরপ্রভা বলিলেন, "কই,মালা গাঁথিয়াছ দেখি?"

যুবতী স্বরচিত মালা সখীর হস্তে অর্পণ করিলেন। সুরপ্রভা মালাছড়া দেখিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে বলিলেন, "মালাছড়াটী বড় সুন্দর গাঁথিয়াছ, কার জন্য এত কষ্ট করিয়া মালা গাঁথিয়াছ?"

যুবতী ঈষৎ লজ্জিতা হইয়া বলিলেন, "কার জন্য মালা গাঁথিব? আমার নিজের জন্য মালা গাঁথিয়াছি।"

সুরপ্রভা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "কেন? আজ দেখিতেছি, মালা গাঁথিবার বড় ঘটা? কেন, কিছু কি নূতন হইয়াছে না কি?"

যুবতী স্বীয় কুন্দদন্তে অধর টিপিয়া সুরপ্রভার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুই বড় দুষ্টা! কেন, মালা গাঁথিতেও কি নাই? মালা গাঁথিলেই কি কিছু নূতন হয়?"

সুরপ্রভা পুনরায় বলিলেন, "কেন হেম! রাগ করিস্ কেন, ভাই? কোন দিন তোমাকে মালা গাঁথিতে দেখি নাই, তাই বলিলাম; তা তোমার ইচ্ছা হয় গাঁথ, আর তোমাকে বারণ করিব কেন?"

হেমাঙ্গিনী, সখীর গাল টিপিয়া মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তোর যেমন কথার শ্রী। তোর কথা শুনিলে আমার বড় রাগ হয়।"

সুরপ্রভা। তা আর আমার কথা তোমার ভাল লাগিবে কেন? আমি এখন তোমার রাগের পাত্রী; যখন ভালবাসিতে, তখন ভাল লাগিত, আজ কাল ত আর তাহা নাই?

হেমাঙ্গিনী। কেন? নাই আবার কিসে দেখিলে?

সুরপ্রভা। এখন ত আর তুমি সেই হেমাঙ্গিনী নও।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, "কেন? এর অর্থ কি?

সখি! তোমার কথার অর্থ কি, আমাকে বুঝাইয়া বল?"

. সুরপ্রভা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা ভাই। তুমিই কেন বল না, তোমার মনের কোন ভাবান্তর ঘটেছে কি না।"

হেমাঙ্গিনী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "তোর যেমন কথা, আমার আবার ভাবান্তর কি?"

পাঠক মহাশয়! ইহাঁদের পরিচয় জানিবার জন্য বোধ করি, আপনার আগ্রহ জন্মিয়া থাকিবে? আর, যুবতী স্ত্রীলোকের পরিচয়ের জন্য কাহারই বা আগ্রহ না হইয়া থাকে? হেমাঙ্গিনী মান্দু-রাজ্যেশ্বর মহারাজাধিরাজ গম্ভীর সিংহের এক-মাত্র নয়নানন্দদায়িনী কন্যা। গম্ভীর সিংহ যখন চত্বারিংশ বর্ষে পদার্পণ করেন, তখনই এই দুহিতা-রত্ন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং হেম তাঁহার বৃদ্ধ পিতা মাতার একমাত্র অবলম্বন। বৃদ্ধ রাজা এবং রাজমহিষী ক্ষণমাত্রও হেমাঙ্গিনীকে চক্ষের আড়াল করিতেন না। দেখিতে দেখিতে শুক্ল-পক্ষের চন্দ্রমাবৎ হেমাঙ্গিনী বাড়িতে লাগিলেন। কন্যা যতই বয়স্কা হইতে লাগিল, রাজা এবং রাজ-

মহিষীর ততই ভয় হইতে লাগিল। যেহেতু বিবাহ দিলেই ত হেম তাঁহাদের চক্ষের অন্তরাল হইবে। কি প্রকারে তাঁহারা একমাত্র প্রাণকুমারীর অদর্শন সহ্য করিবেন। এই সমস্ত চিন্তা কবিয়া, মহারাজ গম্ভীর সিংহ এত দিন কন্যার বিবাহ দেন নাই। সুরপ্রভা হেমাঙ্গিনীর সম্পর্কে ভগিনী হইতেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ অতি শিশুকালে সুরপ্রভার পিতৃ-মাতৃবিয়োগ হওয়াতে, দয়ালু গম্ভীর সিংহ তাঁহাকে স্বীয় কন্যার নিকট রাখিলেন এবং সুরপ্রভাকে হেমাঙ্গিনীর ন্যায় স্নেহ করিতে লাগিলেন। সুরপ্রভা এবং হেমাঙ্গিনী শৈশবাবধি একত্র থাকিতেন, সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে অতিশয় প্রণয় জন্মিয়াছিল। উভয়ে উভয়কে সখী বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

কিয়ৎ কাল পরে হেমাঙ্গিনী সখীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সখি! দেখ দেখি, আজকার রাত্রিটী কেমন সুন্দর দেখা যাইতেছে। শশধর আজ যেন আহ্লাদে স্ফীত হইয়া, সগর্ব্বে আকাশরাজ্যে আপন আধিপত্য বিস্তার করিতেছেন ; সুশীতল মলয়-পবন কেমন ধীরে ধীরে প্রবাহিত

হইতেছে ; পতিপ্রাণা কুমুদিনী, দেখ দেখি, কেমন একদৃষ্টে স্বামীর মুখপানে চাহিয়া কত রঙ্গ করিতেছেন। ধন্য ইহাদের দাম্পত্যপ্রণয় ! সখি ! এই প্রকার বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম কয় জন প্রেমিক-প্রেমিকার নিকট দেখিতে পাওয়া যায় ?"

এই বলিয়া হেমাঙ্গিনী একটী মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। সুরপ্রভা বলিলেন, "কেন ভগ্নি ! তুমি এই মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলে ? তোমার মনে আজ এমন কি কষ্ট উপস্থিত হইল ?"

হেমাঙ্গিনী কোন উত্তর করিলেন না ; কেবল অধোবদনে চুপ করিয়া রহিলেন।

সুরপ্রভা পুনরায় বলিলেন, "সখি ! বল ; আমার নিকট ত কোন দিনও কোন ক্ষুদ্র কথাও গোপন কর নাই ? তবে আজ কেন আমাকে বৃথা কষ্ট দিতেছ ? হেম ! সখি ! তোমার মুখখানি মলিন দেখিলে আমার মনে বড়ই দুঃখ হয়।"

হেমাঙ্গিনী ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "না, সখি ! এমন কিছুই নয়।"

সুরপ্রভা একটু মর্ম্মপীড়িতা হইয়া বলিলেন,

"সখি! অবশ্য ইহার কোন গূঢ় কারণ আছে। আমার নিকটও তুমি গোপন করিতেছ? আমি কি তোমার নিকট অবিশ্বাসিনী?

সুরপ্রভার মুখ-ম্লান হইল। ইন্দীবর-বিনিন্দিত লোচনযুগল অশ্রুপূর্ণ হইল।

হেমাঙ্গিনী সুরপ্রভার হস্ত ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "সখি! আমাকে যে, তুমি খুব ভালবাস, তাহা জানি; আমার অসুখে তোমার হৃদয়ে খুব কষ্ট হয়। আমি যদি তোমার পবিত্র স্নেহময় সরল অন্তঃকরণে ব্যথা দিয়া থাকি, আমাকে ক্ষমা কর; আমি পাপীয়সী, নচেৎ তোমার মনে কষ্ট দিব কেন? ভগ্নি! আমার অপরাধ হইয়াছে; মাপ কর। সখি! তুমিও যদি আমার উপর রাগ কর, বল, কে আমাকে ভালবাসিবে?"

হেমাঙ্গিনী সখীর চিবুক ধরিয়া মুখমণ্ডল উত্তোলন করিয়া পুনরায় বলিলেন, "সখি! আমার মনের ভাব সকলই তুমি জান; তোমার নিকট আমার অবিদিত কিছুই নাই। তবে কেন আমার নিকট বারংবার জিজ্ঞাসা করিতেছ?"

সুরপ্রভা ধীরে ধীরে বলিলেন, "সখি! আমিও

বুঝিয়াছিলাম, কিন্তু তথাপিও আমার ভ্রম ছিল; এখন আর বুঝিবার বাকী নাই।”

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, “সখি! তুমি যখন সুখ-দুঃখের সমান সহচরী, তখন তোমার নিকট বলিতে আমার কোন বাধা, কোন সঙ্কোচ নাই। যখন সুক্ষণেই হউক, কুক্ষণেই হউক, সেই বীরত্বব্যঞ্জক, উদার, গম্ভীর, কমনীয় মুখমণ্ডল দেখিয়াছি, তখন যে কি অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয় বিমল সুখানুভব করিয়াছি, তাহা কেমন করিয়া বলিব? মনে মনে তাঁহারই শ্রীচরণে এই হতভাগিনী কায়মনোবাক্যে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে। আমার এমন কি সৌভাগ্য হইবে যে, তিনি এই হতভাগিনীকে একবার স্মরণ করিবেন? সখি! যখন তিনি আমার মস্তক তাঁহার উরুদেশে স্থাপন করিয়াছিলেন, যখন তিনি আমাকে চৈতন্য লাভ করিতে দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন, তখন যে আমি কত দূর সুখ বোধ করিয়াছিলাম, তাহা কেমন করিয়া বলিব? আমি তখন সমুদায় দুঃখ, সমুদায় ক্লেশ বিস্মৃত হইয়া তাঁহারই কমনীয় মুখখানি দেখিতেছিলাম। তখন যদি আমার মৃত্যুও হইত, তথাপিও আমি সুখে মরিতে পারিতাম। হায়! আমার ভাগ্যে কি

সেই শুভদিন উদয় হইবে? আর কি বীরত্ব ব্যঞ্জক সুন্দর মুখমণ্ডল দেখিতে পাইব? আর কি তাহার মধু-মাখা সুমিষ্ট কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাইব? এমন সৌভাগ্য কবে হইবে? বালিকা-বয়সে এই অতল প্রেম-সাগরে ঝাঁপ দিয়াছি, আর কি পার হইতে পারিব? এ জীবনে এমন সুখের দিন কবে উদয় হইবে? তিনি অতুল রাজ্যের অধীশ্বর, লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী লোক, অনবরত তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতেছে। তিনি কি ক্ষণকালের জন্যও এই হতভাগিনী মান্দু-রাজ-দুহিতাকে স্মরণ করিবেন? সখি! মনে ভাবি-য়াছি, যদি তাঁহার শ্রীচরণে স্থান না পাই, তাহা হইলে, সন্ন্যাসিনী হইয়া কেবল তাঁহারই শ্রীচরণ ধ্যান করিব—তাঁহারই পবিত্র নাম জপিতে জপিতে এ দেহ ত্যাগ করিব।"

হেমাঙ্গিনী নিস্তব্ধ হইলেন, আয়ত লোচন-যুগল হইতে দুই এক বিন্দু অশ্রুবারি, তাঁহার নির্ম্মল বক্ষের উপর গড়াইয়া পড়িল।

সুরপ্রভা বলিলেন, "সখি! তুমি যে মনে মনে যুবরাজ চণ্ডকে আত্মসমর্পণ করিয়াছ, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি; মহৎ-হৃদয় চণ্ড তোমাকে চরণে

ঠেলিবেন না ; তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে, অবশ্যই তিনি তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিবেন ; তুমি উৎকণ্ঠিতা হইও না। তিনি যদিও তোমাকে ভাল না বাসিয়া থাকেন, কিন্তু তুমি কেন তাঁহার জন্য এত উৎকণ্ঠিতা হইবে ? তুমি স্থির জানিবে, তুমিও যেমন তাঁহার জন্য কাতরা, তিনিও তোমার জন্য তেমনি। জগদীশ্বর অবশ্যই সুদিন দিবেন। যে প্রকারে পারি, তোমাদের উভয়কে পবিত্র পরিণয়-শৃঙ্খলে নিশ্চয়ই বদ্ধ করিব।"

হেমাঙ্গিনী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'সখি ! আমার অদৃষ্টে কি ইহা ঘটিবে ?'

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বাপীতটে।

"সবিস্ময়ে হেরিলা অদূরে ভীষণ-
দর্শন মূর্ত্তি————"

মেঘনাদবধ কাব্য।

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ। কেবল দূরবর্ত্তী বন্য জন্তুগণের গগন-ভেদী গভীর গর্জ্জন এবং প্রহরিগণের উচ্চ কণ্ঠ-ধ্বনি, সেই গভীর শান্তিময়ী নিশীথিনীর গম্ভীর নি-স্তব্ধতা ক্ষণকালের জন্য ভঙ্গ করিয়া, নৈশাকাশে বিলীন হইতেছে। সুনির্ম্মল নীল নভস্থলে পূর্ণ-চন্দ্র বিরাজমান। নক্ষত্রগণ চন্দ্রের চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া আছে। সুবিমল চন্দ্রকিরণে প্রকৃতি যেন হাসি-তেছে।

এমন সময় এক জন যুবক চিতোরের রাজ-প্রাসাদের সম্মুখবর্ত্তী বিস্তীর্ণ দীর্ঘিকার শ্বেত প্রস্তর-বিনির্ম্মিত সোপানের উপর একাকী স্থিরমনে উপ-বিষ্ট। যুবক পরম সুন্দর; উন্নত সুদৃঢ় অবয়ব;

প্রশস্ত ললাট; উজ্জ্বল চক্ষুর্দ্বয়; আজানুলম্বিত বাহু-যুগল; বিশাল বক্ষঃস্থল। তাঁহার পরিচ্ছদ মূল্যবান্; মস্তকে মণি-মুক্তা-জড়িত উষ্ণীষের উপরিভাগে এক খণ্ড শ্বেতবর্ণ হীরক চন্দ্রালোকে ঝক্ মক্ করিতেছে। কটিবন্ধে বহুরত্নাদিখচিত পিধানে একখানি দীর্ঘ অসি লম্বিত ছিল। যুবকের অনিন্দ্য মুখকান্তি ঘোর চিন্তাযুক্ত; ললাট ঈষৎ কুঞ্চিত; গণ্ডে হস্ত দিয়া উপবিষ্ট রহিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে দুই এক বার দুই একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস নৈশ সমীরণের সহিত মিলিত হইতেছে। যুবক গাত্রোত্থান করিয়া ধীরে ধীরে সেই বিমল চন্দ্রালোকে সোপানোপরি পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল পরে যুবক বলিতে লাগিলেন, "এখন কি করি? কি উপায়ে দেবদুর্লভ 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' মাতৃভূমি দুর্দ্দান্ত রাঠোররাজের করাল কবল হইতে রক্ষা করি? পাপাত্মাগণ যে আমার বিরুদ্ধে ভীষণ ষড়যন্ত্র করিয়া বিমাতাকে ভুলাইয়াছে, তাহার আর অণুমাত্রও সংশয় নাই। পামরগণ জানিতেছে যে, আমি যে পর্য্যন্ত এই চিতোরভূমিতে থাকিব, সে পর্য্যন্ত তাহাদের মনোবাসনা পূর্ণ হইবে

না, তাই এখন আমাকে দূরীকরণের চেষ্টা করিতেছে। আজন্ম ধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করিতেছি; যদি ধর্ম্মে আমার অচলা ভক্তি থাকে, তাহা হইলে আমার ভয় কি? আজ হউক, কাল হউক, ধর্ম্মের জয় অবশ্যই হইবে। রণমল্ল! পামর! তুই নিশ্চয় জানিস্ যে, তোর পাপচক্রান্ত এক দিন বিদিত হইবে; এক দিন তোর ছিন্ন মস্তক ধূলায় ধূসরিত হইবে। তুই যতই কেন ষড়যন্ত্র কর্ না, অবশ্যই এক দিন সমুদায় বাহির হইয়া পড়িবে। মাতা স্ত্রীলোক, এবং মুকুল বালক; যদিও আজ ইহাঁরা তোর যাদুমন্ত্রে মুগ্ধ, কিন্তু এক দিন অবশ্যই তাঁহারা তোর কুটিল চক্রান্ত ভেদ করিতে সক্ষম হইবেন; তখন কে তোকে রক্ষা করিবে?"

যুবক নিস্তব্ধ হইলেন। ধীরে ধীরে সেই সোপানোপরি পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার হস্তদ্বয় দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ; ললাট হইতে স্বেদবারি বিগলিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে শশাঙ্ক পশ্চিম গগনে ধীরে ধীরে নামিতে লাগিলেন; নীল জলে চন্দ্ররশ্মি পতিত হইয়া, স্বর্ণকণার ন্যায় জ্বলিতেছে।

কিয়ৎ কাল পরে যুবক ধীরে ধীরে সোপানো-

পরি উপবেশন করিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার পশ্চাৎ দিক হইতে বীণাবিনিন্দিত মধুরস্বরে কে বলিল, "যুবরাজ! পশ্চাতে ফিরিয়া সাবধান হউন।"

যুবক চমকিত হইলেন; এই অসম্ভাবিক স্থানে রমণীকণ্ঠ-নিঃসৃত কথায় যার-পর-নাই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন; অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে একটী রমণী মূর্ত্তি সরিয়া যাইতেছে দেখিলেন। অকস্মাৎ বামস্কন্ধদেশে দারুণ বেদনা পাইলেন; হস্ত দিয়া দেখিলেন যে, একটী তীর তাঁহার বামস্কন্ধে বিদ্ধ হইয়াছে। যুবক দেখিতে পাইলেন যে, অদূরে এক জন পুরুষ নিষ্কোষিত অসিহস্তে তাঁহার দিকে আগমন করিতেছে। যুবক শীঘ্র কোষ হইতে অসি নিষ্কোষিত করিলেন। দেখিতে দেখিতে আক্রমণকারী, যুবকের সম্মুখীন হইয়াই তাঁহাকে আক্রমণ করিল। উভয়ে ঘোরতর দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইতে লাগিল। উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে উভয়ের অসি চক্‌মক্ করিতে লাগিল। আক্রমণকারী বারবার যুবকের গণ্ডদেশে অসিপ্রহারের উদ্যোগ করিতে লাগিল। যুবক অতি সাবধানে তাহার সমস্ত আক্রমণ ব্যর্থ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎ কাল পরে আক্রমণকারী ভীম বেগে পুনরায় যুবকের মস্তক লক্ষ্য করিয়া অসি প্রহার করিল। যুদ্ধবিদ্যা-সুশিক্ষিত যুবক, দুই তিন পদ পশ্চাতে সরিয়া দাঁড়াইলেন,আক্রমণকারীর লক্ষ্য ব্যর্থ হইল। পুনরায় ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। যুবক আক্রমণকারীর মস্তক লক্ষ্য করিয়া অসিপ্রহারের উদ্‌যোগ করিলেন। আক্রমণকারী যেমন সেই প্রহার ব্যর্থ করিবে, তখনি যুবক তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে অসি প্রহার করিলেন। আক্রমণকারী আর এ লক্ষ্য ব্যর্থ করিতে সমর্থ হইল না। যুবকের শাণিত অসি,আক্রমণকারীর কুক্ষিদেশে গভীর বিদ্ধ হইল। বেগে শোণিতধারা নির্গত হইতে লাগিল। গভীর মর্ম্মভেদী চীৎকার করিয়া আক্রমণকারী ধরাশায়ী হইল। যুবক পরাজিত মুমূর্ষু শত্রুর নিকট আগমন করিলেন। আক্রমণকারীর মস্তক হইতে সমস্ত শরীর বর্ম্মে আবৃত। যুবক শীঘ্রহস্তে আক্রমণকারীর মুখাবরণ উন্মোচন করিলেন। অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে আক্রমণকারীর মুখের দিকে চাহিলেন। যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মনে ঘোর বিস্ময় উপস্থিত হইল। তাঁহার বিশ্বাস হইল না—ভাবিলেন, তাঁহার বুঝি

ভ্রম জন্মিয়াছে; পুনরায় তাহার মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিলেন; আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "আমার কি ভ্রম জন্মিয়াছে? সেনাপতি! তোমার এ কুপ্রবৃত্তি কেন হইল? আমি তোমার কি অনিষ্ট করিয়াছি? আমি ত কোন দিন, কোন সময়, তোমার কোন অনিষ্ট করি নাই; কি কোন সময় তোমার প্রতি কোন কর্কশ ব্যবহার করি নাই? আজ কেন তোমার এ কুপ্রবৃত্তি উপস্থিত হইল? কেন আমার নিধনসাধনে কৃত-সঙ্কল্প হইলে? আমি তোমাকে কত বিশ্বাস করিতাম, কত ভালবাসিতাম! আজ কি সেই বিশ্বাস ও ভালবাসার প্রতিশোধ দেওয়ার জন্য আমাকে নিধন করিতে মনস্থ করিয়াছিলে? আমাকে হত্যা করিলে তোমার কোন লাভ হইত? সূর্য্যসিংহ! তুমি ত স্বর্গীয় পিতা মহাশয়ের সময় হইতেই চিতোরের সেনাপতি? তিনিও ত তোমাকে আমার ন্যায় স্নেহ করিতেন? হায়! আমি বুঝিতেছি না, কেন তুমি সেই বিশ্বাস ও স্নেহের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া আজ আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলে? হায়! বিশ্বাস, ভালবাসা, স্নেহ ও ধর্ম্ম কি এ চিতোর-পুরী পরিত্যাগ করিয়া দূরে পলায়ন করিয়াছে?

যুবক নিস্তব্ধ হইলেন। সেনাপতির নাম সূর্য্যসিংহ। সূর্য্যসিংহ ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "যুবরাজ! আমি পাষণ্ড, আমি পামর! আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমার নরকেও স্থান না হয়।"

সূর্য্যসিংহ নিস্তব্ধ হইল। যুবক পুষ্করিণী হইতে জল আনয়ন করিয়া সূর্য্যসিংহের মুখে অল্প অল্প দিতে লাগিলেন।

মুমূর্ষু পুনরায় বলিল, "আমি পাপিষ্ঠ, আমার মৃত্যুই শ্রেয়স্কর। আপনি দেবতা, আমি নরকের কীট; বিনা অপরাধে আপনাকে হিংসা করিতে গিয়া উপযুক্ত প্রতিফল পাইলাম। যুবরাজ! চণ্ড! প্রভু! বহুকাল তোমার অন্নে জীবন ধারণ করিয়াছিলাম, এ দাস হইতেও তোমার বহু উপকার হইয়াছে। কুপ্রবৃত্তি-প্রলোভনের বশীভূত হইয়া তোমার পবিত্র অঙ্গে অস্ত্র উত্তোলন করিয়াছি, নরকেও আমার স্থান হইবে না; আমার জন্য ভিন্ন নরক সৃষ্ট হইয়াছে, এ নরকও আমার উপযুক্ত নয়; ইহা হইতেও কঠিন শাস্তি পাইব। তুমি কোন দিন আমাকে কিছু বল নাই; সর্ব্বদাই আমাকে সস্নেহ সম্ভাষণ করিয়াছ, আজ তাহার উপযুক্ত প্রতিফল

দিতে আসিয়াছিলাম। পরমেশ্বর এ পাপ কেন সহ্য করিবেন? কোন্ চক্ষে তিনি আমার এই জঘন্য কার্য্যের প্রতিপোষক হইবেন? তাই আমার এ দশা। ভাল হইয়াছে; আমার মৃত্যুই শ্রেয়স্কর। যুবরাজ! আসন্নকালে তোমার শ্রীচরণে এই প্রার্থনা করি যে, আমাকে ক্ষমা কর; আমি পাষণ্ড, কোন্ মুখে তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব? তুমি মনুষ্যরূপ-ধারী দেবতা; তুমি আমাকে ক্ষমা করিও; অন্তিমে তোমার শ্রীচরণে এই এক মাত্র ভিক্ষা।"

সূর্য্যসিংহ জলপান করিতে চাহিল, চণ্ড ধীরে ধীরে সূর্য্যসিংহের শুষ্ক ওষ্ঠে অল্প অল্প জল দিতে লাগিলেন। জলপানে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া মুমূর্ষু সূর্য্য-সিংহ পুনরায় বলিতে লাগিল,

"যুবরাজ! আমি চলিলাম, আমার সময় শেষ হইয়াছে। এই চিতোর রাজপুরীতে আপনার বহু শত্রু; তন্মধ্যে রণমল্লই সর্ব্বপ্রধান। সেই দুরাচারই আপনাকে হত্যা করিবার জন্য আমাকে প্রেরণ করিয়াছে। আপনাকে নিদ্রাবস্থাতেই হত্যা করা রণ-মল্লের অভিপ্রায়। এই কতক্ষণ হইল, আমি আপ-নার শয়ন-কক্ষে গিয়াছিলাম, কিন্তু তথায় আপনাকে

না পাইয়া, অনুসন্ধান করিতে করিতে এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। পামর রণমল্ল, আপনার বিমাতাকে যার-পর-নাই বশীভূত করিয়াছে। চণ্ড! যুবরাজ! প্রভু! আমার বাক্যকথনের শক্তি হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। আমার পরমায়ু শেষ হই-য়াছে, পৃথিবী আমার পাপ দেহভার ধারণ করিতে অসমর্থা। যুবরাজ! সাবধান হইবেন। আমি আর কত কহিব। ওঃ, রসনা ক্রমশঃই জড়িত হইতেছে। বহু পাপ করিয়াছি—অন্তিমকালে আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করুন। জ্ঞাতসারে হউক,—অজ্ঞাতসারেই হউক,—আপনার শ্রীচ-রণে যে যে অপরাধ করিয়া থাকি, সকল বিস্মরণ হউন,—প্রসন্ন বদনে বিদায় দিউন,—আমার যেমন কর্ম্ম তেমনি প্রতিফল পাইতেছি। জগৎপিতা জগদীশ্বর! এ পাপাত্মা ভুলক্রমেও তোমার পবিত্র নাম জিহ্বাগ্রে উচ্চারণ করে নাই। আজ কি বলিয়া তোমাকে ডাকিব?—ওঃ!—প্রাণ যায়,—আর কথা বলিতে পারি না!—চণ্ড! প্রভু! প্রাণ যায়,—ক্ষমা কর—ক্ষমা—”

আর কথা কহিতে পারিল না, দেখিতে

দেখিতে সূর্য্যসিংহের প্রাণপাখী তাঁহার দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া পলায়ন করিল। মৃতদেহ ধূলায় পড়িয়া রহিল।

চণ্ড দেখিলেন যে, সূর্য্যসিংহ ইহজগৎ হইতে বিদায় লইয়া প্রস্থান করিগাছে। তাঁহার বিশাল লোচনপ্রান্তে দুই এক ফোঁটা অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া পড়িল। একদৃষ্টে মৃতদেহ পানে চাহিয়া রহিলেন।

কিয়ৎকাল পরে ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেন, "পাপাত্মা রণমল্ল যে, সূর্য্যসিংহকে আমার বিনাশের জন্য প্রেরণ করিয়াছে, তাহা আমি প্রথমেই বুঝিতে পারিয়াছি। রণমল্ল। পামর! বহুদিন তোকে ক্ষমা করিয়াছি, কিন্তু আর ক্ষমা করিব না, অচিরাৎ তোর পাপমুণ্ড স্কন্ধচ্যুত হইবে।"

কিয়ৎকাল পরে পুনরায় বলিলেন, "পরম পিতা পরমেশ্বর! তুমি অনাথবান্ধব; এই জগতে আমার কেহই নাই; দাসকে চরণে স্থান দিও; আমি কখনও কাহার কোন অনিষ্ট করি নাই, এবং বিনা কারণে কাহার কোন অনিষ্ট করিব না; দয়াময়! দাসকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিও।"

চন্দ্রমা পশ্চিম গগনে বিলীন হইলেন। পূর্ব্বাকাশ পরিষ্কৃত হইতে লাগিল। নানাপ্রকার পক্ষিগণ চতুর্দ্দিকে কোলাহল করিতে লাগিল। চণ্ড, সূর্য্যসিংহের মৃতদেহ নিকটবর্ত্তী কূপে নিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন। রাত্রিও প্রভাত হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নদী-সৈকতে।

"কি দুঃখেতে প্রিয়তমে! গত নিশি গিয়াছে।
এ অনল এ হৃদয়ে সারা নিশি জ্বলিছে।
তব চন্দ্রানন প্রিয়ে!
অন্ধকার নিরখিয়ে,
সুদীর্ঘ নিশ্বাস প্রিয়ে! সারা নিশি বহিছে।
কি দুঃখেতে, প্রিয়তমে! গত নিশি গিয়াছে॥
কত বার স্বপনে ও মুখশশী হেরেছি।
কত বার স্বপ্ন ভঙ্গে সুখ ভঙ্গে কেঁদেছি॥
এইরূপ কেঁদে শেষে,
দুঃখের সাগরে ভেসে,
প্রেয়সীর মনোদুঃখে গত নিশি কেটেছি॥"

অবকাশরঞ্জিনী।

চিতোরের পশ্চিম প্রান্ত বিধৌত করিয়া বেরীশ নদী কুল্ কুল্ রবে প্রবাহিতা। অপরাহ্ণ। সূর্য্যদেব পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছেন। মৃদুমন্দ সমীরণে বেরীশ নদী, ঈষৎ চঞ্চল হইয়া মৃদুমন্দ-কল-নিনাদে সাগরাভিমুখে ধাবিতা। দুই এক খানি তরণী তরঙ্গিনীর বক্ষে মৃদু পালে হেলিয়া দুলিয়া আস্তে আস্তে চলিতেছে; কোথাও দুইটী জলচর

নদীবক্ষে ক্ষণকাল ভাসিয়া ভীষণ শব্দে জল মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, নদীর উভয় পার্শ্বে পর্ব্বতশ্রেণী রহিয়াছে। কোথাও দুই একটী পর্ব্বতের উচ্চ শৃঙ্গে সূর্য্যের রক্তবর্ণ কিরণ পতিত হইয়া, স্বর্ণবর্ণ ধারণ করিয়া নদীগর্ভে প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইতেছে। পর্ব্বত সকল বৃহৎ বৃহৎ মহীরুহ পরিপূর্ণ। বৃক্ষ সমূহের অত্যুচ্চ শাখায় প্রশাখায় নানা বর্ণের বিহঙ্গমগণ নানাপ্রকার সুমিষ্ট কণ্ঠধ্বনিতে নিস্তব্ধ পর্ব্বত প্রতিধ্বনিত করিতেছে।

এমন সময়ে বেরীশ নদীর তটে একটী বৃহৎ বৃক্ষের তলে এক জন পুরুষ উপবিষ্ট। পুরুষের বয়ঃক্রম দ্বাত্রিংশ বৎসরের অধিক বলিয়া বোধ হয় না; ক্লান্তি হেতু বদন-মণ্ডল মলিন। চক্ষুর্দ্বয় যদিচ বৃহৎ, তথাপি পরিশ্রম হেতু ঈষৎ রক্তবর্ণ এবং কোটরে প্রবিষ্ট। নাসিকা উন্নত; গণ্ডদেশ মলিন; ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক; মুখমণ্ডল ঘন-কৃষ্ণদীর্ঘগুম্ফ শ্মশ্রুতে আবৃত। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শীর্ণ, অথচ দৃঢ়। মস্তকের চুল রুক্ষ, শরীরের আয়তন দীর্ঘ। পরিধান মলিন বস্ত্র, অঙ্গে কুর্ত্তি। উপবিষ্ট ব্যক্তি বৃক্ষের উপর পৃষ্ঠ স্থাপন করিয়া একদৃষ্টে

নদী পানে চাহিয়া আছেন; মুখ-মণ্ডল ঘোরতর চিন্তা-সমাচ্ছন্ন বোধ হইতেছে; মধ্যে মধ্যে দুই একটী উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস, সেই সুশীতল সমীরণের সহিত মিলিত হইতেছে।

কিয়ৎকাল এই ভাবে থাকিয়া উপবিষ্ট ব্যক্তি আকাশের পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "এই জগতে কি কেহ সুখী আছে? কেহ কি স্বর্গীয় বিমল সুখ ভোগ করিতে পারিয়াছে, কি করিতেছে? ধন, জন, ঐশ্বর্য্য থাকিলে যদি সুখ হইত, তাহা হইলে আমার এ দশা কেন? ধন, জন, ঐশ্বর্য্য আমার ত কিছুরই অভাব নাই? ধন, জন, ঐশ্বর্য্যের তরে সুখ নাই; ইহা স্বার্থপরতা, কুটিলতা ও পাপের ভীষণ-জালে জড়িত। ধনের জন্য লোকে কি না করিতে পারে? পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে, স্বামী স্ত্রীকে অবাধে হত্যা করিতে পারে ও করিয়া থাকে। তবে কিসে লোক সুখী হইতে পারে? তবে কি দরিদ্রগণ সুখী? না, যাহারা কেবল পেটের চিন্তায় অস্থির, কিসে দশ টাকা উপার্জ্জন করিয়া পরিজনকে সুখী করিতে পারিবে, যাহাদের সর্ব্বদা

এই চিন্তা, তাহারা কি কখনও প্রকৃত সুখভোগ করিতে পারে? তবে আর কি? বন্ধু কি রমণীর পবিত্র প্রেম? হাঁ ইহাতে সুখ আছে বটে; কিন্তু এই জগতে কয় জন নরনারী সেই দেবদুর্লভ পবিত্র সুখভোগ করিয়া থাকে? এই হতভাগাও কোন দিন সেই দেবদুর্লভ পবিত্র সুখে সুখী ছিল। আজ আমার দুরদৃষ্ট বশতঃ তাহা কোথায় গিয়াছে? আর কি সেই প্রণয়-প্রতিমার সুবিমল মুখকমল দেখিতে পাইব?"

শোকাবেগে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল, চক্ষুর্দ্বয় দিয়া বেগে অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। শোকের প্রথম বেগ সম্বরণ করিয়া উপবিষ্ট পুরুষ আবার বলিতে লাগিলেন, "প্রাণেশ্বরি! তুমি কি এই হতভাগার ক্রন্দন শুনিতে পাইতেছ না? তুমি কোথায়? কে আমার হৃদয়ের একমাত্র মণি কাড়িয়া লইয়াছে? কে আমার ভোজনপাত্রে অঙ্গার ঢালিয়া দিয়াছে? মনে বড় আশা করিয়াছিলাম যে, তোমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিব, কিন্তু আমাদের এই পবিত্র সুখ বিধাতার অভিপ্রেত নয়। প্রাণপ্রতিমে! আর কি

তোমাকে পাইব? আর কি তোমার সুবিমল বদন-সরোজ চুম্বন করিতে পাইব? তুমি স্বর্গীয় দেবী, আমি তোমার মাহাত্ম্য কি বুঝিব? আমি পাষণ্ড, তুমি কেন পাপীষ্ঠের অঙ্কশায়িনী হইলে? তোমার যদি ইহাই বাসনা হইয়াছিল, কেন আমাকে এত প্রকার দৃঢ়রূপে প্রেমপাশে আবদ্ধ করিয়াছিলে? এক বার চাহিয়া দেখ যে, কেবল তোমারই জন্য আমি আমার সোনার যশল্মীর রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনে বনে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে, উপত্যকায় উপত্যকায়, পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি; আজ এই পাঁচ বৎসর কাল তোমারই অনুসন্ধানের জন্যই আমার অস্থি চর্ম্মসার হইয়াছে? ইহা কে দেখিবে? কাহার নিকট বলিব? তুমি ত আমার সামান্য অসুখেও যার-পর-নাই ব্যথিত হইয়া. সুশ্রূষা করিতে; আজ কি তুমি আমার এই দীন বেশ ও ভয়ঙ্কর শীর্ণাবস্থা দেখিতেছ না? গ্রীষ্মের ভয়ানক রৌদ্র, বর্ষার দিগন্ত-ব্যাপী জলধারা, শীতে হিমপাত, অনায়াসে উপেক্ষা করিয়া কেবল তোমাকেই অনুসন্ধান করিয়াছি, কিন্তু বিধাতা হতভাগ্যের আশা পূর্ণ করিলেন

না। জানি না, পরমেশ্বরের শ্রীপাদপদ্মে কি ভয়ানক পাপ করিয়াছি। আমি ত কখন কোন দিন কাহারও অনিষ্ট করি নাই, কি অনিষ্টের চেষ্টাও করি নাই, তবে কেন পরমেশ্বর আমাকে এই দুর্ব্বিসহ যাতনায় প্রপীড়িত করিতেছেন? হৃদয়েশ্বরি! যদি কোন দিন তোমাকে বক্ষে ধারণ করিতে পারি, যদি কোন দিন তোমার বক্ষে মুখ লুকাইয়া অশ্রু-নিসিক্ত করিতে পারি, তাহা হইলে সমুদয় ভুলিব। কিন্তু বিধাতা কি আমার মনোবাসনা পূর্ণ করিবেন? তিনি কি হতভাগ্যের পানে কৃপাকটাক্ষ বিস্তার করিবেন? আমার ভাগ্য কখন কি কোন দিন প্রেমালোকে আলোকিত হইবে না?"

আবার তাঁহার চক্ষু দিয়া দরদর ধারায় অশ্রু পড়িতে লাগিল, তাঁহার বক্ষঃস্থল সিক্ত হইল। কিয়ৎ কাল কি যেন কি চিন্তা করিয়া আবার ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,

"প্রিয়তমে! যে কুক্ষণে শুনিলাম, দস্যুগণ শিবিকাসহ তোমাকে লইয়া পলায়ন করিয়াছে. সেই অবধি এই হতভাগা কি দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তাহা কেবল সেই অন্তর্যামী বিশ্বনিয়ন্তা

জানেন। যে মুহূর্ত্তে সেই ভীষণ সম্বাদ শ্রবণ করিয়াছিলাম, তখনই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। হায়! কেন সেই মোহ আমার চিরকালের জন্য হইল না? তাহা হইলে আর এ কষ্ট ভোগ করিতে হইত না? কি অশুভক্ষণেই পিত্রালয় যাত্রা করিয়াছিলে; আমার সর্ব্বনাশ হইবে বলিয়াই কি তোমার রামপুর যাইবার ইচ্ছা ছিল? না জানি, তুমি কি কষ্টে কালাতিপাত করিতেছ! তোমার সোনার অঙ্গে না জানি কতই ব্যথা পাইতেছ! হায়! তোমার গাত্রে ধূলা দেখিলে আমার অন্তঃকরণে কত কষ্ট হইত, আজ হয় ত সেই অঙ্গে তুমি কত কষ্ট পাইতেছ! দস্যুগণ! তোমাদের পায়ে পড়িয়া কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা করিতেছি, তোমরা আমার প্রাণ-প্রতিমাকে কষ্ট দিও না, আমার প্রাণেশ্বরী কষ্ট সহ্য করিতে বড় অপটু। আজীবন সুখে লালিত। কষ্ট কি, তাহা কখনও কোন দিন চক্ষে দর্শন করে নাই। সুধীরা! প্রাণেশ্বরী! তুমি কি এই হতভাগ্যকে দিনান্তেও স্মরণ কর না? যে আমাকে এক দিন না দেখিলে উন্মাদিনীর ন্যায় হইত, আজ, আমার সেই সুধীরা কেমন

করিয়া আমার বিরহ সহ্য করিতেছে! প্রাণ! তুই কি প্রস্তর অপেক্ষাও কঠিন? এত কষ্টেও কি তুই বহির্গত হইবি না, এখনও বলি, স্বেচ্ছায় বহির্গত হ, নচেৎ বলপূর্ব্বক তোকে বাহির করিতেও কুণ্ঠিত হইব না। এ যাতনা আর সহ্য হয় না। মৃত্যু! তুই কি আমাকে চক্ষে দেখিস্ না? কত লোক অকালে তোর ভীষণ প্রহারে চূর্ণীকৃত হইয়াছে। কেহ কোন দিন তোকে সাধ করিয়া প্রার্থনা করে নাই, আজ আমি সেই সাধ করিয়া তোর দর্শন প্রার্থনা করিতেছি, অনুগ্রহ করিয়া এ হতভাগ্যের বাসনা চরিতার্থ কর্। এত দীর্ঘকাল অনুসন্ধান করিয়া যখন সুধীরাকে পাইলাম না, তখন আর বাঁচিয়া ফল কি? এ পাষাণ প্রাণ যত শীঘ্র বহির্গত হয়, ততই মঙ্গল।”

উপবিষ্ট ব্যক্তি পুনরায় নিস্তব্ধ হইলেন। সেই নির্জ্জন পর্ব্বত প্রদেশে তাঁহার মর্ম্মভেদী গভীর খেদোক্তি সান্ধ্য সমীরণের সহিত মিলিত হইল। আকাশের পানে ক্ষণকাল দৃষ্টিপাত করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, “সুধীরা! এ জীবনে এই পাপ সংসারে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হইল

না ; আর তোমার পবিত্র, সরল, সুন্দর মুখকমল দেখিতে পাইব না। বল দেখি, এ দুঃখ আমি কাহার নিকট জানাইব? কে শুনিবে? মৃত্যুতে আমার কোন কষ্ট নাই, কেবল, তোমার মুখমণ্ডল দেখিতে পাইলাম না, এই দুর্বিষহ যাতনা লইয়া মরিতে হইবে।”

পরে তিনি আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, “যখন ইহজগতে তোমাকে না পাইলাম ঐ সুন্দর স্বর্গে অবশ্যই পাইব, তখন অবশ্য তোমাকে বক্ষে ধারণ করিতে পাইব, ঐ সুন্দর স্থানে বিষময় ভয়ঙ্কর বিচ্ছেদ নাই। সেখানে প্রেম অনন্ত, সুখ অনন্ত, শান্তি অনন্ত। আমি পূর্ব্বে চলিলাম, জানি না তুমি তথায় আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছ কি না ; আমি চলিলাম।”

এই বলিয়া ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া নদীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যুবার বিশাল লোচন দিয়া দরবিগলিত ধারায় জল পড়িয়া বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে লাগিল। এক পা দু পা করিয়া তিনি ধীরে ধীরে নদীর সৈকতে নামিলেন ; ক্রমে ক্রমে জলমধ্যে নামিতে লাগিলেন ; কিয়ৎ

কাল দাঁড়াইয়া কি যেন চিন্তা করিলেন, আবার ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "প্রাণেশ্বরি! একবার চাহিয়া দেখ, আজ তোমার জন্য অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছি। প্রিয়সুহৃৎ অজিৎসিংহ! আজ তোমার অতি প্রণয়ের চন্দনসিংহ তোমার নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিতেছে, তোমার নিকট কত অপরাধ করিয়াছি, তোমাকে সময়ে সময়ে কত কটূক্তি করিয়াছি, ক্ষমা করিও। তোমার ভালবাসা অকৃত্রিম, অপার্থিব ; আমা হইতে তাহার প্রতিদান অসম্ভব। তুমি দেবতা, আমি তোমার মাহাত্ম্য কি বুঝিব? আমার মৃত্যুসংবাদে যখন আমার আত্মীয় স্বজন, বন্ধু, বান্ধব শোকাভিভূত হইবেন, তখন তুমি তাঁহাদিগকে উপযুক্ত সান্ত্বনা দ্বারা সুস্থ করিও। আর কি বলিব? আশীর্ব্বাদ করিও যেন জন্মে জন্মে তোমার ন্যায় বন্ধুরত্ন প্রাপ্ত হইতে পারি। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে, তুমি দীর্ঘ-জীবন লাভ করিয়া মাতৃভূমির মুখোজ্জ্বল কর।"

আকাশের পানে চাহিয়া করযোড়ে বলিতে লাগিলেন, "পরমেশ! এ দাস কখনও তোমার পবিত্র নিয়ম লঙ্ঘন করে নাই ; কোন দিন বিনা

কারণে বিনাপরাধে কাহারও কোন অনিষ্ট করে নাই; জানি না, কি কারণে আমার অদৃষ্টে এই ভীষণ শাস্তি লিখিয়াছিলে। তুমি মঙ্গলময়. তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে, কে তাহা রোধ করিতে পারিবে? এ জীবনে এ দাসের তোমার শ্রীচরণে আর কোন প্রার্থনা নাই; কেবল এই প্রার্থনা যেন জন্মে জন্মে সুধীরার ন্যায় পত্নী আর অজিৎ-সিংহের ন্যায় বন্ধু প্রাপ্ত হইতে পারি। মাতঃ গঙ্গে! এই হতভাগ্যকে তোমার ক্রোড়ে স্থান দান কর।"

এই বলিয়া পুরুষ যেই নদী-বক্ষে ঝম্পপ্রদান করিবেন, অমনি অকস্মাৎ কে যেন আসিয়া তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিল।

তিনি ক্রোধিত হইয়া বলিলেন, "কে তুমি? কেন তুমি এ সময় বাধা দিতেছ? হস্ত ত্যাগ কর।"

পশ্চাতে ফিরিয়া বলিলেন, "কেও গুরুদেব! কেন এ সময় বাধা দিতেছেন? এই হতভাগ্য আপ-নার চরণে কি এমন অপরাধ করিয়াছে যে, তাহাকে সুখে মরিতেও দিবেন না? গুরুদেব! ত্যাগ করুন, এখনই সকল যন্ত্রণার শেষ করি।"

গুরুদেব ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "বৎস! ক্ষান্ত হও, তুমিত নির্ব্বোধ নও, তুমিত সকলই জান, আত্মহত্যা যে কি ভীষণ পাপ, তাহা তোমার নিকট অবিদিত নাই, তবে কেন আজ তুমি সেই ভয়ঙ্কর পাপসাগরে নিমগ্ন হইতেছ? ভাবিয়া দেখ, তোমার উপর কত সহস্র সহস্র লোক নির্ভর করিতেছে। এই সমস্ত ব্যক্তিগণকে অনাথ করিয়া কি তোমার জীবন বিসর্জ্জন দেওয়া উচিত? ছি! ক্ষান্ত হও; চল, অতি নিকটেই আমার আশ্রম, তথায় যাইয়া সুস্থ হইবে চল।"

যুবা বলিতে লাগিলেন, 'গুরুদেব! আপনি সকলই শুনিয়াছেন, আপনার নিকট আমার কিছুই গোপন নাই; সুধীরাকে যখন পাইলাম না, তখন এ প্রাণ রাখিয়া ফল কি?"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আমি সুধীরার অনুসন্ধান পাইয়াছি, তোমাকে সমুদয়ই বলিব, তাহার অনুসন্ধান পাইয়াই তোমার সন্ধানে আসিয়াছি, সমুদয় বলিব চল।"

শিষ্যের মুখ প্রফুল্ল হইল। তখন ধীরে ধীরে উভয়েই প্রস্থান করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

নানা কথা।

"কি কারণ, রঘুনাথ! সভয় আপনি এত, ধর্ম্ম বলে
বলী যে জন, কাহারে ডরে সে ত্রিভুবনে——?"

মেঘনাদবধ কাব্য।

রাত্রি চারি দণ্ড অতীত হইয়াছে। আকাশে চন্দ্রকে ঘেরিয়া দীপমালার ন্যায় বহুসংখ্যক নক্ষত্র রহিয়াছে, বৃক্ষপত্রকে ঈষৎ দোলাইয়া সান্ধ্য মলয় সমীরণ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে।

এমন সময় চিতোরের রাজপ্রাসাদের একটী সুরম্য সুরঞ্জিত কক্ষে তিন জন বীরপুরুষ আসীন। কক্ষটী নানাবিধ বহুমুল্য দ্রব্যাদিতে সুচারুরূপে সজ্জিত। বীরপুরুষগণের মধ্যে একজন বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত মহামূল্য পালঙ্কে উপবিষ্ট। অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে তাঁহার সুনির্ম্মল মুখমণ্ডল গঠিত; বয়স পঞ্চবিংশ বৎসর হইবে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিও তদ্রূপ সুন্দর এবং দৃঢ় বলিষ্ঠ। অন্য তিন জন বীরপুরুষ স্বতন্ত্র আসনে উপবিষ্ট। তাঁহাদের সৈনিক বেশ, কবচ এবং উপযুক্ত অস্ত্র শস্ত্রাদিতে অঙ্গ সুস-

জ্জিত। তাঁহাদের চক্ষু উপবিষ্ট যুবকের মুখমণ্ডলের দিকে ন্যস্ত। যুবকের মুখমণ্ডল গভীর চিন্তা-সমাচ্ছন্ন।

কিয়ৎকাল পরে সৈনিকগণের মধ্য হইতে যিনি পৌঢ়, তিনি যুবককে লক্ষ করিয়া ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "যুবরাজ! এ দাসের অপরাধ লইবেন না, আজ কয়েক দিন পর্য্যন্ত আপনাকে এই প্রকার বিষন্ন দেখিতেছি কেন? যে বদনমণ্ডলে সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি খেলা করিত, আজ কয় দিন তাহা নিষ্প্রভ কেন? যে মুখখানিতে সর্ব্বদা হাসি পরিপূর্ণ থাকিত, আজ তাহা মলিন কেন? আমি কয়দিন আপনার সন্নিহিত হইয়া ইহা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু উপযুক্ত সুযোগাভাবে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই, যুবরাজ! যদি বলিবার যোগ্য হয়, অনুগ্রহ করিয়া আমাদের কৌতূহল নিবৃত্তি করুন।"

চণ্ড ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সমুদয়ই সত্য; আমি সে বিষয় বলিবার জন্যই আপনাদিগকে আহ্বান করিয়াছি। আমি সেই সমুদয়ই রঘুদেবকে জানাইয়াছি; এক্ষণে সেই সমস্ত বিষয়ই আরও বলিতে হইবে।"

পূর্ব্ব প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন, "যুবরাজের অনুগ্রহ যথেষ্ট। এখন অনুগ্রহ পূর্ব্বক সমস্ত বিবৃত করিয়া আমাদের উৎকণ্ঠা দূর করুন।"

চণ্ড তখন ধীরে ধীরে রণমল্ল কর্ত্তৃক যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সমুদয়ই আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন। আরও বলিলেন, "আজ তিন দিন হইল রাত্রি যখন দ্বিপ্রহর, তখন গ্রীষ্মাতিশয্যহেতু সরসীতটে একাকী ভ্রমণ করিতেছিলাম, অকস্মাৎ যেন বামাকণ্ঠে আমার পশ্চাৎ দিক হইতে কে বলিল, 'যুবরাজ! পশ্চাতে ফিরিয়া সাবধান হউন।' আমি চমকিত হইয়া মস্তক উত্তোলন করিয়া অস্পষ্ট চন্দ্রকিরণে একটী রমণীমূর্ত্তি সরিয়া যাইতে দেখিলাম, পরক্ষণেই অকস্মাৎ আমার স্কন্ধদেশে দারুণ বেদনাপ্রাপ্ত হইলাম; দেখিলাম, একটী তীর আমার বাম বাহুতে বিদ্ধ হইয়াছে; অমনি সঙ্গে সঙ্গে একজন যোদ্ধা তীব্র-বেগে আমার দিকে অগ্রসর হইয়া আমাকে আক্রমণ করিল। ঈশ্বরের অনুকম্পায় আমার সঙ্গে তরবারি ছিল। তখন উভয়ে ঘোরতর দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইতে লাগিল। শত্রুর অস্ত্রাঘাতে অস্ত্রামার বহু স্থান দিয়া শোণিতধারা নির্গত হইতে লাগিল। অবশেষে জগ-

দীশ্বরের অনুগ্রহে, পামরকে পরাজিত করিলাম। অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে আক্রমণকারীর মুখাবরণ মোচন করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার মনে ঘোর বিস্ময় উপস্থিত হইল। দেখিলাম, আমাদের সেই সেনাপতি সূর্য্যসিংহ। আমার বিশ্বাস হইল না; পুনরায় ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলাম; তখন আহত মুমূর্ষু সূর্য্যসিংহ হইতে রণমল্ল সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত হইলাম, আমি পূর্ব্বেও রণমল্ল এবং জননীর (আমার সম্বন্ধে) আচার ব্যবহারে সন্দেহ করিয়াছিলাম, কিন্তু সেই দিন সূর্য্যসিংহ হইতে সমুদয়ই সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়াছি। রণমল্লের কুচক্রান্তে যে চিতোরের সর্ব্বনাশ শীঘ্রই সাধিত হইবে, তাহা আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি। দুরাত্মা রাঠোর-রাজের করাল কবল হইতে মিবারভূমি রক্ষা করা যার-পর-নাই কষ্টকর হইবেক। এই সমস্ত ভবিষ্যৎ বিষয় বলা আমার বাহুল্য; আপনারা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। মুকুল বালক, এখন তাহাকে তাহার জননী যাহা বুঝাইবেন, সে অবশ্যই তাহা গ্রাহ্য করিবে, সন্দেহ নাই। আজ হউক, কাল হউক, শীঘ্রই আমার সর্ব্বনাশ হইবে; হয় দুরাত্মাগণ

আমার প্রাণসংহার করিবে, নয় যে প্রকারে পারুক, চিতোর রাজ্য হইতে আমাকে দূরীভূত করিবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। আমি মরিলাম কি দূরীভূত হইলাম, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা বীরশ্রেষ্ঠ বাপ্পারাওলের পবিত্র সিংহাসন কি পামর রাঠোরাজের বসিবার আসন হইবে? চামর, কিরণ, ছত্র কি তাহার ব্যবহারের জন্যই নিয়োজিত থাকিবে? কে জানে? কি দুরভিসন্ধিতে পামর স্বীয় বিশাল রাজ্য-ভার পরিত্যাগ করিয়া চিতোর প্রবেশ করিয়াছে? পামর রাঠোররাজ যে, কেবল রাজ্য লইয়া সন্তুষ্ট হইবে, এমন নহে, মুকুলের প্রাণসংহার করিয়া স্বয়ং শাসনদণ্ডও পরিচালনা করিতে পারে। এই সমস্ত ভাবিয়া আমার মন যার-পর-নাই অসুস্থ হইয়াছে। আমার মনঃকষ্ট আপনাদিগকে না জানাইলে কাহার নিকট জানাইব? আপনাদের ন্যায় আমার প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী আর নাই, তাই মন খুলিয়া সমস্ত কথাই আপনাদের নিকট বলিলাম। আজ হউক, কাল হউক, অতি শীঘ্রই চিতোরে ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত হইবে; রণমল্লের বহু সহায়

বহু সম্পদ আছে ; সে যখন এই চিতোরভূমি গ্রাস করিয়াছে, তখন তাহার নিকট হইতে মিবারভূমি রক্ষা করা অতিশয় কষ্টকর হইবে সন্দেহ নাই। জানি না, পামর কি কুহকবলে বিমাতাকে ও অন্যান্যকে বশীভূত করিয়াছে। রণমল্লের এই ভবিষ্যৎ আচরণ অনেকেই বুঝিতেছেন, অনেকেই তাহার বর্ত্তমান ক্রিয়াকাণ্ড দেখিতে পাইতেছেন, কিন্তু কেহই সাহস করিয়া তাহার প্রতিকূলে কোন কথাই বলিতে পারিতেছেন না ; তাহার বিরুদ্ধে যাইয়া কে সাধ করিয়া মস্তক হারাইবে ? ভাবিয়া দেখুন, যদি অন্য কোন ব্যক্তি রণমল্লের প্রতিকূলে কোন কথা বলে, তাহা হইলে বিমাতা নিঃসন্দেহ তাহার শিরশ্ছেদ করিবেন। যখন দুরাত্মার এই প্রকার ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র ও আচরণ স্মৃতিপথে উদয় হয়, তখন হৃদয়মধ্যে যেন এককালীন শত শত বৃশ্চিক দংশন করিতে থাকে। তখনই ইচ্ছা হয় যে, দুরাত্মার পাপদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া শৃগাল কুক্কুর প্রভৃতির রসনার তৃপ্তিসাধন করি। আবার যখন স্বর্গীয় জনক মহাশয়ের শ্রীচরণে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা স্মরণ হয়, তখন ক্রোধ ঘৃণা আপনা হইতে

অন্তর মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। আজ যদি মুকুল বালক না হইত, তাহা হইলে পাষণ্ড রণমল্লের পাপ-দেহ এই মুহূর্ত্তেই দ্বিখণ্ডিত হইত। কিন্তু আমাদের অদৃষ্ট প্রসন্ন হইবার বহুবিলম্ব আছে। হয়ত সেই কাল পর্য্যন্ত আমাদের জীবিত থাকাও অসম্ভব। রণমল্ল দ্বারা যে, এই সর্ব্বপ্রসবিনী মিবারভূমি অঙ্গার রূপে পরিণত হইবে, তাহা আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, ও মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। যাক্ সে কথা; আমি আপনাদিগকে সমুদয় বলিলাম। আমি জীবিত থাকি, আর না থাকি, তাহাতে কিছুই হইবে না; কিন্তু বাপ্পারাওলের হৈম তপনমণ্ডিত পবিত্র সিংহাসন যেন দুর্ব্বৃত্ত রাঠোর দ্বারা না কলুষিত হয়।"

এই বলিয়া বীরবর ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ চণ্ড নিস্তব্ধ হইলেন। সর্দ্দারগণ সকলেই নিস্তব্ধ। কিয়ৎ কাল পরে দয়াল সিংহ ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "যুবরাজ! আমি বহুদিন হইতে একটী সন্দেহ করিয়া আসিতেছি; পাপীষ্ঠ রণমল্লের পাপ অভিসন্ধি আমি অনেক দিন ধরিয়া বুঝিয়া আসিতেছি; আপনি যে বুঝিতে পারিয়াছেন, শুনিয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম; আমরা পঞ্চশত সর্দ্দার

আছি, আমরা সকলেই আপনার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত, যখন যাহাকে যে আজ্ঞা প্রদান করিবেন; অচিরে তাহা সম্পন্ন হইবে। পামরের দম্ভ আর দেখা যায় না, যদি আপনার আজ্ঞা হয়, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তে পাপীষ্ঠের ছিন্ন মস্তক আপনার পদতলে নিক্ষেপ করিতে পারি।”

পূর্ব্ব প্রশ্নকারীর নাম দয়াল সিংহ। দয়াল সিংহের এই তেজোগর্ব্ব বাক্য শ্রবণ করিয়া বীরবর চণ্ড ধীরে ধীরে বলিলেন, “তাহা হইলে সম্প্রতি রাজ্যমধ্যে গোলযোগ ঘটিবার সম্ভব; তাহা হইলে নিশ্চই একটী ঘোরতর অন্তর্বিপ্লব সমুদ্ভূত হইবে। মাতা যখন কর্ত্রী, তখন তিনি কি তাঁহার পিতার নিধনে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবেন? তিনি ত তাঁহার পিতার অভিসন্ধি কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। তিনি এখন তাঁহার পিতার পরামর্শে আমাকেই শত্রু বিবেচনা করিতেছেন। পামর রণমল্ল তাঁহাকে বিশ্বাস করাইয়াছে যে, আমি রাজ্য লইবার জন্য গোপনে ষড়যন্ত্র করিতেছি। আর আজ যদি রণমল্লের মস্তক দ্বিখণ্ডিত হয়, তাহা হইলে তাহার এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হইবে। আমা দ্বারা যদি চিতোর

রাজ্যের সর্ব্বনাশ হয়, তাহা হইলে আমার বাঁচিয়া ফল কি? স্বর্গীয় জনক মহাশয়ের চরণে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা কি আপনারা ভুলিয়া গিয়াছেন? প্রাণ যায়, তাহাও স্বীকার, তথাপি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পারিব না। রণমল্লের মৃত্যু অতি নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। পাপ কয় দিন গোপন থাকে? জ্বলন্ত অঙ্গার কে বস্ত্রের মধ্যে লুকাইয়া রাখিতে পারে? যখন বিমাতা পাপিষ্ঠের চক্রান্ত অবগত হইতে পারিবেন, তখন দেখিবেন যে, পামরের দেহ দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে। বিমাতা নির্ব্বোধ নহেন, অচিরাৎ তাঁহার ভ্রম ঘুচিবে, অচিরাৎ তাঁহার পিতার দুষ্ক্রিয়া অবগত হইতে পারিবেন। অতি সত্বরেই দেখিবেন যে, পামর রণমল্ল ক্ষুদ্র পতঙ্গবৎ দলিত হইবেক; আর একটী কথা, আপনারা সকলে মুকুলকে সাবধানে রাখিবেন, কি জানি, দুরাত্মা কখন কি করে; মুকুল থাকিলে, সকলই হইবে জানিবেন।” দয়াল সিংহ এবং উপবিষ্ট সর্দ্দারগণ সকলে স্থিরমনে বীরশ্রেষ্ঠ চণ্ডের বাক্য শ্রবণ করিলেন।

কিছুকাল পরে দয়ালসিংহ আবার বলিলেন, “যুবরাজ! দুরাত্মা রাঠোররাজের করাল কবল

হইতে চিতোরভূমি রক্ষার কি উপায় স্থির করিয়াছেন? ভাবিয়া দেখুন, চিতোরভূমি আপনারই বুদ্ধিবলে ও বাহুবলে রক্ষিত। স্বর্গীয় মহারাণা চিতোর রক্ষার ভার আপনার হস্তেই ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন; এখন মিবারভূমি যদি দুর্ব্বৃত্ত রাঠোররাজ গ্রাস করিতে পারে, তাহা হইলে আপনারই নিন্দা; লোকে আপনাকেই মন্দ বলিবে। ইহার কি স্থির করিয়াছেন?"

চণ্ড ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। যাহাতে মাতা, রণমল্লের উপর সন্দিহান হন, এখন কেবল তাহাই করিতে হইবে। পাপিষ্ঠ, কেবল আমারই ভয়েতে চুপ করিয়া আছে, আমি যদি কোন প্রকারে স্থানান্তরিত হইতে পারি, তাহা হইলে পামর নিজমূর্ত্তি ধারণ করিবে সন্দেহ নাই। তাহা হইলে বিমাতা অতি সহজেই, তাহার কর্ম্মাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সকলই বুঝিতে পারিবেন। রাঠোররাজের করাল কবল হইতে মিবারভূমি রক্ষা করিতে হইলে প্রথমতঃ বিমাতার মনে সন্দেহ জন্মাইতে হইবেক। আমি কিয়ৎকালের জন্য

স্থানান্তরিত না হইলে সহজে বিমাতা কিছুই বুঝিতে পারিবেন না।”

দয়াল সিংহ বলিলেন, “এই চিতোররাজ্য পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবার বাসনা করিয়াছেন?”

চণ্ড উত্তর করিলেন, “অতি নিকটেই থাকিব। চিতোরের দৈনন্দিন ঘটনা আমার কিছুই অজ্ঞাত থাকিবে না।”

তখন যুবরাজ চণ্ড, অতি সঙ্গোপনে দয়াল সিংহের কর্ণে কর্ণে কি বলিলেন, দয়াল সিংহের মুখ-মণ্ডল হর্ষোৎফুল্ল হইল।

কিয়ৎকাল পরে দয়াল সিংহ বলিলেন, “যুবরাজ! রাত্রি অধিক হইয়াছে, অনুমতি হয় ত বিশ্রামার্থ গমন করিতে পারি।”

চণ্ড বলিলেন, “হাঁ! রাত্রি অধিক হইয়াছে, আপনারা প্রস্থান করিতে পারেন।”

তাঁহারা সকলে প্রস্থান করিলেন।

দেখিতে দেখিতে রাত্রি দ্বিপ্রহর হইল। কুমুদিনী-বন্ধু মধ্য-আকাশে প্রণয়িনীগণ-সংবেষ্টিত হইয়া সমস্ত জগতে আপন আধিপত্য বিস্তার করিতেছেন। সমস্ত প্রকৃতি, গম্ভীর, শান্ত। ঝিল্লি-

গণের ঝাঁঝাঁ রব ব্যতীত আর কিছুই শুনা যাইতেছে না।

চণ্ড ধীরে ধীরে আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সুনির্ম্মল আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। বিশ্রামার্থ ধীরে ধীরে শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

চণ্ড ধীরে ধীরে শয্যায় শয়ন করিলেন। আহেরিয়ার ঘটনা ক্রমে ক্রমে তাঁহার স্মৃতিপথারূঢ় হইল। সেই বিপন্না দস্যুপ্রপীড়িতা সুন্দরীর সুনির্ম্মল মুখমণ্ডল তাঁহার মনে হইল। যুবতীর বীণা-বিনিন্দিত মধুর কণ্ঠধ্বনি, এবং আকর্ণবিশ্রান্ত নয়নপল্লবের বঙ্কিম কটাক্ষ তাঁহার হৃদয়ের স্তরে স্তরে পাষাণরেখাবৎ অঙ্কিত রহিয়াছে। চক্ষু মুদিত করিলেই, যেন সেই সুন্দরীর আনন্দিত সুন্দর মুখকমল নয়নসম্মুখে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। চণ্ড একটী গভীর মর্ম্মভেদী নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার বিশাল লোচনপ্রান্ত হইতে দুই এক ফোঁটা অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া তাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থলে পড়িল। চণ্ড ধীরে ধীরে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া পার্শ্বস্থ গবাক্ষ উন্মোচন করিলেন। আস্তে আস্তে সেই চন্দ্র-করালোকিত প্রকোষ্ঠের মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগি-

লেন। কিয়ৎ কাল পরে মর্ম্মভেদী স্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "হায়! আমি কি উন্মাদ হইলাম? জগদীশ্বর কি আমার মনোবাসনা পূর্ণ করিবেন?" সে রাত্রি আর তাঁহার নিদ্রা হইল না।

দশম পরিচ্ছেদ।

পরামর্শ।

"কিসে সিদ্ধ হ'তে পারে মম এ কামনা ;
সদুপায় তুমি তা'র কর আলোচনা।"

শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায়-কৃত রামায়ণ।

চিতোরের একটী অতি নিভৃত কক্ষে কয়েক জন লোক বসিয়া যেন কি পরামর্শ করিতেছে। লোক কয়েক জনের মধ্যে এক জন স্ত্রীলোক, আর কয়েক জন পুরুষ। স্ত্রীলোক স্বতন্ত্রাসনে উপবিষ্টা। বয়স ত্রিংশৎ বৎসরের অধিক বলিয়া বোধ হয়। পরিধানে শুভ্র বস্ত্র ; অঙ্গে কোন প্রকার অলঙ্কার নাই। অন্যান্য ব্যক্তিগণ সকলেই স্ত্রীলোকের মুখের দিকে চাহিয়া আছে। ব্যক্তিগণের মধ্যে এক জন অন্যাপেক্ষা একটু উচ্চ অথচ মূল্যবান্ আসনে উপবিষ্ট। তাঁহার বয়স পঞ্চাশৎ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে ; পরিধানে মূল্যবান্ পরিচ্ছদ ; মস্তকে মূল্যবান্ উষ্ণীষ।

কিয়ৎ কাল পরে স্ত্রীলোককে সম্বোধন করিয়া প্রৌঢ় বলিলেন, "কেমন, আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা কি সম্পন্ন হইয়াছে ?"

প্রৌঢ় একটু বিষাদ-মিশ্রিত স্বরে উত্তর করিলেন, "এখন পর্য্যন্ত তাহার কোন খবর পাই নাই ; বোধ হয়, কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।"

রমণী বলিলেন, "কেন ? আপনি কি কিছুই টের পান নাই ?"

প্রৌঢ় বলিলেন, "সূর্য্যসিংহ ত এখন পর্য্যন্তও প্রত্যাগত হয় নাই।"

অন্যান্য ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে এক জন বলিলেন, "সূর্য্যসিংহের কথা বলিতেছেন ? কই, তাহাকে ত আর গত পরশ্ব দিন হইতে আর দেখি নাই ?"

বৃদ্ধের মুখ আরও মলিন হইল দেখিয়া, স্ত্রীলোক বলিলেন, "তবে কি সূর্য্যসিংহ আদেশমত কার্য্য পালন করিতে পারে নাই ?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "যখন সূর্য্যসিংহ এখন পর্য্যন্ত প্রত্যাগত হয় নাই, তখন বোধ করি, সে আর ইহজগতে নাই। যদি সে আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে পারিত, তাহা হইলে অবশ্য সে এখানে আসিয়া

আমাদের শুভ সংবাদ প্রদান করিত; যখন আজ তিন দিন পর্য্যন্তও আসিতেছে না, তখন নিশ্চয়ই যমপুরে প্রস্থান করিয়াছে।”

পাঠক মহাশয়! বোধ করি, ইহাদের সকলকেই চিনিতে পারিয়াছেন।

কিয়ৎকাল পরে রাজ্ঞী বলিলেন, “এখন উপায়, যখন সূর্য্যসিংহ দ্বারা আমাদের কার্য্য সিদ্ধ হইল না, তবে চিতোরপুরীতে এমন কে আছে, যে এই কার্য্য সাধন করিতে পারে? সূর্য্যসিংহ অপেক্ষা সাহসী, যোদ্ধা, বীরপুরুষ এই চিতোরে আর নাই; কেবল চিতোর কেন, এই মিবার-ভূমিতেও নাই। যখন সে ইহা পারে নাই, তবে এমন ব্যক্তি কে আছে, যে ইহা সাধন করিতে পারিবে? আমার মন যার-পর-নাই আকুল হইয়াছে। পিতঃ! কি উপায় করিব? শীঘ্রই ইহার সুপন্থা করুন, আমার মনে যার-পর-নাই ভয় উপস্থিত হইয়াছে।”

রণমল্ল রাজ্ঞীর কথা শুনিয়া বলিলেন, “মা! আমি ত পূর্ব্বেই তোমার নিকট বলিয়াছিলাম যে, চণ্ড কর্ত্তৃক অচিরে সর্ব্বনাশ সাধিত হইবে; তখন তোমার কিছুতেই বিশ্বাস হয় নাই; এখন ক্রমে

ক্রমে চণ্ডের কার্য্য দেখ। কেবল রাজ্য লইয়া যে সে ক্ষান্ত থাকিবে, তাহা মনেও বিবেচনা করিও না; কি জানি, তাহার মনে আরও দুরভিসন্ধি আছে। হয় ত কালে মুকুল, এবং তোমাকেও হত্যা করিতে পারে। সূর্য্যসিংহ নিশ্চয়ই চণ্ডের প্রচণ্ড অসির আঘাতে কালকবলে পতিত হইয়াছে। এখন যে কি উপায়ে এই প্রচণ্ড শত্রু নিধন হইবে, তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না। চণ্ড, আমাদের অভিসন্ধি বোধ হয়, সমস্তই জ্ঞাত হইয়াছে, হয় ত অতি শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে এবং হয় ত পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সাবধান হইবে। চণ্ড যে প্রকার বীর, সেই প্রকার সাহসী ও ধূর্ত্ত। তাহার অধীনেও বহুসংখ্যক সৈন্য সামন্ত আছে; তাহা দ্বারা তাহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই সাধন করিতে সমর্থ। আমরা যদি প্রকাশ্যরূপে তাহাকে আক্রমণ করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদিগের পরাজয় হইবেক; তাহার ভীষণ গ্রাস হইতে তাহা হইলে আর আমাদের উদ্ধার থাকিবে না ; নিশ্চয়ই তাহার হস্তে শমনভবনে গমন করিতে হইবে। আর তাহাকে গোপনে হত্যাও সাধারণ ব্যাপার নয় ; সে যখন টের পাইয়াছে, তখন সে কি আর কখনও অসাবধানে থাকিবে?

আর কেই বা সাহসী হইয়া তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইবে? মা! বড়ই বিপদ উপস্থিত।"

রণমল্ল নিস্তব্ধ হইলেন। তাঁহার বদনমণ্ডল মলিন হইল। রাজ্ঞীও ঘোর উৎকণ্ঠিতা হইলেন, তাঁহার মুখমণ্ডল ঘোর চিন্তা-সমাচ্ছন্ন হইল। সত্রাসে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা! তবে কি উপায় হইবে? কি করিব? কি উপায়ে এই প্রচণ্ড শত্রু দমন করিতে পারিব? আমি সামান্যা স্ত্রীলোক, মুকুল বালক; এই শত্রুপূর্ণ চিতোরপুরীতে আপনি ব্যতীত আমাদের আর কে আছে? কে আমাদের আপনা বলিয়া মুখ তুলিয়া দিবে? দুস্তর সাগরে যে প্রকার সামান্য তৃণ ভাসিয়া থাকে, আমরাও সেই প্রকার বিপক্ষ-সাগরে ভাসমান; কে আমাদের রক্ষা করিবে? পিতঃ! কি উপায় করিব? আপনি ব্যতীত আমার দুঃখকাহিনী আর কাহার নিকট বলিব? কে শুনিবে? কে এই বিপন্নদিগকে রক্ষা করিবে? আজ যদি আমার মুকুল বড় হইত, তাহা হইলে আমার কিসের দুঃখ ছিল? আর তাহা হইলে কেন এই বিপদে পতিত হইয়া হা হা করিয়া আশ্রয়ের জন্য সকলের নিকট প্রার্থনা করিব? বিধাতা কি বালকের মুখ পানে কৃপাকটাক্ষ

বিস্তার করিবেন? আমার বড় ভয় হইতেছে, কি প্রকারে যে চণ্ডের প্রচণ্ড আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইব, তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না। পিতঃ! ইহার কি উপায় করিবেন, শীঘ্রই স্থির করুন।"

রাজ্ঞী চুপ করিলেন; তাঁহার বদনমণ্ডল ঘোরতর বিষণ্ণ হইল।

কিয়ৎ কাল পরে রণমল্ল ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "মা! তাই ত, কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না। কৌশল ব্যতীত কখনই এই প্রচণ্ড অথচ বলবান্ শত্রু দমন হইবে না; অথচ কি কৌশলে যে ইহা সহজে সম্পন্ন হইবে, তাহাও বুঝিয়া পাইতেছি না। আমাদের প্রথম কৌশলে ত কিছুই ফলোদয় হয় নাই। আমার সন্দেহ হয় যে, চতুর চণ্ড কোন কোন বিষয় সূর্য্যসিংহ হইতে অবগত হইতে পারিয়াছে। এখন যে কি উপায় অবলম্বন করিব, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না। তাহার জ্ঞাত হইবার পূর্ব্বে আমাদের যে কৌশল ইচ্ছা, তাহাই অবলম্বন করিতে পারিয়াছি; এখন সে আমাদের অভিসন্ধি টের পাইয়াছে, সুতরাং পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সতর্ক, অনেক সাবধান হইয়াছে।

সেই জন্য ভাবিতেছি, কি কৌশলে তাহাকে সহজে অথচ গোপনে হত্যা করা যাইতে পারে।”

রাজ্ঞী বলিলেন, “তা যে উপায়েই হউক চণ্ডকে বধ করিতে হইবেক, নচেৎ আমাদের নিস্তার নাই; আমি সামান্য-বুদ্ধি-বিশিষ্টা স্ত্রীলোক, আমি আর অধিক কি বলিব, যে প্রকারেই হউক, চণ্ডকে বধ করিতে হইবেক।”

রণমল্ল বলিলেন, “তাহাও সিদ্ধান্ত করিয়াছি। চণ্ডকে হত্যা করিতে না পারিলে রক্ষা নাই; কিন্তু গোপনে ব্যতীত ইহা যার-পর-নাই অসম্ভব। তাই এখন কি প্রকারে কাহা দ্বারা সাধিত হইবে, তাহাই চিন্তা করিতেছি; আমাদের মধ্যে এমন সাহসী ব্যক্তি কেহই নাই যে, একাকী চণ্ডের সম্মুখীন হইতে পারে; আর তাহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে এক ব্যক্তি দ্বারা হত্যা করা অসম্ভব। তবে যদি কোন প্রকার বিষপ্রয়োগ দ্বারা হত্যা করা যাইতে পারে, তাহার চেষ্টা দেখা যাউক; ইহা ব্যতীত আর কোন গোপনীয় উপায় ভাবিয়া পাইতেছি না।”

এই বলিয়া রণমল্ল নিস্তব্ধ হইলেন। রাজ্ঞী বলিলেন, “তাহা অসম্ভব, কারণ, চণ্ড এখানকার

কোন খাদ্য বস্তু ভক্ষণ, কি সামান্য পানীয়ও পান করিয়া থাকে না। স্বতন্ত্র স্থানে তাহার বিশ্বস্ত অনুচরগণ দ্বারা রন্ধন করাইয়া অতি সাবধানের সহিত আহার করিয়া থাকে; সুতরাং তাহাও অসম্ভব।”

রণমল্ল বলিলেন, “কেন, ভৃত্যগণকে কি অর্থ দিয়া বশীভূত করা যাইতে পারে না?”

রাজ্ঞী বলিলেন, “তাহা কেমন করিয়া বলিব? আমি ত কোন দিন এই সম্পর্কে তাহাদের সহিত আলাপ করি নাই?”

রণমল্ল বলিলেন, “তাহারা ছোট লোক, বোধ করি অর্থের বশীভূতও হইতে পারে, আমার বিবেচনা হয় যে, চণ্ডের ভৃত্যগণের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাহাদের দ্বারা বিষপ্রয়োগে হত্যা করিবার চেষ্টা দেখা যাক্। ইহা যত দূর গোপনে সাধিত হইবে, এমন আর কিছুই নহে। এ বিষয়ে যদি তোমার মত হয়, তাহা হইলে বল, সেই চেষ্টা করা যাইতে পারে।”

রাজ্ঞী উত্তর করিলেন, “ভৃত্যগণ কখনই ইহাতে স্বীকৃত হইবেক না। কিন্তু আরও যদি ভৃত্যগণ

বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া, চণ্ডকে এই সমস্ত কথা সম্পূর্ণ ব্যক্ত করে, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ হইবে; চণ্ড তাহা হইলে আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া আক্রমণ করিবে। •চণ্ড যে প্রকার শঠ, তাহাকে এই চাতুরীতে হত্যা করিবার খুব অল্প সম্ভাবনা। যদি ইহা সম্পন্ন করিতে পারেন, তাহা হইলে আমার অমত নাই; কিন্তু ইহা সম্পন্ন করা বড় কঠিন। আমার মতে অন্য যদি কোন উপায়ে এই প্রচণ্ড শত্রু নিধন হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করুন।"

রাজ্ঞীর এই বাক্য শুনিয়া সকলে নিস্তব্ধ হইলেন। সকলের মুখই চিন্তাসমাচ্ছন্ন। কেহ কোন কথা কহিতেছে না।

কিয়ৎ কাল পরে ধীরে ধীরে রণমল্ল বলিলেন, "আর ত কোন উপায় মনে হইতেছে না। এক জন দ্বারা চণ্ডকে বধ করা যার-পর-নাই অসম্ভব; পাঁচ সাত জনে একত্র হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিলে, বোধ করি, নিধন করা যাইতে পারে। কিন্তু সেই আক্রমণ গোপনে অথচ অতর্কিতভাবে হওয়া আবশ্যক। চণ্ড কখনও একাকী থাকে না। আমা-দের এই অভিসন্ধি টের পাইবার পরে আজ কয়

দিন সে যার-পর-নাই উন্মনা এবং সাবধান; বোধ করি, এখন আর সে কোথাও একাকী যাইবে না, কি অসাবধানে থাকিবে না। এই উপায় ব্যতীত আর কোন উপায়ই মনে হয় না।"

রণমল্ল নিস্তব্ধ হইলেন। রাজ্ঞী ভীতা হইলেন; কিয়ৎ কাল পরে বলিলেন, "আমার কি এমন কেহই নাই, যে ইহা সাধন করিতে পারে?"

উপবিষ্ট সৈনিকগণের মধ্য হইতে দুই তিন জন সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "মহারাণি। যদি আপনার শ্রীচরণের পদধূলি পাই, তাহা হইলে ইহা আমাদের কত ক্ষণ লাগিবে?"

রাজ্ঞী হর্ষিতা হইয়া তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

কক্ষমধ্যে।

"আহা কি আশ্চর্য্য মায়া মায়ের অন্তরে।
জীবের মঙ্গল হেতু সদা বাস করে॥"

পদ্যপাঠ ২য় ভাগ।

পূর্ব্ব-গগন রক্তবর্ণে রঞ্জিত করিয়া ধীরে ধীরে কমলিনীবন্ধু উদিত হইলেন।

এমন সময় মান্দ-রাজপ্রাসাদের একটী কক্ষে একটী রমণী উপবিষ্টা। রমণীর বয়ঃক্রম চত্বারিংশ বৎসর হইবে। মুখখানি সুন্দর; নাসিকা উচ্চ; চক্ষুদ্বয় বৃহৎ; বয়সাধিক্যহেতু গণ্ডদেশের চর্ম্ম একটু কুঞ্চিত; ললাট সুন্দর এবং পরিষ্কার; শরীর ঈষৎ স্থূল। পরিধানে মূল্যবান পরিচ্ছদ। গণ্ডদেশে সুবর্ণ-চিক্, হস্তে বলয়, কঙ্কণ ইত্যাদি বহুমূল্যবান্ অলঙ্কার। পরিধানে সুবর্ণ-জড়িত সবুজ বর্ণের শাটী। কক্ষটী পরিষ্কার ও অতিশয় প্রশস্ত; শ্বেত-প্রস্তরবিনির্ম্মিত সুদৃঢ় স্তম্ভাবলীর উপর মনোহর ছাদ; এবং তাহা নানাবিধ সুবর্ণাঙ্কিত

লতা ও পৌরাণিক দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ। মার্ব্বল্‌-প্রস্তরবিনির্ম্মিত মেঝ্যা কাচখণ্ডের ন্যায় চক্‌ চক্‌ করিতেছে। কক্ষটী নানাবিধ বহুমূল্য দ্রব্যাদিতে সজ্জিত। রমণী একখানি বহুমূল্য পর্য্যঙ্কে একাকিনী উপবিষ্টা রহিয়াছেন। প্রাভাতিক সুনির্ম্মল মলয়-সমীরণ রমণীর বসনাঞ্চল লইয়া ধীরে ধীরে ক্রীড়া করিতেছে। রমণী নিস্তব্ধ হইয়া কি যেন চিন্তা করিতেছেন। দুই একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষী উড়িয়া আসিয়া গবাক্ষের উপর বসিতেছে, আবার আপন আপন জাতায় রব করিয়া উড়িয়া যাইতেছে। দেখিতে দেখিতে বেলা বাড়িতে লাগিল। রমণীর সে দিকে দৃষ্টি নাই; আপন মনে কি ভাবিতেছেন। আকাশ গভীর নীলবর্ণ; সেই সুনির্ম্মল আকাশে নানা বর্ণের পক্ষী সমূহ আপন মনে নানাবিধ কোলাহল করিতে করিতে আহারান্বেষণার্থ চতুর্দ্দিকে দলে দলে উড়িয়া যাইতেছে। প্রাভাতিক সুনির্ম্মল সমীরণ বৃক্ষগণকে ঈষৎ আন্দোলিত করিয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। বৃহৎ বৃহৎ মহীরুহগণের অগ্রভাগে সূর্য্যের ঈষৎ রক্তাভ কিরণ পতিত হইয়া শিশির-বিন্দু সমূহকে অপূর্ব্ব বর্ণে রঞ্জিত

করিতেছে। নানা বর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিহঙ্গমগণ বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের শাখায় প্রশাখায় বসিয়া সুললিত স্বরে গান করিতেছে। নদীবক্ষে সূর্য্যের কিরণ পতিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। কমলিনী স্বামি-সন্দর্শনে প্রফুল্লিতা হইয়া ধীরে ধীরে নাচিতেছে। কুমুদিনী, দুঃখে, ক্ষোভে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আপন অশ্রুজলে আপনি ভিজিতে লাগিল। তাহার এ দুঃখকাহিনী কে শুনিবে ? আপনা আপনি মনের ক্ষোভে কাঁদিতে লাগিল।

উন্মুক্ত দ্বার দিয়া ধীরে ধীরে একটী স্ত্রীমূর্ত্তি প্রবেশ করিয়া রমণীর সম্মুখে দাঁড়াইল। রমণী তাহার দিকে ফিরিলেন।

আগন্তুক স্ত্রালোক তখন রমণীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মহারাণি ! এ দাসীকে কি জন্য স্মরণ করিয়াছেন ?"

রমণী পরিচারিকাকে বলিলেন, "তুই একবার সুরপ্রভাকে ডাকিয়া আন্।"

পরিচারিকা প্রস্থান করিল। পাঠক মহাশয় ! বোধ করি, রমণী পরিচারিকার জন্য ব্যগ্র হইয়া থাকিবেন। ইনি মান্দুরাজ গম্ভীর সিংহের সহ-

ধর্ম্মিণী, নাম মহামায়া। মহামায়া পুনরায় চিন্তা-সাগরে ডুবিলেন।

কিয়ৎ কাল পরে সুরপ্রভা প্রবেশ পূর্ব্বক মহামায়ার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। মহামায়া সস্নেহ-বচনে বলিলেন, "মা সুরপ্রভা! এস।"

সুরপ্রভা পার্শ্বস্থ আসনে উপবেশন করিয়া বলিলেন, "মা। এ দাসীকে কি জন্য স্মরণ করিয়াছেন?"

মহামায়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "তোমার নিকট আমার কোন গোপনীয় কথা আছে।"

সুরপ্রভা কিছু চমৎকৃত হইয়া বলিলেন, "এ দাসী প্রস্তুত, যাহা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা হয়, আজ্ঞা করুন।"

মহামায়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "মা সুরপ্রভা! আজ কয় দিন পর্য্যন্ত হেমের এ অবস্থা দেখি কেন? দিবারাত্রি যেন কি চিন্তা করিতে থাকে; উপযুক্ত সময়ে স্নানাহার করে না; সর্ব্বদা কেবল অন্যমনস্ক। আজ কয় দিন হইতে আমি তাহার এই ভাব লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। তোমাকে ইহা জিজ্ঞাসা করিব বলিয়া ভাবিয়াছি। ইহার কারণ কি, তুমি

কিছু বলিতে পার? দিন দিন হেম যেন কালীমূর্ত্তি হইতেছে, মার আর সে সৌন্দর্য্য নাই, সে ঢল্‌ঢলে লাবণ্য নাই। আমার হেমের কোন অসুখ হইয়াছে না কি? পূর্ব্বে পূর্ব্বে সে আমার নিকট সর্ব্বদাই আসিত, কত কথা কহিত, বালিকা-সুলভ কতই আমোদ করিত, কতই হাসিত; কিন্তু আজ কয় দিন পর্য্যন্ত ত আর দেখি না। আমি না ডাকিলে আর আসেও না; আসিলেও মুখখানি যেন মলিন ও চিন্তাসমাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হয়। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে আর পূর্ব্ববৎ উত্তর দেয় না; যাহাও বা দেয়, তাহা যেন অন্যমনস্ক এবং সময় সময় অসংলগ্ন হইয়া যায়। আমার যে হেম, সর্ব্বদা হাসিয়া খেলাইয়া বাড়ীময় আমোদ করিয়া তুলিত; আমার সেই হেম এক্ষণে নির্ব্বাক্। এ হেম যেন আর সে হেম নয়। সেই সুকুমারী মূর্ত্তি, সেই মাধুরী ভাব আর নাই; সেই হেমকান্তিতে কে যেন অঙ্গার-রেখা দিয়াছে। স্বরপ্রভা! আমার মন যার-পর-নাই ব্যাকুলা হইয়াছে; আমি কোন দিনও হেমের এমন ভাব দেখি নাই। সে কি কোন বিষয়ের চিন্তা করে? তাহার কি কোন অসুখ

হইয়াছে? তুমি সর্ব্বদা তাহার সঙ্গের সঙ্গিনী, বোধ হয়, সকলই জান। আমার বড়ই চিন্তা হইয়াছে।”

এই বলিয়া মহামায়া চুপ করিলেন। সুরপ্রভা বিষম ফাঁফরে পড়িলেন; হেমাঙ্গিনীর যে কি ব্যারাম, কি চিন্তা, তাহা তাঁহার নিকট কিছুই অবিদিত নাই। হেমাঙ্গিনীর হৃদয়ে যে যুবরাজ চণ্ডের পবিত্র বীরমূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে, হেমাঙ্গিনী যে দিন রাত্রি চণ্ডের পবিত্র মুখমণ্ডল চিন্তা করেন, তাহা ত আর সুরপ্রভার জানিতে বাকী নাই; এখন কেমন করিয়া এই সমস্ত কথা জননীর নিকট ব্যক্ত করিবেন? সুরপ্রভা কি বলিবেন, কিছুই ঠিক্ করিতে পারিতেছেন না। সুরপ্রভাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া মহামায়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,

“তবে কি আমার হেমাঙ্গিনীর কোন অসুখ হইয়াছে? আমার একমাত্র অবলম্বনস্বরূপা হেমাঙ্গিনী কি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিল?”

মহামায়ার চক্ষুঃ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সুরপ্রভাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি স্থির করিয়াছেন যে, হেমাঙ্গিনীর কোন গুরুতর পীড়া জন্মিয়াছে, তাই একমাত্র নয়নানন্দ-

দায়িনী দুহিতার ব্যারামে স্নেহময়ী জননী এত দূর আকুলা হইয়াছেন। সুরপ্রভা আরও ফাঁফরে পড়িলেন; কি উত্তর দিবেন, কিছুই ভাবিয়া পাইতেছেন না। জননীর এতদূর কাতরতা দেখিয়া একবার ভাবেন যে, সমুদায় বলিয়া দেই, আবার লজ্জা আসিয়া যেন তাঁহাকে বারণ করে। মহিষী আরও অধীরা হইলেন; চক্ষুর্দ্বয় দিয়া প্রবল বেগে জলধারা পড়িতে লাগিল। আবার ভগ্নস্বরে বলিলেন, "হা পরমেশ্বর! তোমার মনে কি এই ছিল? আমাকে এক মাত্র কন্যারত্ন দিয়া কি আবার হরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? মাতঃ ভবানি! আমার হেমকে রক্ষা কর; এ দাসী চিরকাল ভক্তিভাবে তোমার চরণসেবা করিয়া আসিতেছে, কোন দিন কোন বরপ্রার্থনা করে নাই; আজ আমার হেমকে বাঁচাও; আমার প্রাণের হেমের এ অবস্থা আমি আর দেখিতে পারি না! আমার এক মাত্র কন্যা যেন আমার ক্রোড় হইতে অন্তর্হিত না হয়, তোমার চরণে এইমাত্র ভিক্ষা।"

মহামায়ার বক্ষঃস্থল অশ্রুজলে ভিজিয়া গেল। তাঁহার উজ্জ্বল লোচনযুগল দিয়া অবিরল জলধারা

পড়িতে লাগিল। মহামায়া একেবারে অধীরা হইয়া পড়িলেন।

সুরপ্রভা ধীরে ধীরে বলিলেন, "মা! আপনি অধীরা হইবেন না; হেমের কোন ব্যারাম হয় নাই। বোধ করি, সে কোন বিষয় কেবল দিন রাত্রি চিন্তা করিয়া থাকে। আপনি চিন্তা করিবেন না, হেম শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিবে।"

মহামায়া বলিলেন, "তবে আমার হেমের কোন অসুখ করে নাই? হেম দিবানিশি কি চিন্তা করিতে থাকে? তাহার কিসের অভাব? কিসের চিন্তা?"

হেমাঙ্গিনীর যে কি চিন্তা, কি ব্যারাম, তাহা পাঠক মহাশয়ের অবিদিত নাই। হেমের হৃদয়-মধ্যে যে নিদারুণ প্রেমকীট বাসা করিয়াছে, হেম যে দিবারাত্রি চণ্ডের পবিত্র নাম চিন্তা করে, তাহা সরল-স্বভাবা মহামায়া কেমন করিয়া বুঝিবেন?

সুরপ্রভা মহামায়ার এই সকল কথা শুনিয়া মনে মনে একটু হাসিলেন; কিয়ৎ ক্ষণ পরে বলি-লেন, "হেমের কিসের চিন্তা, তাহা শীঘ্রই টের পাইবেন। জ্বলন্ত অঙ্গার কি কেহ কখন লুকাইয়া

রাখিতে পারে? হেমের ব্যারাম কোন ঔষধে বা মন্ত্রে আরোগ্য হইবে না; কেহ যদি এক বার চণ্ডের পবিত্র চরিত্র হেমাঙ্গিনীর নিকট বর্ণন করে, তাহা হইলে সে অনেক আরোগ্য হইবে।"

প্রকাশ্যে বলিলেন, "মা! হেমের জন্য আপনি চিন্তা করিবেন না। হেম একটু যে চিন্তা করে, তাহাও শীঘ্র সারিয়া যাইবে; আপনার কোন ঔষধাদি ব্যবহার করাইতে হইবে না। আমরা পাঁচ সাত জন সমবয়স্কা একত্র হইয়া কথাবার্ত্তা কহিলেই অনেকটা উপশম হইবে। (ঈশ্বর না করুন,) যদি হেমের অন্য কোন অসুখ অধিক হয়, তাহা হইলে যে ঔষধ ইচ্ছা, তাহাই প্রয়োগ করিতে পারা যাইবে। আজ কাল হেমের বেশী কোন অসুখ নাই, তবে যে মৌনবতী হইয়া একটু চিন্তা করিয়া থাকে, তাহাও শীঘ্রই আরোগ্য হইবে। আপনি চিন্তিতা হইবেন না।"

মহামায়ার মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইল। সুরপ্রভাকে সম্বোধন করিয়া সস্নেহে বলিলেন, "মা! তোমার কথায় আমার মন অনেক ভাল হইয়াছে; তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক্। আমি তোমাকেও যেমন

স্নেহ করি, হেমাঙ্গিনীকেও তদ্রূপ দেখি। আমার হেমকে দেখিও।”

সুরপ্রভা বলিলেন, “মা! এ দাসীর প্রতি আপনার যথেষ্ট স্নেহ।”

এমন সময়ে এক জন পরিচারিকা প্রবেশ করিয়া মহামায়াকে বলিল, “মহারাণি! মহারাজ আপনাকে স্মরণ করিয়াছেন।”

তিনি প্রস্থান করিলেন। সুরপ্রভাও ভাবিতে ভাবিতে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

উদ্যানে।

"——চন্দ্রাননি! না কর রোদন আর
চিরদিন কার সম নাহি যায়
সুধাও হৃদয় তব——————"

সীতাহরণ নাটক।

দেখিতে দেখিতে ভগবান্ মরীচিমালী পশ্চিম গগনে হেলিয়া পড়িয়াছেন। মৃদু মন্দ মলয়ানিল ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে।

এমন সময় একটী যুবতী মান্দু-রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরস্থ উদ্যানে একাকিনী পদচারণা করিতেছেন। যুবতীর অনিন্দ্য মুখকমল যেন কালিমা-প্রাপ্ত হইয়াছে। আকর্ণবিশ্রান্ত সুপ্রশস্ত লোচন-যুগলে আর পূর্ব্ববৎ বিলোল-কটাক্ষ নাই; তাহা যেন নিষ্প্রভ এবং ঈষৎ রক্তবর্ণ। বিম্বফলবিনিন্দিত ওষ্ঠদ্বয়ের আর পূর্ব্বশ্রী নাই, তাহা যেন পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছে। হাসি যেন সেই ওষ্ঠদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া কোথায় পলায়ন করিয়াছে। গণ্ডদেশ আজ

পাণ্ডু বর্ণ ধারণ করিয়াছে। যুবতী ধীরে ধীরে সেই উদ্যানমধ্যে পদচারণা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ কাল পরে বলিলেন, "যাহার মনে সুখ নাই, এই ত্রিজগতে সে ব্যক্তি কোথায়ও সুখী হইতে পারে না। অট্টালিকা, বহুমূল্য বন, যাহাই কেন হউক না, অসুখী ব্যক্তিকে কিছুতেই সুখী করিতে পারে না। মনে ভাবিয়াছিলাম যে, বাগানে গেলে বুঝি সুস্থা হইতে পারিব ; কিন্তু কই, এখানে যেন যাতনা আরও দ্বিগুণ বলিয়া বোধ হইতেছে। কেন তাঁহাকে দেখিলাম ? দেখিলাম ত কেন তাঁহাকে পাইলাম না ? আহা ! কি সুন্দর কমনীয় বীরমূর্ত্তি দেখিয়াছি ! সেই সুন্দর জ্যোতির্ম্ময় মুখমণ্ডলের কেমন সাম্য ভাব ! এ দাসী কি কোন দিনও তাঁহার চরণ-পূজা করিতে পারিবে ? জগদীশ্বর কি আমার ভাগ্যে ইহা লিখিয়াছেন ? কেন তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া আসিলাম ? কেন তখন তাঁহার পদসেবিকা দাসী হইলাম না ? এই পৃথিবীতে আর আমার কিছুতেই ইচ্ছা নাই ; ধন,জন,সুখ,স্বচ্ছন্দ অনায়াসে উপেক্ষা করিতে পারি। এমন কি প্রাণ পর্য্যন্তও ত্যাগ করিতে পারি, যদি এক বার তাঁহাকে

দেখিতে পাই, যদি এক বার তাঁহার মধুমাখা কণ্ঠস্বর শুনিতে পাই। জানি না, কি ক্ষণে তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলাম; যত বার তাঁহার মুখখানি দেখিয়াছি, তত বারই যেন আরও দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছে; সেই অবধি যেন আমার মন প্রাণকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে।"

যুবতী নিস্তব্ধ হইলেন; তাঁহার আয়ত লোচন হইতে দুই এক ফোঁটা অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া বক্ষঃস্থলে পড়িল। পাঠক মহাশয়! বোধ করি, হেমাঙ্গিনীকে চিনিতেপারিয়াছেন। হেমাঙ্গিনী ধীরে ধীরে আসিয়া একটী শিলাতলে উপবেশন করিলেন। কিয়ৎ কাল পরে একটী সূর্য্যমুখী পুষ্পের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেন, "সূর্য্যমুখি! এই জগতে যদি কেহ দাম্পত্যসুখে সুখী থাকে, তাহা হইলে তুমি তাহা-দিগের মধ্যে এক জন। ধন্য তোমার প্রণয়! ধন্য তোমার পতিভক্তি! কেমন একদৃষ্টে স্বামি-মুখ পানে চাহিয়া আছ! রমণীকুলে তুমিই ধন্যা! তুমিই সাধ্বী! তুমিই প্রকৃতা প্রণয়িনী! হায়! আমিও কি কোন দিন এই প্রকারে স্বামি-মুখ প্রাণ ভরিয়া দেখিতে পাইব? আমার এমন সুখের দিন কবে আসিবে?"

"অতি শীঘ্রই আসিবে" বলিয়া একটী যুবতী একটী বৃক্ষের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া হেমের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। হেমাঙ্গিনী প্রথমে এই উত্তর শুনিয়া ঈষৎ ভীতা হইয়াছিলেন, পরক্ষণেই সুরপ্রভাকে চিনিতে পারিলেন।

সুরপ্রভা বলিলেন, "তোমার শুভ দিন অতি শী-ঘ্রই উপস্থিত হইবে।"

হেমাঙ্গিনী নীরব। সুরপ্রভা ধীরে ধীরে আ-সিয়া হেমাঙ্গিনীর পার্শ্বে উপবেশন করিয়া হেমা ঙ্গিনীর মুখখানি উঠাইলেন; দেখিলেন, যেন হেমের সুন্দর মুখমণ্ডল হিমানীসিক্ত পদ্মিনীবৎ অশ্রুবিন্দুতে টল্ টল্ করিতেছে। সুরপ্রভা হেমের চিবুকখানি উঠাইয়া বলিলেন, "ছি, বোন্! কাঁদি-তেছ কেন?"

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, "ভগিনি! কাঁদিবার জন্যই ত আমার জন্ম হইয়াছে; আমি না কাঁদিলে জগতে আর কে কাঁদিবে? আমার ন্যায় দুরদৃষ্ট আর কার?"

হেমাঙ্গিনী কাঁদিতে লাগিলেন। সুরপ্রভারও অপাঙ্গ হইতে দুই এক বিন্দু অশ্রু পতিত হইল;

সাদরে বলিলেন, "সখি! বল দেখি, এই প্রকার করিয়া কাঁদিলে তোমার শরীর আর কয় দিন থাকিবে? দেখ দেখি, তোমার সোণার অঙ্গে কিরূপ কালিমা-রেখা হইয়াছে। ছি! এ প্রকার অধৈর্য্য হইও না; তুমি ত নির্ব্বোধ নহ; কাঁদিলে ত তোমার নিজের শরীরের অনিষ্ট বই আর কোন উপায় হইবে না।"

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, "ভগিনি! আমার বাঁচিয়া ফল কি? যদি তাঁহার পবিত্র পাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করিতে না পারি, তাহা হইলে এই পৃথিবীতে আর আমার বাঁচিয়া ফল কি? যদি তাঁহাকে না পাই, তাহা হইলে তাঁহাব সেই পবিত্র নাম ধ্যান করিতে করিতে এই পাপ-পৃথিবী ত্যাগ করিব। এত দিন কেবল তাঁহারই পবিত্র নাম জপ করিয়া বাঁচিয়া আছি।"

হেমাঙ্গিনী নিস্তব্ধ হইলেন। সুরপ্রভা বুঝিলেন যে, হেমের অন্তরে প্রণয়বীজ দৃঢ়রূপে রোপিত হইয়াছে। চণ্ডের পবিত্র মূর্ত্তি যে, হেমের অন্তঃকরণে গভীর প্রস্তর-রেখাবৎ অঙ্কিত হইয়াছে, সুরপ্রভা, তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন।

কিয়ৎ কাল পরে বলিলেন, "সখি! তুমি চিন্তিতা হইও না, অতি শীঘ্রই তোমার আশা পূর্ণ হইবে। আমি তোমার মনের ভাব সকলই অবগত হইয়াছি। তোমার এই কাতরাবস্থা দেখিয়া, বল দেখি, আমি কি কখন সুস্থা থাকিতে পারি? তোমার মলিন মুখখানি দেখিলে আমার বুক যেন বিদীর্ণ হইয়া যায়।"

হেমাঙ্গিনী উত্তর করিলেন, "সখি! তুমি আমার সুখে সুখী, আমার দুঃখে দুঃখী, তাহা আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারি। আমার দুঃখের কথা তুমি না শুনিলে, তোমার নিকট না কাঁদিলে, আর কাহার নিকট শুনাইব বা কাঁদিব বল দেখি?"

সুরপ্রভা বলিলেন, "ভগিনি! সখি! তুমি ত নিতান্ত নির্ব্বোধ নহ; উন্মাদিনীর ন্যায় দিবানিশি চিন্তা করিলে, লোকে তোমাকে কি বলিবে? মহারাজা এবং মহারাণী যার-পর-নাই ব্যস্ত হইয়াছেন। তুমিই তাঁহাদের একমাত্র নয়নের মণি; তাঁহারা তোমার মুখখানি মলিন দেখিতে পাইলে, বল দেখি, তাঁহাদের মনে কত কষ্ট হয়? তাই বলি, ভগিনি! তুমি আর ওরূপ চুপ করিয়া থাকিও না,

পূর্ব্বে যে প্রকার হাসিতে, খেলিতে, এখনও তাই কর।”

হেমাঙ্গিনী ধীরে ধীরে বলিলেন,“তুমি যাহা যাহা বলিলে, তাহা আমি সকলই বুঝি; একবার ভাবি, আর কেন পরের চিন্তা করিয়া মরিব, কেন পরের ভাবনা ভাবিব? কিন্তু সখি! বুঝিয়াও বুঝি না, কেন যে, তাহা বলিতে পারি না। যখন এক স্থানে বসিয়া থাকি, তখনই মনোমধ্যে সেই চিন্তা উঠে; চক্ষু বুজিলেই তাহার সেই সম্মোহন মূর্ত্তি নয়নমধ্যে প্রতিফলিত হইতে থাকে; একাকিনী এক স্থানে বসিলে, যেন তাহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাই; কেহ আসিলে, যেন ভাবি যে, তিনিই বুঝি দাসীর দুঃখ দূর করিতে আসিতেছেন। পিতা মাতা যে, আমার মলিন মুখ দেখিলে বিলক্ষণ কষ্ট পান, তাহা বুঝিতে পারি, কিন্তু সখি! পিতা মাতাকে দুঃখ দিবার জন্যই, বোধ করি, পরমেশ্বর এই হতভাগিনীকে সৃজন করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত কোন ক্ষুদ্র কারণেও পিতামাতা, আমা দ্বারা অসুখী হন নাই; কিন্তু বিধাতা বুঝি তাঁহাদিগকে অসুখী করিলেন। সখি! আমার ন্যায় হতভাগিনী

যে স্থানে থাকে, সেই স্থানের লোক কেনই বা অসুখী না হইবে?”

হেমাঙ্গিনীর পদ্মপলাশসদৃশ লোচনযুগল হইতে মুক্তাসদৃশ অশ্রুবিন্দু সকল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

সুরপ্রভা সাদরে হেমের চিবুকখানি ধরিয়া বসনাঞ্চলে মুছাইয়া দিতে লাগিলেন।

হেমাঙ্গিনী ধীরে ধীরে বলিলেন, “ভগ্নি! কেন আমার চক্ষু মুছাইতেছ? এ হতভাগিনীর চক্ষু ত কেবল কাঁদিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে।”

সুরপ্রভার চক্ষেও জল আসিল; তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, “ভগ্নি হেম! কাঁদিও না, তোমার চক্ষে জল দেখিলে আমার মনে যার-পর-নাই কষ্ট হয়।”

এই বলিয়া আবার হেমের চক্ষু মুছাইয়া দিলেন।

কিয়ৎ কাল পরে হেমাঙ্গিনী বলিলেন, “এত ক্ষণ কোথায় ছিলে? আমার দুঃখের সময় তোমাকে দেখিলে আমি সুস্থ বোধ করি; অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোথায় ছিলে?”

সুরপ্রভা বলিলেন, “মা! আমাকে ডাকিয়াছিলেন। তোমার এই প্রকার ভাব দেখিয়া তিনি

যার-পর-নাই অস্থিরা হইয়াছেন, আজ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি আমাকে তোমার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন; তুমি যে সর্ব্বদা—দিবারাত্রি চিন্তা করিয়া শরীর কালী করিয়াছ, তাহা দেখিয়া, তিনি যার-পর-নাই অস্থিরা হইয়াছেন। তিনি আমার নিকট কত কাঁদিলেন; বলিলেন, 'তুমি সর্ব্বদা হেমের নিকট থাক, আমার মন যার-পর-নাই ব্যাকুল হইয়াছে, হেমের কি হইয়াছে, শীঘ্র বল?' "

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, "তুমি তাঁহার নিকট কি উত্তর দিয়াছ?"

সুরপ্রভা বলিলেন, "তুমি যাঁহাকে চিন্তা কর, তাহা তাঁহার নিকট গোপন করিয়াছি।"

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, "তবে তাঁহার নিকট কি বলিয়াছ?"

সুরপ্রভা বলিলেন, "তোমার কোন সামান্য অসুখ হইয়াছে, এই মাত্র বলিয়াছি।"

হেম নিস্তব্ধ হইলেন। সুরপ্রভা বলিলেন, "কি সখি! চুপ করিয়া রহিলে কেন?"

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, "সুরপ্রভা! আমি কি বলিব, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

সুরপ্রভা বলিলেন, "সখি। আমি একটা ভাবিয়াছি, তুমি একটু স্থানান্তরে চল. বলিব।"

উভয়ে প্রস্থান করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

প্রাসাদে।

"——Do you wish to know why I am
So pale?——you can ask
It; I shall tell you——"

SHAKESPERE, *Hamlet.*

দেখিতে দেখিতে ভগবান্ চন্দ্রমা বিশাল গগনে বিলীন হইলেন। তারকা সকল ধীরে ধীরে স্বামীর অনুগামিনী হইতে লাগিল। চকোর, স্বীয় প্রভুর প্রস্থানে যার-পর-নাই ক্ষুব্ধ হইয়া অতি নিভৃত বৃক্ষের কোটরে পলায়ন করিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। পেচকের কণ্ঠ আর থাকে না; এখনও বৃক্ষের শাখার উপর বসিয়া স্বীয় বীভৎস-রবে প্রাভাতিক নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে লাগিল। বিশাল আকাশের দুই এক স্থানে মেঘ স্তরে স্তরে রহিয়াছে; কোথাও দুই একখানা মেঘ বাতাসের সঙ্গে ধীরে ধীরে ছুটিতেছে। চতুর্দ্দিকে ঈষত্তরল ধূমরাশি দৃষ্টিগোচর হইতেছে। সরোবরস্থিত সরোরুহগণ স্বামি-সন্দর্শন-লালসায়

ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। ভ্রমরগণ গুন্ গুন্ স্বরে এক পুষ্প হইতে অন্য পুষ্পে উড়িয়া মধু আহরণে প্রবৃত্ত হইল। বালার্ককিরণরঞ্জিত বৃক্ষের শাখায় প্রশাখায় নানাবিধ বর্ণের ক্ষুদ্র বিহঙ্গমগণ পুষ্পের মধুপানে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের সঞ্চলনে বৃক্ষের অগ্রভাগ হইতে মুক্তার ন্যায় শিশিরবিন্দুসমূহ নবশ্যামল দুর্ব্বাদলের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে লাগিল। প্রাভাতিক সুনির্ম্মল মৃদু পবনে ঈষদান্দোলিতা তরঙ্গিণী, তটে প্রতিহত হইয়া, মৃদু-মন্দ-কলনিনাদে সাগরাভিমুখে ধাবিতা হইতেছে। মৎস্যাশী নানা বর্ণের সুন্দর বিহঙ্গমগণ, নদীপুলিনে, সরসীতটে আহারন্বেষণে ধীরে ধীরে বেড়াইতেছে। শিশির-সিক্ত নব-তৃণদল-লোভে গাভীগণ মাঠে চরিতেছে; কোথাও কোন বৎস মাতৃস্তনপান করিতেছে; কোন বৎস খেলা করিতেছে; কোন বৎস, ঊর্দ্ধপুচ্ছ করিয়া ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। কৃষক-গণ জমি চাস করিতেছে; কেহ বা তামাকুদেবীর সেবা করিতেছে; কেহ বা গরুকে মনুষ্যের অব্যক্ত কুৎসিত গালাগালি দিতেছে; কেহ বা অন্যের সহিত জমি লইয়া তর্ক করিতেছে, গালাগালি দিতেছে,

হাতাহাতি করিতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষকসন্তানগণ খেলা করিতেছে, দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, গায় মাটী মাখিতেছে, পুষ্করিণীতে সন্তরণ দিতেছে, চেঁচাইতেছে, একে অন্যের গায়ে জল দিতেছে।

এমন সময়ে চিতোর-রাজপ্রাসাদের একটী দ্বিতল কক্ষে কয়েক জন লোক বসিয়া যেন কি কথোপকথন করিতেছে। পাঠক মহাশয়! বোধ করি, ইহাদিগকে চিনিতে পারিয়াছেন। যুবরাজ চণ্ড ও তাঁহার সামন্তগণ অনেকক্ষণ বসিয়া যেন কি পরামর্শ করিতেছেন। চণ্ডের সুবিমল মুখকান্তি গম্ভীর ও চিন্তা-ভারাক্রান্ত। তাঁহার সহাস্য আননে কে যেন বিষাদমসি মাখাইয়া দিয়াছে; উজ্জ্বল বিস্ফারিত লোচনযুগলে আর পূর্ব্ববৎ শ্রী নাই, তাহা আজ নিষ্প্রভ। সকলের মুখমণ্ডলেই ঘোরতর বিষণ্নতা বিরাজমান। কিয়ৎ কাল এই প্রকারে গত হইল। অনেকক্ষণ পরে সামন্তশিরোমণি দয়াল সিংহ যুবরাজের মুখ পানে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন,

"যুবরাজ! এ দাস এই দ্বিপঞ্চাশৎ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। স্বর্গীয় মহারাণার পবিত্র অন্ন প্রত্যেক শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত। মহা-

রাণার স্বর্গারোহণের পর হইতেই যুবরাজের মুখ পানে চাহিয়া আছি; আপনার শ্রীচরণ ভিন্ন এ দাস কিছুই জানে না, আর বোধ হয়, জানিবেও না। দাসকে যাহা আজ্ঞা করিবেন, প্রাণ দিয়াও তাহা পালন করিতে কুণ্ঠিত হইব না।"

দয়াল সিংহ নিস্তব্ধ হইলেন। তাঁহার গুম্ফ-শ্মশ্রু-বিভূষিত মুখমণ্ডলে পবিত্র রাজভক্তি যেন জ্বলিতেছিল।

চণ্ড ধীরে ধীরে বলিলেন, "সামন্তচূড়ামণি! আপনি যাহার সহায়, সে কেন বিপদে ভীত হইবে? কিন্তু সামন্তশ্রেষ্ঠ! আমার যে এখন কি কর্ত্তব্য এবং কি করিব, তাহাও ত আমি সমুদয়ই আপনার নিকট বলিয়াছি?"

দয়াল সিংহ বলিলেন, "যুবরাজ! এ দাস আপনার শ্রীচরণে উপস্থিত আছে, যখন যাহা বলিবেন, এ দাস তখনই তাহা সম্পন্ন করিবে। আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সমুদয়ই সত্য; আমি এত দিন তাহা বুঝিতে পারি নাই; এত ক্ষণে সমুদয় বুঝিতে পারিয়াছি। যুবরাজের জন্য স্বীয় প্রাণ পর্য্যন্তও বিনিময়ে ত্রুটী করিব না। দাসের একটী নিবেদন আছে,

যদি অনুমতি করেন, তবে শ্রীচরণে ব্যক্ত করিতে পারি।"

যুবরাজ ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, "অত বিনয়ের আবশ্যক কি? সমুদয়ই ব্যক্ত করিতে পারেন। আপনার সমস্ত কথাই আমি আগ্রহের সহিত শুনিব।"

সর্দ্দারপতি বলিলেন, "যুবরাজ! আপনার বিষণ্ণ বদন আর কত দিন দেখিব? যখনই আপনার মুখখানি দেখি, তখনই হৃদয়মধ্যে যে কি এক অনির্ব্বচনীয় কষ্ট অনুভব করি, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। যুবরাজ! আর আপনার মলিন-মূর্ত্তি দেখিতে পারি না।"

বৃদ্ধের চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল। চণ্ড ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "সকলই ভগবানের ইচ্ছা। আমরা সকলেই তাঁহার খেলার পুতুল স্বরূপ। তাঁহার সদিচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হইবে।"

বলিয়া একটী গভীর মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। কক্ষটী আবার নিস্তব্ধ হইল। সকলেরই মুখমণ্ডল বিষণ্ণ। এক জন দ্বারবান প্রবেশ করিয়া প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মান হইল।

যুবরাজ বলিলেন, "কিজন্য আসিয়াছ?"

দ্বারবান আবার প্রণাম করিয়া করপুটে নিবেদন করিল, "যুবরাজের জয় হউক। এক জন লোক আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিয়াছে। সে যুবরাজের সমীপেই আসিতেছিল, সম্প্রতি দ্বারদেশে অবস্থান করিতেছে। যুবরাজের আজ্ঞা হইলে তাঁহাকে চরণসমীপে আনয়ন করিতে পারি।"

যুবরাজ চণ্ড বলিলেন, "সে কে? কোথা হইতে আসিয়াছে?"

দ্বারবান বলিল, "এই সমুদয় প্রশ্ন তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কিন্তু সে আমাদের নিকট কোন পরিচয় দিল না; গলদেশে যজ্ঞোপবীত দেখিলাম, বোধ করি, ব্রাহ্মণ হইবেক।"

চণ্ড কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "কোথা হইতে কি জন্য আসিয়াছে, তাহা বলিল না? আচ্ছা, লইয়া আইস।"

দ্বারবান্ অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল।

কিয়ৎ কাল পরে দ্বারবান এক জন অপরিচিত লোকের সহিত প্রবেশ পূর্ব্বক বলিল, "যুবরাজ! ইনি সেই ব্যক্তি।"

বলিয়া চণ্ডকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল। আগন্তুক ব্যক্তির বয়স পঞ্চাশৎ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। শরীর স্থূল ও বর্ণ উজ্জ্বল; আয়তন দীর্ঘ; অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিও দৃঢ় বলিয়া বোধ হইতেছে। মস্তকে অতি দীর্ঘ জটাভার, পরিধানে গৈরিক বসন, গলদেশে রুদ্রাক্ষের মালা শোভা পাইতেছে। ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক; মুখখানি শান্তি-পরিপূর্ণ।

আগন্তুক প্রবেশ পূর্ব্বক বলিলেন, "যুবরাজ চণ্ডের জয় হউক।"

চণ্ড সসম্মানে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া উৎকৃষ্ট পালঙ্কে বসিতে বলিলেন। কিন্তু তপস্বী, কোন আসনে না বসিয়া, নিজ কক্ষদেশ হইতে একখানি কৃষ্ণাজিন বাহির করিয়া তাহা বিস্তার পূর্ব্বক উপবেশন করিলেন। চণ্ড অনিমিষ-লোচনে সন্ন্যাসীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। যোগীর সেই তেজঃপূর্ণ শরীর, হাস্যমাখা মুখমণ্ডল এবং বিস্তারিত নেত্রদ্বয় ও প্রশান্ত অবয়ব দেখিয়া চণ্ডের অন্তঃকরণে একরূপ অপরূপ ভক্তির উদয় হইল।

তিনি সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়!

আপনার শ্রীচরণস্পর্শে আজ চিতোরপুরী পবিত্র হইল। যদি আপনার শ্রম দূর হইয়া থাকে, তাহা হইলে মহাশয়ের আগমন-অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিবার আজ্ঞা হয়।”

উদাসীন উত্তর করিলেন, “যুবরাজ! আপনার মধুর আলাপনে পরম পরিতুষ্ট হইলাম। আশীর্ব্বাদ করি, আপনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া মাতৃভূমির মুখোজ্জ্বল করুন।”

যুবরাজ চণ্ড বলিলেন, “প্রভো! কি মানসে পদার্পণ করিয়াছেন? আজ্ঞা করুন, এ দাস প্রাণপণে আপনার অনুজ্ঞা প্রতিপালন করিবে।”

পরিব্রাজক একটু নিস্তব্ধ থাকিয়া পুনরায় বলিলেন, “আমার দোষ লইবেন না, আপনার সহিত আমার কোন গোপনীয় কথা আছে, তাহা সকলের সম্মুখে বক্তব্য নহে।”

সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া দয়াল সিংহ প্রভৃতি অন্যান্য সর্দ্দারগণ প্রস্থান করিলেন। কক্ষমধ্যে কেবল যোগী ও যুবরাজ রহিলেন। দয়াল সিংহ প্রভৃতি প্রস্থান করিলে পর যুবরাজ চণ্ড জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয়ের আগমন-অভিপ্রায় বর্ণন করুন,

সাধ্যায়ত্ত হইলে, এ দাস আপনার আজ্ঞা প্রতিপালনে কখনই পরাঙ্মুখ হইবে না।"

উদাসীন কিয়ৎ কাল মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; শেষে ধীরে ধীরে বলিলেন, "যুবরাজ! দেবতা ও ব্রাহ্মণে আপনার যে প্রকার অচলা ভক্তি দেখিতেছি, তাহাতে আজ আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। আপনি রাজপুতকুলের চূড়া, মহারাজ বাপ্পারাওলের বংশধর; আশীর্ব্বাদ করি, দীর্ঘজীবী হইয়া আজীবন ধর্ম্মোপার্জ্জন করুন। আমি বহু দূর হইতে আপনার নিকট আগমন করিয়াছি, যদি আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার মনোবাসনা পূর্ণ করেন, তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হই। আপনি ব্যতীত আর আমার অভিলাষ জানাইবার দ্বিতীয় লোক নাই; যুবরাজ! এখন যদি আপনি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন,তাহা হইলেই পরিশ্রম সফল জ্ঞান করি; আপনি ব্যতীত আমার ইচ্ছা আর কেহ সফল করিতে পারিবে না। এখন যদি বলিতে অনুমতি করেন, তাহা হইলে নিবেদন করি।"

চণ্ড উত্তর করিলেন, "দেবতা ব্রাহ্মণের কার্য্য

করা, হিন্দু ক্ষত্রিয়ের একমাত্র পালনীয় ধর্ম্ম ; আপনি স্বচ্ছন্দে বলুন, প্রাণ দিয়াও আপনার কার্য্য করিব।"

যোগী আর কোন কথা না বলিয়া একখানি পত্র যুবরাজের হস্তে দিলেন এবং বলিলেন, "আগামী কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর দিন প্রাতঃকালে এই পত্রখানি খুলিবেন, নতুবা ঘোর অনর্থ ঘটিবে ; এক্ষণে আমি চলিলাম।"

এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

কিরণবালা।

"প্রেম! প্রীতি! ভালবাসা! প্রণয়! প্রণয়!
এ মানবভূমি তব বাসভূমি নয়।
রবিতপ্ত শিলা'পরে, কুসুম কেমন ক'রে
থাকিবে সরস, হায়! শুকাইয়া রয়;
এ মানবভূমি তব বাসভূমি নয়।"

অবসর-সরোজিনী।

রজনী দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। সুনীল নভোমণ্ডলে হীরকখণ্ডের ন্যায় বহুসংখ্যক নক্ষত্রমালা জ্বলিতেছে। নৈশ বায়ু রহিয়া রহিয়া প্রবাহিত হইতেছে। দুইএকটী নিশাচর পক্ষী রজনীর গভীর তমোরাশি ভেদ করিয়া ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়াইতেছে ও আপন আপন কর্কশস্বরে শান্তিময়ী গভীর নিশীথিনীর গভীর শান্তি ভঙ্গ করিতেছে। দূরে শৃগালবৃন্দের উচ্চ কোলাহল শুনিয়া গ্রাম্য কুকুরগণ চীৎকার করিতেছে। মধ্যে মধ্যে প্রহরিগণের উচ্চকণ্ঠ নৈশ সমীরণের সহিত মিলিত হইয়া অনন্ত শূন্যে মিশিয়া যাইতেছে। সমস্ত প্রকৃতি নিস্তব্ধ;

এই পৃথিবীতে যে মনুষ্য আছে, তাহা বোধ হয় না। কেবল ঝিল্লীগণ আপন আপন স্বরে মনের সুখে রব করিতেছে।

পাঠক মহাশয়! ঐ যে দ্বিতল অট্টালিকার গবাক্ষ ভেদ করিয়া তীক্ষ্ণ আলোকরাশি বাহির হইতেছে, চলুন, আমরা একবার দেখিয়া আসি। অতিধীর-পাদ-বিক্ষেপে আসিবেন, গৃহস্বামী যেন টের না পায়। অট্টালিকার এক মাইল দূরে পর্ব্বত-শ্রেণী রহিয়াছে। দূর হইতে সেই অট্টালিকাশ্রেণী রজনীর তমোরাশিতে স্থির নিবিড় কাদম্বিনীর ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতেছে। কক্ষটী মহামূল্য সামগ্রীতে উৎকৃষ্টরূপে সজ্জিত; বিচিত্র-কারু-কার্য্য-খচিত পরিষ্কৃত গালিচায় গৃহের মেঝ্যাটী মোড়া। শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত সুদৃঢ় স্তম্ভাবলির উপর স্বর্ণ-রৌপ্য-খচিত বিচিত্র ছাদ; অত্যুজ্জ্বল আলোকরাশিতে উহা বিদ্যুতের ন্যায় ঝক্ ঝক্ করিতেছে। কক্ষের এক পার্শ্বে রৌপ্যাধারে মহাসৌগন্ধযুক্ত তৈলরাশিতে দীপশিখা জ্বলিতেছে। কক্ষের মধ্যস্থলে বিচিত্র কিংখাপে মোড়া মহামূল্য পর্য্যঙ্কোপরি এক রমণীমূর্ত্তি আসীনা। রমণীর বয়স বিংশ বর্ষ হইবে। অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে

তাঁহার সুকুমার-মূর্ত্তি গঠিত। বর্ষাকালের বারিরাশির ন্যায়, যৌবনের ষোল কলায় তাঁহার সমস্ত শরীর পরিপূর্ণ। অতিদীর্ঘ নিবিড়-কৃষ্ণ কেশদাম বেণী-বদ্ধ রহিয়াছে। ললাটোপরি এক খণ্ড শুভ্র হীরক সেই অত্যুজ্জ্বল আলোকরাশিতে জ্বলিতেছে। যুবতীর বিমল উদার মুখমণ্ডলে পবিত্রতা এবং সরলতা ক্রীড়া করিতেছিল। শরীর নাতিস্থূল, নাতিকৃশ। বঙ্কিম ভ্রূযুগল চিন্তাসমাচ্ছন্ন বোধ হইতেছে; উন্নত বক্ষঃ-স্থলে হীরকাদি-বহুরত্ন-জড়িত অত্যুজ্জ্বল কণ্ঠমালা শোভা পাইতেছে। কক্ষটী সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। রমণীর সুকুমার মুখমণ্ডল ঘোরতর চিন্তায় পরিপূর্ণ। বিশাল বিস্ফারিত উজ্জ্বল নীল বৃহৎ চক্ষুর্দ্বয় ঈষৎ রক্তবর্ণ।

রমণী একাকিনী নীরবে বসিয়া আছেন। সম্মুখে একখানি চিত্রপট রহিয়াছে। রমণী মধ্যে মধ্যে এক এক বার সেই চিত্রপটের দিকে নয়ন নিক্ষেপ করিতেছেন। তাঁহার চক্ষু হইতে দুইএক ফোঁটা উষ্ণ বারি বিগলিত হইয়া নিবিড়-কৃষ্ণ কেশদামে মিশিয়া যাইল।

কিয়ৎ কাল পরে রমণী এক বার গাত্রোত্থান করিয়া গবাক্ষের নিকট যাইয়া দাঁড়াইলেন; ধীরে ধীরে

গবাক্ষ-দ্বার উন্মোচন করিয়া নীল আকাশের পানে চাহিলেন; দেখিলেন যে,নীলবর্ণ আকাশে বহুসংখ্যক নক্ষত্র জ্বলিতেছে; নৈশ বায়ু মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছে। রমণী এক বার নিকটবর্ত্তী শৈলমালার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন; বহু ক্ষণ পর্য্যন্ত সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিয়ৎ কাল পরে একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। সুশীতল নৈশ সমীরণ রমণীর ললাট স্পর্শ করিল। রমণী শিহরিয়া উঠিলেন; ধীরে ধীরে গবাক্ষ বন্ধ করিলেন; বহু ক্ষণ নিঃশব্দে প্রকোষ্ঠমধ্যে ধীর-পদ-বিক্ষেপে পদসঞ্চালন করিতে লাগিলেন। আবার আসিয়া পর্য্যঙ্কোপরি উপবেশন করিলেন; আবার চিত্রখানি হস্তে লইলেন; একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। প্রকোষ্ঠমধ্যে যেন কাহার ছায়া পতিত হইল। দেখিতে দেখিতে কে যেন উন্মুক্ত কপাট দিয়া ধীরে ধীরে সেই প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিয়া রমণীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। রমণীর সে দিকে দৃষ্টি নাই। একদৃষ্টে আলেখ্যের দিকে চাহিয়া আছেন। আগন্তুক স্থিরদৃষ্টিতে বহু ক্ষণ রমণীর মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কিয়ৎকাল পরে রমণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কি লো কিরণ! একদৃষ্টে কি দেখিতেছ?"

রমণীর চমক ভাঙিল; সুরক্তিম বিম্বৌষ্ঠে হাস্য-রেখা দেখা দিল।

সাদরে আগন্তুককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সখি! নীরদবালা! কত ক্ষণ আসিয়াছ?"

আগন্তুক রমণীর বয়ঃক্রম অষ্টাদশ কি ঊনবিংশ বৎসর হইবেক। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ; অপূর্ব্ব মুখশ্রী; উজ্জ্বল বৃহৎ নীল চক্ষুর্দ্বয়; উন্নত নাসিকা; তাম্বুল-রাগরক্ত ওষ্ঠাধর ঈষৎ বিভিন্ন; গ্রীবাদেশ ঈষৎ উন্নত। সুরঞ্জিত মূল্যবান্ শাটীতে তন্বঙ্গীর সুন্দর শরীর আবৃত; অতি নিবিড় দীর্ঘ কেশদাম কবরী-বদ্ধ।

রমণী ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "সখি! অনেক ক্ষণ আসিয়াছি। অনেক ক্ষণ দাঁড়াইয়া তোমাকে দেখিয়াছি। অনিমিষ-লোচনে কি দেখিতেছ?"

কিরণ বলিলেন, "সখি! অনেক ক্ষণ দাঁড়াইয়াছ? বস।"

নীরদবালা কিরণের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন,

এবং কিরণের সুগোল কঙ্কণময় সুকোমল হস্তখানি স্বীয় প্রকোষ্ঠমধ্যে আনিয়া কিরণের মুখখানির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সখি! অনিমিষ-চক্ষে কাহার ছবি দেখিতেছ?"

কিরণবালার মুখশ্রী গম্ভীর হইল। গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "সখি! দেখ, দেখিবার জিনিষই বটে।"

এই বলিয়া চিত্রখানি নীরদবালার হস্তে দিলেন। কিরণের মুখশ্রী আরও গম্ভীর হইল; নীরদবালা একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে বলিলেন, "সখি! কেমন দেখিলে?"

নীরদবালা বলিলেন, "অতি সুন্দর অনিন্দ্য বীর-মূর্ত্তি। সখি! এ কোন্ বীরপুরুষের প্রতিমূর্ত্তি?"

কিরণবালা পুনরায় গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কেন? তুমি কি ইহাকে কখন দেখ নাই?"

নীরদবালা চমৎকৃত হইয়া বলিলেন, "আমি ইহাকে কোথায় দেখিব? সখি! বল, ইনি কে? শুনিতে আমার বড়ই লালসা জন্মিয়াছে।"

কিরণবালা কিয়ৎ কাল নিস্তব্ধ হইয়া পুনরায় গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ইনি চিতোরের মহারাণা লাক্ষের জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ চণ্ড। মহারাজ বাপ্পা-

রাওলের পবিত্র বংশ ব্যতীত কোন্ বংশে এরূপ বীরপুরুষ জন্মিয়া থাকে?"

এই বলিয়া অতি ধীরে একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

নীরদবালা বলিলেন, "সখি! এই অমূল্য রত্ন কোথায় পাইলে?"

কিরণবালা বলিলেন, "আজ এক জন চিত্রবিক্রেত্রী অনেক বীরপুরুষের চিত্র বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল; তাহার নিকট হইতে অনেক চিত্র ক্রয় করিয়া রাখিয়াছি।"

এই বলিয়া কতকগুলি চিত্র নীরদের সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। নীরদবালা একে একে সমুদায় চিত্রগুলি দেখিতে লাগিলেন।

কিয়ৎ কাল পরে একখানি চিত্রপট হস্তে লইয়া বলিলেন, "সখি! এই যে বালকমণ্ডলী সমভিব্যাহারে গোপালগণ সহিত ধনুর্ব্বাণহস্তে নিবিড় কাননমধ্যে বিচরণ করিতেছেন, ইনি কে? ইহাঁর সুরম্য দেবমূর্ত্তি, অনিন্দ্য মুখমণ্ডল,উজ্জ্বল বিস্ফারিত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোচনদ্বয় দেখিয়া, ইহাঁকে কোন মহা-

পুরুষ বলিয়া বোধ হইতেছে। সখি! এ কাহার প্রতিমূর্ত্তি?”

কিরণবালা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, “যাঁহার পিতা মহারাজ শিলাদিত্য গুপ্ত-হত্যা হইলে, যিনি পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে একাকী—অসহায় বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছেন, এবং যিনি স্বকীয় অসীম তপোবলে ভগবতী বিশ্বমাতাকে সন্তুষ্ট করিয়া খড়্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং যিনি কেবলমাত্র কয়েক জন ভীল বীর সহায় করিয়া, স্বীয় প্রচণ্ড অসুর-বলে শত্রু-কর-কবল হইতে মাতৃভূমি উদ্ধার করিয়া স্বয়ং রাজা হইয়াছেন, ইনি সেই প্রাতঃস্মরণীয় বীরকুলকেশরী মহারাজ বাপ্পারাওল। তুমি এখন যে বীরমূর্ত্তি দেখিতেছ, ইহা তাঁহার বাল্যকালের প্রতিমূর্ত্তি। যখন তিনি মহর্ষি হারীতের শিষ্য ছিলেন—যে মহর্ষি বাপ্পার সদ্ব্যবহারে এবং দেবভক্তিতে তাঁহাকে শিষ্য করিয়াছিলেন, এবং যিনি তাঁহাকে নানাবিধ অস্ত্র, শস্ত্র অভ্যাস করাইতেন—যখন তিনি কেবল ধনুর্ব্বাণ হস্তে করিয়া ভীল বালকগণ ও গোপালগণসমভিব্যাহারে মৃগশিকার করিয়া বেড়াইতেন, ইহা সেই সময়ের প্রতি-

মূর্ত্তি। সখি! দেখিয়াছ, কেমন বীরমূর্ত্তি, কেমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোচনযুগল, কেমন উন্নতবপু, কেমন সুরম্য গঠন। কেমন দেবমূর্ত্তি; দেখিলেই মনে ভক্তি, ভয় ও ভালবাসার উদয় হয়।"

নীরদবালা বলিলেন, "হাঁ, সখি! তুমি যাহা বলিয়াছ, সমুদায়ই সত্য; এই মূর্ত্তি দেখিলে হৃদয়ে সত্যই ভয়, ভক্তি ও ভালবাসার উদ্রেক হয়।"

নীরদবালা আর একখানি চিত্রপট হস্তে লইয়া বলিলেন, "এই যে শত সহস্র সৈন্যমণ্ডলীর অগ্র-ভাগে প্রচণ্ড রণতুরঙ্গারোহণে অপূর্ব্ব রণ-সজ্জায় বিভূষিত অকাল-জলদোদয়স্বরূপ অশ্বারোহিদ্বয় বিপক্ষশ্রেণী ভেদ করিতে অগ্রসর হইতেছেন, ইহাঁরা কে? ইহাঁদের তেজঃপূর্ণ সুদীর্ঘ অবয়ব. সুবিশাল বিস্ফারিত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোচনযুগল ও অনিন্দ্য বীরমূর্ত্তি দেখিলে ইহাঁদিগকে কোন মহা-পুরুষ বলিয়া বোধ হয়। সখি! ইহাঁরা কে?"

কিরণবালা গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "যে বীরপুরুষ-দ্বয় দুরাত্মা ম্লেচ্ছগণের করাল কবল হইতে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ রক্ষা করিবার নিমিত্ত এবং দুরাত্মা যবন-দিগের হস্ত হইতে হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করিবার নিমিত্ত

পুণ্যসলিলা দৃশদ্বতীতটে বীরত্বের জ্বলন্ত কীর্ত্তি-স্তম্ভ রাখিয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাঁরা সেই হিন্দুকুল-গৌরব-রবি মহারাজাধিরাজ দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ এবং চিতোরাধিপতি মহারাণা সমরসিংহ। সখি! তুমি এখন যে প্রতিমূর্ত্তি দেখিতেছ, ইহা তাঁহাদের যুদ্ধসময়ের প্রতিমূর্ত্তি। যখন পামর যবনগণ দিল্লী আক্রমণ করে, তখন মহারাজাধিরাজ পৃথ্বীরাজ ও মহারাণা সমরসিংহ যবনদিগের গতিরোধ করিতে অগ্রসর হন। চাহিয়া দেখ, কৃষ্ণবর্ণ মেঘরাশির ন্যায় স্তরে স্তরে সৈন্যগণ উল্লাসের সহিত যবনদিগকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেছে; মহারাজ পৃথ্বীরাজ ও মহারাণা সমরসিংহ সৈন্যগণকে উৎসাহ-বাক্যে আরও উৎসাহিত করিতেছেন।

কিরণবালা নিস্তব্ধ হইলেন।

নীরদবালা আবার বলিলেন, "সখি! ইহাঁদের মধ্যে কে পৃথ্বীরাজ ও কে সমরসিংহ?"

কিরণবালা বলিলেন, "যিনি প্রচণ্ড শ্বেত তুরঙ্গমে ও মণি-খচিত বিচিত্র বর্ম্মে বিভূষিত, যাঁহার প্রশস্ত ললাটদেশে হীরকখণ্ড জ্বলিতেছে,এবং যাঁহার

সুদীর্ঘ পরম রমণীয় বপু, তিনিই মহারাজাধিরাজ চৌহান-সূর্য্য পৃথ্বীরাজ। আর যিনি পৃথ্বীরাজের দক্ষিণ পার্শ্বে পরম রমণীয় সিন্ধুদেশীয় রক্ত-বর্ণ অশ্বে আরোহণ করিয়া আছেন এবং যাঁহার সমস্ত অঙ্গে স্বর্ণনির্ম্মিত বিচিত্র কবচ রবি-কিরণে বিদ্যুতের ন্যায় ঝলসিতেছে এবং যাঁহার বাম-পার্শ্বে হীরকাদি মহার্ঘ-রত্নবিনির্ম্মিত কোষে অসি-লতা দুলিতেছে এবং যাঁহার শিরস্ত্রাণে হীরকখণ্ড ধক্‌ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে এবং যাঁহার মুখমণ্ডলে পবিত্র দেবভাব, শান্তি অথচ বীরত্ব ক্রীড়া করি-তেছে, তিনি হিন্দুকুল-চূড়ামণি মহারাণা সমর-সিংহ।"

কিরণ নিস্তব্ধ হইলেন।

নীরদবালা আর একখানি চিত্র-পট হস্তে লইয়া দেখিতে লাগিলেন।

কিয়ৎ কাল পরে আবার বলিতে লাগিলেন, "সখি! এই যে শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত বিচিত্র কারু-কার্য্যখচিত সুরঞ্জিত হর্ম্ম্যের মধ্যে এক জন বীরপুরুষ গণ্ডে হস্ত দিয়া চিন্তায় নিবিষ্ট, ইনি কে? ইহাঁর বীরত্বব্যঞ্জক সুদীর্ঘ অবয়ব উদার মুখমণ্ডল এবং

জ্যোতির্ম্ময় কান্তি দেখিলে ইহাঁকে কোন সদ্‌ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়।”

কিরণবালা বলিলেন, “যখন যবন-কুলাঙ্গার পাপাত্মা সম্রাট্‌ আলাউদ্দিন মহারাণা ভীমসিংহের মহিষী সুন্দরী পদ্মিনীর রূপ দর্শন করিয়া স্বীয় পাপ-লালসা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত মিবারভূমি আক্রমণ করে, এবং যখন তাহার ভীম আক্রমণ প্রতিহত করিবার নিমিত্ত মহারাণা ভীমসিংহ, চিতোরের সেনাপতি বীরশ্রেষ্ঠ গোরা এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বীরবালক বাদল অকৃত্রিম বীরত্ব দেখাইয়া ইহ-লোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক অমরধামে গমন করিয়া-ছিলেন এবং যখন অসংখ্য বিপদে পতিত হইয়া কিরূপে যবনদিগের করাল কবল হইতে বীরপ্রস-বিনী মিবারভূমি রক্ষা করিবার চিন্তায় নিবিষ্ট ছিলেন, ইনি সেই মহারাণা লক্ষ্মণসিংহ। যখন মহারাণার বীর পুত্রগণ স্বদেশের গৌরব-রক্ষার্থ জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন এবং যখন কি উপায়ে দুর্দ্ধর্ষ যবনগণের করাল কবল হইতে চিতোরকে রক্ষা করিবেন ভাবিতেছিলেন, এই সেই সময়ের প্রতিমূর্ত্তি।”

নীরদবালা উৎসুক হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুদ্ধের শেষে কি হইল?"

কিরণবালার অপূর্ব্ব সুন্দর মুখমণ্ডল আরও গম্ভীর ভাব ধারণ করিল; তিনি ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "সেই ভীষণ যুদ্ধ কে বর্ণনা করিতে পারে? মিবারভূমির যাবতীয় বীরগণ স্বদেশপ্রিয়তার অকৃত্রিম জ্বলন্ত উদাহরণ রাখিয়া প্রভাতকালীন নক্ষত্রের ন্যায় ধরাশয়ন অবলম্বন করিতে লাগিলেন। মুসলমানগণের সৈন্যসংখ্যা রাজপুত সৈন্য অপেক্ষা প্রায় চতুর্গুণ অধিক; সেই বিশাল অনীকিনীর সঙ্গে ক্ষুদ্র রাজপুত চমূর সম্মুখযুদ্ধ কতক্ষণ সম্ভবে? তথাপি রাজপুতগণ সিংহবীর্য্য প্রকাশ করিয়া বীরত্বের জ্বলন্ত কীর্ত্তিস্তম্ভ রাখিয়া অমরধামে গমন করিতে লাগিলেন। মহারাণা লক্ষ্মণসিংহ স্বপক্ষীয় সেনানাশে 'হর হর' নাদে মেদিনী কম্পিত করিয়া, সমরাঙ্গনে ধাবিত হইলেন। মুসলমানগণ তাঁহার সেই ভীম আক্রমণে যার-পর-নাই বিপর্য্যস্ত হইল। কিন্তু তথাপি এত অল্পসংখ্যক সৈন্যের, সমুদ্র-তুল্য বিশাল মুসলমান সৈন্যের সঙ্গে সম্মুখ-যুদ্ধ কত ক্ষণ সম্ভবে? অচিরে সেই রাজপুত

সৈন্য জলবুদ্‌বুদ্‌বৎ বিলীন হইয়া গেল। মহারাণা লক্ষ্মণসিংহ বীর্য্য প্রকাশ করিয়া সদলে নিপতিত হইলেন। চিতোরস্থ প্রায় যাবতীয় রাজপুত মহারাণার সঙ্গে সঙ্গে সেই ভীষণ রণক্ষেত্রে জীবন উৎসর্গ করিলেন। এ দিকে চিতোরস্থ যাবতীয় রাজপুত-সীমন্তিনী প্রজ্বলিত হুতাশনে আত্মসমর্পণ করিয়া, স্বামী পুত্রের অনুগামিনী হইতে লাগিলেন। তখনকার ভীষণ দৃশ্য কে বর্ণনা করিবে? আজিও রাজপুত চারণগণের মুখে সেই ভীষণ গীত-ধ্বনি পর্ব্বতে পর্ব্বতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে!"

এই বলিয়া কিরণবালা নিস্তব্ধ হইলেন।

নীরদবালা আর একখানি চিত্রপট হস্তে লইয়া দেখিতে লাগিলেন। কিয়ৎ কাল পরে আবার বলিতে লাগিলেন, "সখি! এই যে প্রচণ্ড শ্বেতবর্ণ রণতুরঙ্গারোহণে একাকী অসংখ্য বিপক্ষ-সৈন্য ভেদ করিয়া ক্রুদ্ধ কেশরীর ন্যায় ভীমবেগে অগ্রসর হইতেছেন, ইনি কে? ইহাঁর বীরত্বব্যঞ্জক উদার মুখকান্তি দেখিলে ইহাঁকে অনিন্দ্য বীরপুরুষ বলিয়া বোধ হয়। ইহাঁর উজ্জ্বল বিস্ফারিত

বিশাল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোচনযুগল হইতে যেন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে।”

কিরণবালা বলিতে লাগিলেন, “যখন যবনকুল-গ্লানি, দুর্দ্দান্ত আলাউদ্দিনের ভীষণ আক্রমণে স্বর্ণ-প্রসবিনী মিবারভূমি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তখন পিতৃ-পিণ্ড বাঁচাইবার নিমিত্ত মহারাণা লক্ষ্মণ-সিংহের জ্যেষ্ঠ তনয় যুবরাজ অজয় সিংহ কৈলবারায় প্রস্থান করিয়াছিলেন। মহারাণার মৃত্যুর পর তাঁহার বংশধর ক্ষত্রিয়কুলপ্রদীপ মহারাণা হাম্বির * জন্ম-গ্রহণ করেন। চিতোর তখন যবনপদসেবক মাল-দেবের হস্তে ছিল। তখন মহারাণা হাম্বির ভীম পরাক্রমে অসংখ্য বিপক্ষশ্রেণী পরাজয় করিয়া চিতোর অধিকার করেন; এই সেই সময়ের প্রতিমূর্ত্তি। তৎকালে সমগ্র রাজস্থানে তাঁহার ন্যায় সাহসী বীরপুরুষ এবং প্রেমিক আর কেহই ছিল না। শত্রুর প্রতি অসীম ক্ষমা,আশ্রিতের প্রতি অনুগ্রহ,দুঃখীদিগের প্রতি দয়া, এই সকল সদ্গুণে

* মৎপ্রণীত চিতোর-উদ্ধার পাঠ করিলে মহারাণা হাম্বিরের বিষয় সম্যক্ জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

রাজস্থানের অন্যান্য রাজগণের মধ্যে তিনিই সর্ব্ব-প্রধান ছিলেন।”

এই বলিয়া কিরণবালা নিস্তব্ধ হইলেন!

নীরদবালা পুনর্বায় আরও একখানি চিত্রপট হস্তে লইয়া বলিলেন, “এই শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত অতি বিস্তীর্ণ সভামণ্ডপ স্বর্ণনির্ম্মিত মণিময় সিংহাসনে মণিমুক্তাহীরকাদি নানাপ্রকার মহার্ঘ-রত্নে বিভূষিত হইয়া বসিয়াছেন, ইনি কে? ইহাঁর সুদীর্ঘ অবয়ব, উজ্জ্বল চক্ষুর্দ্বয়, বিশাল বক্ষঃস্থল দেখিলে ইহাঁকে কোন মহদ্‌বংশসম্ভূত বলিয়া বোধ হয়। সখি! ইনি কে, বলিতে পার?”

কিরণবালা উত্তর করিলেন, “যিনি বৃদ্ধ বয়সে যবনদিগের করাল কবল হইতে পুণ্যভূমি গয়াধাম উদ্ধার করিবার জন্য সিংহবীর্য্য প্রকাশ করিয়া সেই পুণ্যভূমিরক্ষার্থ জীবন বিসর্জ্জন করিয়া দেব-ভক্তির অকৃত্রিম জ্বলন্ত উদাহরণ রাখিয়া পাপ-পৃথিবী ত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে গমন করিয়াছিলেন, ইনি সেই মহারাণা হামিরের পৌত্র এবং মহারাণা ক্ষেত্র সিংহের পুত্র মহারাণা লাক্ষ।”

নীরদবালা আর একখানি চিত্রপট হস্তে লইয়া

বলিলেন, "এই যে অপূর্ব্ব সুসজ্জিত কক্ষমধ্যে বিচিত্র পর্য্যঙ্কোপরি মণিমুক্তা-খচিত অত্যুত্তম বীর-পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন, ইনি কে? ইঁহার অত্যুজ্জ্বল বর্ণ, সমুন্নত নাসিকা, বিশাল বক্ষঃ, প্রশস্ত ললাট, উজ্জ্বল বিস্ফারিত আকর্ণবিশ্রান্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোচনযুগল এবং অপূর্ব্ব কান্তি দেখিলে ইঁহাকে কোন শাপ-ভ্রষ্ট মহাপুরুষ বলিয়া বোধ হয়। সখি! ইনি কে?"

কিরণ অকস্মাৎ ঈষৎ চমকিয়া উঠিলেন; শেষে গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন, "যিনি পিতৃসত্য-রক্ষা হেতু আপন বিশাল সাম্রাজ্যভার স্বীয় কনিষ্ঠের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন, ইনি সেই ক্ষত্রিয়-চূড়ামণি ধর্ম্মাত্মা যুবরাজ চণ্ড।"

"সখি! আমি ত ইতি-পূর্ব্বে তোমাকে ইঁহার পরিচয় দিয়াছি।" এই বলিয়া একটী গম্ভীর মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। পদ্মপলাশ-সদৃশ বৃহৎ ভ্রমরকৃষ্ণ চক্ষুর অপাঙ্গে দুই এক ফোঁটা অশ্রুবিন্দু দেখা দিল; কিরণ ধীরে ধীরে স্বীয় বসনাঞ্চল দ্বারা চক্ষু মুছিয়া ফেলিলেন।

নীরদবালা কিরণের দীর্ঘ-নিশ্বাস শুনিতে

পাইয়া বলিলেন, "কেন—কেন সখি! এই মর্ম্ম-ভেদী দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিলে?"

কিরণবালা বলিলেন, "না, সখি! কই? কিছুইত নয়।" আবার একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

নীরদবালা আবার বলিলেন, "কেন সখি। আমার সহিত প্রবঞ্চনা করিতেছ? এই ত আবার আর একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলে?"

কিরণ কিছুই বলিলেন না, চুপ করিয়া রহিলেন।

নীরদবালা সহজে ছাড়িবার লোক নহেন; আবার বলিলেন, "সখি! এই প্রায় চারি পাঁচখানি চিত্রপট দেখিলাম, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন বীর-পুরুষের নাম উচ্চারণ করিতে ত তুমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলে না; যুবরাজ চণ্ডের নাম উচ্চারণে কেন এ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলে?"

নীরদবালার ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ হাস্যরেখা দেখা দিল।

কিরণবালা বলিলেন, "যুবরাজ চণ্ডের প্রতি তুমি এত সদয় কেন? তাঁহাকে বিবাহ করিবে না কি?"

নীরদবালা হাসিয়া বলিলেন, "আমি, না তুমি? এই কয়েকখানা চিত্রপট রাখিয়া যখন তুমি এত-

ক্ষণ ধরিয়া অনিমিষনেত্রে যুবরাজ চণ্ডের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়াছ ও এখনও দেখিতেছ, ইহাতে তুমি তাঁহার প্রতি সদয়, না আমি সদয় ? সখি ! চিন্তা করিও না, অতি সত্বরই তোমার মনোমোহন তোমার নিকটে আসিবেন।"

কিরণবালার অনিন্দ্য-মুখকান্তি গম্ভীর ভাব ধারণ করিল ; তিনি নিস্তব্ধ হইলেন।

নীরদবালা আবার একটু সুমধুর হাসিয়া কিরণের চিবুকখানি ধরিয়া বলিলেন, "কেন সখি ! চুপ করিলে কেন ?"

কিরণবালা ধীরে ধীরে বলিলেন, "এই হতভাগিনীর অদৃষ্টে কি এমন সুখোদয় কোন দিন হইবে ?"

নীরদবালা বুঝিলেন যে, চণ্ডের মোহন-মূর্ত্তি কিরণের হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়াছে, কুসুমে কীট প্রবেশ করিয়াছে।

নীরদ বলিলেন, "সখি ! ভাবিও না, যাঁহাকে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিয়াছ, অবশ্যই তিনি তোমার হইবেন, অবশ্যই তিনি তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিবেন।"

কিরণ আবার ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমার আশা আকাশকুসুমের ন্যায়; এই হতভাগিনীকে কি তিনি শ্রীচরণের দাসী করিবেন? আমার অদৃষ্টাকাশ কি কোন দিন নির্ম্মল প্রেমালোকে আলোকিত হইবে?"

কিরণবালার ইন্দীবর-বিনিন্দিত সুনীল চক্ষু দিয়া দরবিগলিতধারে জল পড়িতে লাগিল। নীরদবালা স্বীয় বসনাঞ্চল দিয়া কিরণের চক্ষু মুছাইয়া দিয়া সাদরে কিরণের চিবুকখানি ধরিয়া বলিলেন,

"সখি! কাঁদিও না। তোমার চক্ষুতে জল দেখিলে আমার বুক যেন ফাটিয়া যায়।"

কিরণবালা মৃদুগম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন, "না সখি! আর কাঁদিব না; যে ক্ষণে (শুভক্ষণেই হউক আর কুক্ষণেই হউক) তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, তখন তিনি আমার হৃদয়ের একমাত্র উপাস্য দেবতা। এ জীবনে এ হৃদয়ে আর কেহ স্থান পাইবে না; আজীবন তাঁহারই চরণ ধ্যান করিব। এই হতভাগিনীকে তিনি তাঁহার চরণপ্রান্তে স্থান দিন আর নাই দিন, আমি চিরকালই

তাঁহার দাসী হইয়া থাকিব। জীবনের শেষ-বায়ু যখন বহির্গত হইবে, তখনও এ দাসী তাঁহার শ্রীচরণ ধ্যান করিতে করিতে হাস্যমুখে জগৎ ত্যাগ করিবে। এ দাসী চিরকালই তাঁহার মঙ্গলচিন্তা করিবে; তাঁহার কষ্ট দেখিলে এ দাসী প্রাণ পর্য্যন্তও পণ করিয়া তাহার প্রতিবিধান করিতে চেষ্টা করিবে। সখি! আজ মনের আবেগ-বশতঃ অনেকগুলি কথা বলিলাম। না জানি, হয় ত তুমি ইহাতে কিছু মনে করিতে পার। আর তোমার নিকট না জানাইলে আর কাহার নিকট জানাইব? তুমি বই আর আমার দুঃখের কথা কে শুনিবে? কে আমার দুঃখে দুঃখী হইবে? তুমি না কাঁদিলে আমার জন্য কে কাঁদিবে? তাই সখি! মন খুলিয়া হৃদয়ের সংগুপ্ত কথা সকল আজ তোমার নিকট বলিলাম; এ জীবনে এ কথা আর কাহারও নিকট বলিব না। কিন্তু সখি! তুমি আমার সহোদরার ন্যায়; তোমার নিকট কোন কথাই আমি কখন গোপন করি নাই এবং করিবও না।"

কিরণবালার উজ্জ্বল নয়ন আরও উজ্জ্বল হইল; তীক্ষ্ণ আলোকরাশি কিরণের উজ্জ্বল ললাটে পতিত হইয়া আরও উজ্জ্বল হইল।

নীরদবালা সেই মহামহিমাময়ী মোহিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; তন্বঙ্গীর অত্যুজ্জ্বল অবয়ব আ-কর্ণ-বিস্ফারিত লোচনযুগল দেখিয়া বিস্মিত হই-লেন।

এমন সময়ে এক জন পরিচারিকা প্রবেশ পূ-র্ব্বক বলিল, "জননী আপনাকে স্মরণ করিয়াছেন।"

কিরণবালা বলিলেন, "তিনি কোথায়?"

পরিচারিকা উত্তর করিল, "তিনি শয়ন-কক্ষে।" এই বলিয়া প্রস্থান করিল।

কিরণবালা আসন হইতে ধীরে ধীরে গাত্রো-খান করিয়া বলিলেন, "সখি! মাতা কি জন্য ডাকিয়াছেন, শুনিয়া আসি।"

অনন্তর উভয়ে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

পাঠক মহাশয়! ঐ যে সুরঞ্জিত কক্ষের মধ্যে এক জন প্রৌঢ় চিন্তায় নিমগ্ন আছেন, চলুন, আমরা এক বার সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করি। কক্ষটী পরিষ্কৃত, দীর্ঘায়তন। তন্মধ্যে সুসজ্জিত সুপট্টোপরি এক জন পুরুষ উপবিষ্ট; তাঁহার বয়স প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর হইবে। শ্বেতবর্ণ ঘন গুম্ফশ্মশ্রুতে ওষ্ঠাধর চিবুক আবৃত। মুখমণ্ডল গম্ভীর, প্রশান্ত অথচ বীরত্বব্যঞ্জক; শরীর

দীর্ঘ, উন্নত ও বলিষ্ঠ; অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি দৃঢ়; ঈষৎ শ্যামকান্তি। পরিধানে মূল্যবান্ পরিচ্ছদ; মস্তকে উষ্ণীষ, কটিবন্ধে তরবারি। পাঠক মহাশয়! ইহাঁকে কি চিনিতে পারিয়াছেন? ইনি আমাদের পূর্ব্বপরিচিত সর্দ্দারচূড়ামণি দয়াল সিংহ। তাঁহার বদনমণ্ডল ঘোর-চিন্তাভারাক্রান্ত, ললাট ঈষৎ কুঞ্চিত, চক্ষুর্দ্বয় ঈষৎ রক্তবর্ণ। সম্মুখে একটী স্ত্রীলোক উপবিষ্টা; তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় চত্বারিংশ বৎসর হইবেক। বর্ণ গৌর; দেহায়তন উন্নত ও ঈষৎ স্থূল, মুখমণ্ডল সরলতায় পরিপূর্ণ।

রমণী বলিলেন, "আপনার কথা শুনিয়া আমার শরীর কাঁপিতেছে; তার পর?"

দয়াল সিংহ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "দুরাত্মাগণ যে প্রকার ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে কি হয় বলা যায় না, যুবরাজ এ সমুদায় টের পাইয়াছেন; আমরা পামরদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত কত বুঝাইলাম; তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন, 'আপনারা কেন ব্যস্ত হইতেছেন? অধর্ম্মের কুত্রাপি জয় নাই, আজ হউক কাল হউক পামরগণ নিশ্চয়ই ইহার উপযুক্ত ফলভোগ করিবে?' এখন যে, কি

করিব, ভাবিয়া পাইতেছি না। আজীবন মহারাণা লাক্ষের অন্নে প্রতিপালিত, আজ কোন্ চক্ষুতে তাঁহার উত্তরাধিকারীর বিপদ্ দেখিব? সময় সময় ইচ্ছা হয় যে, দুর্বৃত্ত রণমল্লের পাপ-মস্তক ধূলায় লুণ্ঠিত করি; কিন্তু কি করিব, যুবরাজ চণ্ডের নিষেধ, নচেৎ এত দিন তাহার পাপ-নাম পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইত।"

বীরবর দয়াল সিংহের মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইল, নয়ন উজ্জ্বল হইল, হস্তদ্বয় দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হইল।

এমন সময়ে কিরণবালা সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "মা! আমাকে কি জন্য স্মরণ করিয়াছেন?"

জননী আহ্লাদের সহিত বলিলেন, "এস মা! এস।"

দয়াল সিংহ কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া বসিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। নীরদ ও কিরণ উভয়ে একত্রে ভিন্ন ভিন্ন আসনে উপবেশন করিলেন।

দয়াল সিংহ পুনরায় গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কিরণ! তুমি বালিকা হইলেও তোমার বালোচিত বুদ্ধি নয়, তাই তোমাকে বলিতেছি। তুমি

জান যে, কেবল চিতোরের রাণাগণের প্রসাদে আমাদের এই অপার ঐশ্বর্য্য ; আজ সেই চিতো-রের রাজসিংহাসনের উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর ভীষণ বিপদ! জানি না, ইহাতে যে কি বিষময় ফল ফলিয়া উঠিবে। আমাদের প্রাণ, ধন, ঐশ্বর্য্য যখন চিতোর হইতে, তখন সেই চিতোর-রাজসিংহাসনের বিপদ দেখিয়া কি আমাদের নিশ্চেষ্ট থাকা কর্ত্তব্য? তাই বলিতেছি যে, ত্বরায় অতি ভয়াবহ বিপদ উপস্থিত হইবে। জানি না যে, ইহাতে আমাদের অদৃষ্টে কি আছে। যুবরাজ যে প্রকার শান্ত এবং ধর্ম্ম-পরায়ণ, তাহাতে যে সহজে সে দুরাত্মাগণ দমন হইবে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না।”

কিরণবালা ধীরে ধীরে বিনম্র-বচনে উত্তর করিলেন, ‘বাবা! অমি ত আনুপূর্ব্বিক কিছুই অবগত নহি, অনুগ্রহ করিয়া সমুদায় বিবৃত করিয়া দাসীর কৌতূহল-নিবৃত্তি করুন।”

দয়াল সিংহ তখন রণমল্ল ও চণ্ড-সম্পর্কীয় সমস্ত কথা ভাঙিয়া বলিলেন; পিতৃসত্য-রক্ষা হেতু রাজ্যত্যাগ, কনিষ্ঠ মুকুলের রাজসিংহাসনা-রোহণ, পামর রণমল্লের চিতোরে আগমন, তাহার

ষড়যন্ত্র এবং বাপীতটবর্ত্তী সুর্য্যসিংহকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পাঠান, একে একে সমুদায়ই ভাঙিয়া বলিলেন; আরও বলিলেন, "পামর রণমল্ল রাজ্ঞীকে যে প্রকার বশীভূত করিয়াছে, তাহাতে, যে, পামর কাহার সর্ব্বনাশ ঘটায়, তাহার ঠিক নাই; রণমল্ল যাহাই বলিবে, যাহাই করিবে, রাজ্ঞী তাহাতে কিছুই দ্বিরুক্তি করিবেন না। আরও বিশেষ যুবরাজ যদি চিতোর রাজ্য পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে যে কি সর্ব্বনাশ ঘটিবে, তাহা এক বার স্মৃতিপথে আনিতে গেলেও হৃৎপিণ্ড কাঁপিয়া উঠে।"

দয়াল সিংহ নিস্তব্ধ হইলেন; তাঁহার উজ্জ্বল লোচন আরও উজ্জ্বল হইল; ললাট ঈষৎ কুঞ্চিত হইল। যুবরাজ চণ্ডের বিপদের কথা শুনিয়া, এক বলিবে কেন—কিরণেরও সমস্ত অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। বক্ষঃস্থল দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। অপাঙ্গে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। মনে মনে ভাবিলেন, "তবে কি তাহার পরও কোন বিপদ ঘটিয়াছে? পরমেশ্বর! দাসীর হৃদয়ের একমাত্র উপাস্য দেবতাকে সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা করিও। ধর্ম্মের যেন চিরকাল জয় হয়।"

দয়াল সিংহ আবার বলিলেন, "আবার শুনিলাম যে, সেই দিন রণমল্ল রাজ্ঞীর সহিত অতি নিভৃত স্থানে বসিয়া কি পরামর্শ করিয়াছে; হয় ত আবার কি সর্ব্বনাশ ঘটাইবে; শুনিয়া অবধি মন বড় উচাটন হইয়াছে। আর একটী কথা, যদি যুবরাজ চিতোর ত্যাগ করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তাঁহার অনুগমন করিব; অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহাই হইবে। যদি জগদীশ্বর পৃথিবীতে থাকেন, তাহা হইলে ধর্ম্মের অবশ্যই জয় হইবেক। অবশ্যই অধর্ম্মাচারী পামরগণ সমূলে নির্ম্মূল হইবে—তাহাদের পঙ্কিল নাম পৃথিবীতে মিশিয়া যাইবে।"

দয়াল সিংহ নিস্তব্ধ হইলেন।

কিরণবালা ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় মনে মনে বলিলেন, "জগদীশ্বর সহায় হও, তরুণ-বয়সে অসংখ্য বিপদ মাথায় করিয়া হৃদয়েশ্বরের কার্য্যে চলিলাম, দাসীকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিও; তুমি ব্যতীত আমার কোন ভরসা নাই।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

বিজনে।

"দ্বিতীয় প্রহর নিশি, নীরব অবনী
নিবিড় জলদাবৃত গগনমণ্ডল।
বিদ'রি আকাশতল যেন দুষ্ট ফণী
খেলিতেছে থেকে থেকে বিজলী চঞ্চল॥"

পলাশীর যুদ্ধ।

অদ্য কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্দ্দশী। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। আকাশ ঘোরতর নিবিড় ঘনঘটায় আবৃত। মানবমনের ক্ষণস্থায়ী আশার ন্যায় বিদ্যুৎ চমকিতেছে। পরমুহূর্ত্তে ভীমরবে দিগন্ত কাঁপাইয়া মেঘ গর্জ্জিতেছে। অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে। নৈশ সমীরণ শনৈঃ শনৈঃ প্রবাহিত হইতেছে। দূরে শৃগালগণের উচ্চ কোলাহল রজনীর ভীষণ উচ্ছ্বসিত বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছে। নিশাচর পক্ষিগণের কর্কশ স্বর আর শুনা যাইতেছে না; কেবল দুই একটী পেচকের গভীর কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছে। দুই একটী

নিশাচর পক্ষীর পাখার শব্দ শুনা যাইতেছে; এতদ্ভিন্ন আর সমুদায় নিস্তব্ধ।

এমন সময় এক জন অশ্বারোহী অর্ব্বলী পর্ব্বত-মালার মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন। যুবকের বয়স প্রায় পঞ্চবিংশ বর্ষ হইবে। অত্যুজ্জ্বল কান্তি; অপরূপ মুখশ্রী; দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বিশাল বিস্ফারিত লোচনদ্বয়। সমস্ত অঙ্গে অত্যুজ্জ্বল সুবর্ণ-বর্ম্ম; মস্তকে হীরকাদি মহার্ঘ-রত্ন-নির্ম্মিত শিরস্ত্রাণ; পৃষ্ঠদেশে বাণপূর্ণ নিষঙ্গ; বামপার্শ্বে সুবর্ণকোষে দীর্ঘ অসিলতা লম্বিত; দক্ষিণপার্শ্বে দীর্ঘ শাণিত বর্শা; কটিদেশে প্রবাল-মণ্ডিত শাণিত ছুরিকা; বামস্কন্ধে অতি দীর্ঘ বিশাল কার্ম্মুক। এই ভয়ঙ্কর সময়ে অশ্বারোহী যুবক কোথায় যাইতেছেন? যুবক অতি সাবধানের সহিত অশ্ব চালাইতেছেন। মস্তকোপরি নিবিড় নীরদ-মালা, ভীষণ মেঘগর্জ্জন, ভীম ঝঞ্ঝাবায়ু; কিছুতেই তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই; আপন গন্তব্য পথে ধীরে ধীরে চলিতেছেন। দুই একটা শৃগাল এই অস-ম্ভাবিক বিজন স্থানে মনুষ্যের আগমন দেখিয়া ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছে। দুই একটী নিশা-চর পক্ষীও ভীত হইয়া বীভৎস-রবে চীৎকার করি-

তেছে; এক বৃক্ষের শাখা হইতে অন্য বৃক্ষে গমন করিতেছে। এক বার বিদ্যুৎ চকিল; যুবক অনতিদূরে একটী ক্ষীণা নির্ঝরিণী দেখিতে পাইলেন; ধীরে ধীরে স্বীয় অশ্ব তত্তীরাভিমুখে চালিত করিলেন। দেখিতে দেখিতে তিনি সেই নির্ঝরিণীতটে উপনীত হইলেন। আবার বিদ্যুৎ চকিল; যুবক অমনি অশ্বকে কি ইঙ্গিত করিলেন। সুশিক্ষিত অশ্ব এক লম্ফে তটীণীর অপর পারে যাইল। যুবক আবার চলিতে লাগিলেন; এ বার তিনি অতি নিবিড় দুর্গম শৈলমালা-পরিবেষ্টিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহীরুহগণ-পরিপূর্ণ ভয়ঙ্কর স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন। তথাকার অন্ধকার এত দূর দুর্ভেদ্য যে,যুবক নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিও দেখিতে পাইতেছেন না। এখন কোন্ দিকে যাইবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। সম্মুখেও যে প্রকার অন্ধকার, পশ্চাতেও সেইরূপ। যুবক কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া স্বীয় অশ্বরজ্জু সংযত করিলেন; অশ্ব নিশ্চল হইয়া দণ্ডায়মান হইল। যুবক মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "এ কি শত্রুর কোন গুপ্তচর, ছল করিয়া আমাকে বিপদে পাতিত করিতেছে? তাহার যে প্রকার আচার ব্যবহার

ও পত্র দেখিলাম, তাহাতে শত্রু বলিয়া কখনও সন্দেহ হয় না। 'আপনার মঙ্গল বই অমঙ্গল নাই' ইহারই বা অর্থ কি? "আগামী কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর দিন আর্ব্বলি পর্ব্বত শিখরস্থ গুহায় যাইবেন, সেই খানে সাক্ষাৎ হইবে, ইহারইবা তাৎপর্য্য কি? না এ ব্যক্তি ভগবতীর প্রসন্নতা লাভ করিবার নিমিত্ত আমার উষ্ণ শোণিতে তাঁহার ভীষণ খর্পর পূর্ণ করিবে।"

এই সমস্ত চিন্তা মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার মনোমধ্যে উত্থিত হইল। কোষস্থিত অসি উন্মুক্ত করিয়া বলিলেন, "এই অসি থাকিতে আমার কি ভয়? এই অসির সাহায্যে ভয় কাহাকে বলে, তাহা আমি জানি না। একজন হউক, দশজন হউক, আমি ভীত নই। যখন এই ভীষণ রাত্রিতে দুর্যোগ সহ্য পূর্ব্বক অতি পরিশ্রম করিয়া এতদূর পর্য্যন্ত আসিয়াছি, তখন অবশ্যই অগ্রসর হইব।"

যুবরাজ ধীরে ধীরে সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আবার বিদ্যুল্লতা চমকিল। আকাশ বিদীর্ণ করিয়া পরমুহূর্ত্তেই অনতিদূরে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া ভয়ঙ্কর নিনাদে বজ্র পতিত হইল। বজ্রাগ্নিতে শুষ্ক বৃক্ষসকল জ্বলিতে লাগিল। যুবক

অকস্মাৎ চমকিয়া উঠিলেন; তাঁহার হৃদয় দুর দুর করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। সেই বজ্রাগ্নি-জ্বলিত আলোক রাশিতে বিজন বনস্থলী অতি ভীষণ ভাব ধারণ করিল। নির-সিক্ত পত্র রাশির উপর সেই ভীষণ আলোরাশি পড়িয়া অতি ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করিল। নীড় ত্যাগ করিয়া পক্ষিগণ নানাবিধ কোলাহল করিতে করিতে ইতস্তত ধাবমান হইতে লাগিল। নৈশ বায়ু আবার ভীষণ বেগে প্রবাহিত হইল। অশ্বারোহী ধীরে ধীরে আবার অগ্রসর হইতে লাগিলেন, সেই ক্ষীণ ভীষণা লোকে ধীরে ধীরে পর্ব্বতের শিখর দেশে উঠিতে লাগিলেন। লতা, গুল্ম, বৃক্ষের কাণ্ড প্রভৃতি ধরিয়া অতি সাবধানে উঠিতে লাগিলেন; পথ অতি দুর্গম, কণ্টক লতা দ্বারা সমাকীর্ণ; বৃষ্টি পতন নিবন্ধন আবার বিলক্ষণ পিচ্ছল। কণ্টকবৃক্ষে অশ্বের সমস্ত অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল, স্থানে স্থানে রুধির নির্গত হইতে লাগিল। যুবকের অঙ্গেও কণ্টক লাগিল, কিন্তু বর্ম্মাবৃত থাকাতে তিনি অক্ষত রহিলেন। প্রভুভক্ত অশ্ব অতিশয় সহিষ্ণুতা সহকারে ধীরপাদবিক্ষেপে গমন করিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে প্রজ্বলিত অগ্নি নিবিয়া গেল, তখন প্রকৃতি আবার ভীষণ অন্ধকার ধারণ করিল; কেবল পতিত অঙ্গার রাশিও অঙ্গারময় বৃক্ষ দেখা যাইতে লাগিল। সেই ভয়ঙ্কর অন্ধকারে সেই অস্পষ্ট অঙ্গারালোক অতিশয় ভয়ঙ্কর দেখা যাইতে লাগিল। প্রবাহিত ভীষণ বায়ু সেই অঙ্গার ইতঃস্তত উড়াইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তড়তড় করিয়া মুষল ধারায় বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিল। ভীষণ ঝঞ্জাবায়ু পার্ব্বত্য বৃক্ষগণের মধ্য দিয়া শত সহস্র রাক্ষস রবকে তুচ্ছ করিয়া বৃক্ষগণকে উৎপাটিত করিতে লাগিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিলাখণ্ড ঝড়ে গড়াইতে আরম্ভ করিল। পর্ব্বতের উপর ঘটিকা প্রবাহিত করিয়া যেন পর্ব্বতকে কম্পিত করিতে লাগিল। যুবক ভীত হইলেন। অতি সাবধানে পতনশীল বৃক্ষগণের মধ্য দিয়া অশ্ব চালাইতে লাগিলেন। একটী ডাল যুবকের গাত্রে লাগিয়া মৃত্তিকায় পড়িতে লাগিল। যুবক তথাপিও ফিরিলেন না। আবার ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলেন। এমন সময় আবার বিদ্যুৎ চমকিল। সেই সময় ক্ষণপ্রভার আলোকে যুবক দূরে একটী কুটীর দেখিতে

পাইলেন। অতিক্ষীণ দীপালোক সেই পর্ণ কুটীর ভেদ করিয়া অল্প অল্প জ্বলিতেছে, তাঁহার বোধ হইতে লাগিল। সিক্ত শরীরে যুবক সেই আলোকের দিকে স্বীয় অশ্ব ধাবিত করাইলেন। পদে পদে অশ্বের পদ-স্খলন হইতে লাগিল, কিন্তু অশ্বারোহী অপূর্ব্ব কৌশলে তাহা নিবারণ করিতে লাগিলেন।

পাঠক মহাশয়! ঐ যে দূরস্থিত কুটীরের অভ্যন্তর হইতে ক্ষীণদীপালোক বহির্গত হইতেছে, উহার মধ্যে কি হইতেছে, চলুন আমরা একবার দেখিয়া আসি। কুটীরটী শৈলজাত, তরু গুল্ম-কাণ্ড ও পত্রাদিতে অতিশয় সুন্দর ও সুদৃঢ়রূপে নির্ম্মিত। কুটীরখানি এতদূর উচ্চ যে, তদভ্যন্তরে কোন মনুষ্য দাঁড়াইলে তাহার চালে লাগে না। কুটীরটী অতিশয় পরিষ্কৃত। এক কোণে একটী ক্ষুদ্র প্রদীপ ক্ষুদ্র গৃহের অন্ধকার হরণ করিতেছে। কুটীরের অভ্যন্তরে শুষ্ক তৃণাসনে দুইজন পুরুষ উপবিষ্ট। একজন বর্ষীয়ান্, অপর জন যুবক। যিনি বর্ষীয়ান্, তাঁহার বয়স পঞ্চাশদ্বর্ষ অতিক্রম করিয়াছে, অত্যুজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মস্তকে অতি দীর্ঘ কৃষ্ণ সর্পের ন্যায় আলুলায়িত জটাভার। গলদেশে

রুদ্রাক্ষের মালা বিলম্বিত। গলদেশে শুভ্র যজ্ঞো-পবীত লম্ববান্। পরিধানে গৈরিক বসন। অপর ব্যক্তির বয়স ত্রিংশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। অত্যুজ্জ্বল গৌরকান্তি, ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। প্রশস্ত ললাট, উজ্জ্বল বৃহৎ লোচন যুগল, উন্নত নাসিকা, উন্নত গ্রীবা, দীর্ঘ হস্ত। যুবকের পরম সুন্দর রমণীয় মুখমণ্ডল মলিন এবং নিষ্প্রভ। চক্ষুর্দ্বয় ঈষৎ রক্তবর্ণ এবং শুষ্ক। ঘন-কৃষ্ণ গুম্ফশ্মশ্রুতে চিবুক এবং সুরক্তিম ওষ্ঠ আবৃত, মস্তকের কেশ সূক্ষ্ম এবং বিশৃঙ্খল ভাবে নিপতিত। সমস্ত অঙ্গে যেন কালি মাখা। তাঁহার পরিচ্ছদ মূল্যবান্ অথচ মলিন, বোধ হয় যেন বহুদিন এক পরিচ্ছদেই আছেন। বর্ষীয়ান্ পুরুষ পৃথক্ অজিনাসনে নিমীলিত নেত্রে ধ্যানে নিমগ্ন। শরীর স্পন্দহীন, পদ্মাসনে স্থির ভাবে উপবিষ্ট, হঠাৎ কেহ দেখিলে জীবিত মনুষ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় না, ঠিক যেন মৃত্তিকা-নির্ম্মিত পুত্তলিকা। নির্ব্বাততড়াগসম যোগী পুরুষ, বিশ্বনিয়ন্তা পরম কারুণিক পরমেশ্বরের পবিত্র ধ্যানে নিমগ্ন। যুবক পৃথগাসনে যোগীর সম্মুখে উপবিষ্ট। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ,

স্থিরনয়নে স্বভাবের ভীষণ প্রাবৃট্ শোভা দর্শন করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে দুই একটী অতি গম্ভীর দীর্ঘ নিশ্বাস বাহির হইতেছে। বোধ হইতেছে, হৃদয়ের অতি সংগুপ্ত স্থান হইতে ভয়ানক কষ্টে সেই দীর্ঘ নিশ্বাস বাহির হইতেছে। দুই এক ফোঁটা অশ্রুবিন্দু যুবকের নয়নাঙ্গে দেখা দিল। ধীরে ধীরে সেই অশ্রুবিন্দু গণ্ডদেশে বহিয়া বসনের সহিত মিশিয়া যাইতে লাগিল। যুবকের ভ্রূক্ষেপ নাই। যোগীর ধ্যান সমাপ্ত হইল ধীরে নয়নোন্মীলন করিয়া উপবিষ্ট যুবকের পানে চাহিয়া বলিলেন, "চন্দন! এ কি, এ ভাবে বসিয়া আছ, অনিমিষ লোচনে কি দেখিতেছ? এ কি, তুমি কাঁদিতেছ কেন?"

চন্দনসিংহ নির্ব্বাক। ব্রহ্মচারীর কথা তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছিল কি না, বলিতে পারি না। চন্দনসিংহ স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া উপবিষ্ট যুবকের নিকট আগমন করিয়া হস্ত দ্বারা তাড়না করিয়া বলিলেন, "চন্দন! ওরূপভাবে বসিয়া আছ কেন? এ কি, চক্ষে জল যে!"

চন্দনসিংহের চমক ভাঙ্গিল, বলিলেন,"গুরুদেব! কেন কাঁদিব না, কাঁদিতেই ত জগদীশ্বর আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এতদিন কেবল আপনার আশ্বাস বাক্যে জীবন ধারণ করিয়াছিলাম। কই, গুরুদেব! আজ বলিয়াছিলেন যে, সুধীরাকে আনিয়া দিবেন, কই দিলেন কই? সুধীরাকে না পাইলে এই পাপ দুঃখময় জীবন বেরাশ নদীতে ত্যাগ করিব।"

তাঁহার দৃষ্টি ও কথা ঠিক উন্মত্তের ন্যায়।

সন্ন্যাসী বলিলেন, "বৎস! হতাশ হইও না। তোমাকেত বলিয়াছি যে, যুবরাজ আসিলে তোমাকে সকল সন্ধান বলিয়া দিব এবং তাঁহারই সাহায্যে তুমি সুধীরাকে পাইতে পারিবে।"

চন্দন বলিলেন, "রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, যুবরাজ আসিলেন কই? আর তিনি কি এই ভীষণ বাত্যায় কখনও এই দুর্গম গিরিগহ্বরে আসিবেন? গুরুদেব! এ দাসকে ছলনা করিবেন না। প্রাণ দেখাইবার নয়, নচেৎ বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দেখাইতাম, আজ প্রায় পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত সুধীরার জন্য দেশত্যাগী, রাজ্যত্যাগী। ভাবিয়া দেখুন, কেবল সুধীরার জন্যই আমার সোনার যশল্মীর ভূমি,

ত্যাগ করিয়া পর্ব্বতে পর্ব্বতে অরণ্যে অরণ্যে সন্ন্যাসীর ন্যায় ভ্রমণ করিতেছি। যখন এত কাল সুধীরাকে না পাইলাম, তখন নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছি যে, সুধীরা আর পৃথিবীতে নাই, সেই দেবী এখন ঐ উচ্চ সুরলোকে।" বলিতে বলিতে চন্দনসিংহের চক্ষু হইতে দরবিগলিত ধারায় অশ্রু পড়িতে লাগিল। তাঁহার বক্ষঃস্থল সিক্ত হইতে লাগিল।

কিয়ৎকাল পরে আবার বলিতে লাগিলেন, "গুরুদেব! এ দাসকে আর কতদিন এ যাতনা সহ্য করিতে হইবে? সেই দিনই বেরীশ নদীতে সকল যাতনাই শেষ করিতেছিলাম। গুরুদেব! সেই সময় দাসকে কেন বাধা দিয়াছিলেন? আমি জানিয়াছি, আমার মত পাষণ্ড কখনই সুধীরার উপযুক্ত স্বামী নয়, কিন্তু তা বলিয়া আমার প্রাণেশ্বরী কোন দিন আমাকে অণুমাত্রও অযত্ন করে নাই। কিসে আমি সুস্থ থাকিব এবং কিসে আমি সুখী হইব, দিবানিশি তাহার এই চেষ্টা এই—যত্ন ছিল। হা সুধীরা! আজ একবার আমার অবস্থা দেখিয়া যাও, যাহাকে তুমি একটু অসুখী দেখিলে কত দুঃখিতা, কত ব্যস্তা হইতে, আজ একবার তাহার দশা দেখিয়া যাও।

কেবল তোমারই জন্য আমার এই অবস্থা, এই কষ্ট, কেবল তোমারই জন্য বনে বনে পর্ব্বতে পর্ব্বতে নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়াছি। সুধীরা! একবার আসিয়া আমার অবস্থা দেখিয়া যাও। স্থির করিয়াছি যে, জীবন ত্যাগ করিব। আর কতদিন তোমার অদর্শন যাতনা সহ্য করিব বল দেখি। এ প্রাণ পাষাণ অপেক্ষাও দৃঢ়, নচেৎ এতদিনও কষ্ট সহ্য করিয়া ভগ্নদেহে কেন আছে? এতদিন মনে করিয়াছিলাম, একদিন তোমাকে পাইব, কিন্তু আমার সে আশালতা একবারে নিৰ্ম্মূল হইয়াছে। জানিয়াছি, এই পৃথিবীতে এ জীবনে তোমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হইবে না; তোমার স্বর্গীয় সুন্দর মুখমণ্ডল প্রাণ ভরিয়া দেখিতে পাইব না, তোমাকে বক্ষে ধারণ করিতে পাইব না, তবে আর এ ছার প্রাণ রাখিয়া ফল কি? সুধীরা! প্রাণপ্রতিমে! মরিব তাহাতে দুঃখ নাই, কিন্তু আর এ জীবনে তোমার সুধাময় মুখখানি দেখিতে পাইলাম না, ইহাই দুঃখ। পৃথিবীতে তোমার ন্যায় দেবী যে আমি পাইব, তাহার আর আশা নাই। আমি আর কতকাল তোমার বিরহ যাতনা সহ্য করিব?

বহুদিন সহ্য করিয়াছি, এখন আর পারি না; তাই, সুধীরা! চলিলাম, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে, জন্মজন্মান্তরে তোমার ন্যায় পত্নী-রত্ন প্রাপ্ত হইতে পারি। গুরুদেব! জ্ঞাত অজ্ঞাতে আপনার শ্রীপাদপদ্মে এ দাস অনেক অপরাধ করিয়াছে, আজ প্রসন্নবদনে দাসকে বিদায় দিন, হতভাগ্যের সকল অপরাধ মার্জ্জনা করুন। প্রিয়-বন্ধু অজিৎ সিংহ! আমরা দুই জন আজীবন এক বোঁটায় দুইটী ফুলের ন্যায় ফুটিয়াছিলাম, আজী-বন একত্রে লালিত ও পালিত হইয়াছি, কত সুখ কত আনন্দ উপভোগ করিয়াছি, আজ পাষাণ বুক বাঁধিয়া তোমার নিকট চিরবিদায় চাহিতেছি; তোমার নিঃস্বার্থ প্রণয়ের প্রতিদান এই হতভাগ্য কখনই দেয় নাই, আজ নির্দ্দয় হৃদয়ে তোমার নিকট চিরবিদায় চাহিতেছি। সুধীরা! আর কি বলিব, আমার আর কিছুই বলিবার নাই। গুরু-দেব! আমার প্রাণের সুধীরাকে দিবেন বলিয়া-ছিলেন, কই, আমার জীবনের সম্বল, ভিক্ষুকের ধন কই? হা সুধীরা!——” মূলোৎপাটিত বৃক্ষের ন্যায় সহসা মূচ্ছিত হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন।

সন্ন্যাসী শশব্যস্তে উঠিয়া মূর্চ্ছিত শিষ্যকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন, মৃৎকলসী হইতে শীতল বারি আনয়ন করিয়া মূর্চ্ছিত চন্দনসিংহের মস্তকে, বক্ষে ছিটাইয়া দিতে লাগিলেন।-কিছুতেই তাঁহার চৈতন্য হইল না; সন্ন্যাসী সজলনেত্রে চন্দনের মূর্চ্ছিত দেহ উঠাইয়া বলিলেন, "চন্দন! তাতঃ, শিষ্য, সত্য সত্যই আমাকে ত্যাগ করিয়া গেলে? বৎস, গাত্রোত্থান কর। হায়! মা সুধীরা! তুমি কোথায়? একবার দেখিয়া যাও যে, তোমার জন্য কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে। বৎস! উঠ, আর তোমার এই শোচনীয় দশা দেখিতে পারি না। হা ঈশ্বর! আমার অদৃষ্টে কি ইহাও দেখিবার ছিল? ভগবান, রক্ষা কর। হায়! যে চন্দন সিংহের সামান্য অ-সুখে কত লোক ব্যতিব্যস্ত হইত, আজ সেই চন্দন সামান্য দীনহীনের ন্যায় পড়িয়া আছে। কে শুশ্রূষা করিবে? কে রক্ষা করিবে? বৎস, অচেতন হইয়া পড়িলে, কেমনে সুধীরাকে পাইবে?"

আবার জলসেক করিতে লাগিলেন, কিছুতেই তাঁহার মূর্চ্ছাপনোদন হইল না।

সন্ন্যাসী নিতান্ত হতাশ্বাস হইলেন। উচ্চৈঃস্বরে

ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন, "হায়, কি হইল। চন্দন! তুমি এমন হইয়া পড়িলে! ভগবান্, রক্ষা কর।"

সন্ন্যাসী গাত্রোত্থান করিয়া দ্বার খুলিয়া বাহিরে গেলেন। অন্ধকারে কি লইয়া আবার কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আবার মূর্চ্ছিত চন্দনকে ক্রোড়ে লইলেন। কি যেন তাঁহার নাসারন্ধ্রে ধরিলেন। আবার জলসেক করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎ কাল পরে চন্দন চক্ষুরুন্মীলন করিলেন।

গুরুদেব হর্ষিত হইয়া বলিলেন, "বৎস! সুস্থ হও।"

চন্দন ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, "সুধীরা কই? এত ক্ষণ তাহাকে দেখিতেছিলাম।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "বৎস! শান্ত হও। সুধীরাকে পাইবে।"

এমন সময় অশ্বের পদশব্দ শ্রুত হইল। সন্ন্যাসী দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। এক জন অশ্বারোহী পুরুষ তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনি সাদরে তাঁহাকে কুটীরমধ্যে আনিলেন। আকাশে তখনও মেঘ ছিল। কেবল বাতাস অপেক্ষাকৃত মন্দীভূত হইয়াছিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

বিপদে।

"God helped the right ; God spared the sin :
He brings the proud to shame,
He guards the weak against the strong
Praise his holy name."

WILLIAM TELL.

সন্ন্যাসী বলিলেন, "যুবরাজ! আজ যথার্থ জানিলাম যে, আপনি রাজপুতকুলের চূড়া; আজ যথার্থ জানিলাম যে, আপনি বীরশ্রেষ্ঠ বাপ্পারাওলের উপযুক্ত বংশধর। পাপাত্মা রণমল্ল যে, কত দূর সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহা আর অধিক কি বলিব, সমুদায়ই আপনি জানিতেছেন। এই যে ব্যক্তিকে দেখিতেছেন, ইনিও সেই পাপাত্মার কুটিল চক্রান্তে দেশত্যাগী ও রাজ্যত্যাগী।"

চণ্ড বলিলেন, "মহাশয়! যদি ইহার আনুপূর্ব্বিক ঘটনা বলিতে কোন বাধা না থাকে, অনু-

গ্রহ পূর্ব্বক দাসের নিকট সমুদায় ব্যক্ত করিয়া কৌতূহল নিবৃত্তি করুন।”

যোগী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, “সে কি, যুবরাজ? তবে আপনাকে ডাকিলাম কেন? আপনিই বা এত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই দুর্গম গিরিগহ্বরে আসিলেন কেন?”

চণ্ড ঈষৎ লজ্জিত হইয়া বলিলেন, “দাস প্রস্তুত আছে; আজ্ঞা করুন।”

সন্ন্যাসী বলিলেন, “যুবরাজ! এই যে বীরপুরুষ বসিয়া আছেন, ইনি যশল্মীরের মহারাজা।”

চণ্ড আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; বলিলেন, “ইনিই কি সেই যশল্মীরের মহারাজা চন্দন সিংহ?”

তপস্বী বলিলেন, “হাঁ, ইনিই সেই মহাত্মা বটে।”

যুবরাজ চণ্ড সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া চন্দন সিংহকে অভিবাদন করিলেন। চন্দন সিংহও প্রতিনমস্কার করিয়া চণ্ডকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন।

চণ্ড বীরভাবে বলিলেন, “মহারাজ! দাসের অপরাধ ক্ষমা করুন; আমি এত ক্ষণ আপনাকে চিনিতে পারি নাই।”

চন্দন সিংহ সসম্মানে বলিলেন, "যুবরাজ চণ্ড! আশীর্ব্বাদ করি যে, আপনি দীর্ঘজীবী হইয়া মাতৃ-ভূমির মুখোজ্জ্বল করুন; আপনি উপযুক্ত বীরের উপযুক্ত বংশধর।

যোগী বলিলেন, "যুবরাজ! আমরা আপনাকে এত দূর কষ্ট স্বীকার করাইয়া কেন আনিলাম, শ্রবণ করুন।"

চণ্ড সসম্মানে বলিলেন, "এ দাস প্রাণপণে আপনাদের আজ্ঞা পালন করিয়া চরিতার্থ হইবে।"

সন্ন্যাসী বলিতে লাগিলেন, "যুবরাজ! শ্রবণ করুন। চন্দন আমার শিষ্য; আজ প্রায় পাঁচ বৎসর অতীত হইল, ইহার পত্নী শ্রীমতী সুধীরা একদা পিত্রালয়ে যাত্রা করে। পথ অতিশয় দুর্গম এবং গিরিসঙ্কুল; পথিমধ্যে দস্যুগণ বলপূর্ব্বক ইহার রমণীকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। শুনিতে পাই যে, সেই দস্যুগণের অধিপতি রাঠোররাজ পামর রণমল্ল! আজ এই পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত আমরা উভয়ে নানা স্থানে—দেশে দেশে, পর্ব্বতে প-র্ব্বতে, নগরে নগরে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইয়াছি, কিন্তু এ যাবৎ কোন স্থানেই তাহার অনুসন্ধান

পাই নাই। মহারাজ! রণমল্ল যে কত দূর পাপিষ্ঠ, তাহা এক মুখে বলিয়া শেষ করা যায় না। সে যে কত লোকের সর্ব্বনাশ, কত দেশ উচ্ছিন্ন, কত রমণীর দেবদুর্লভ সতীত্ব-রত্ন অপহরণ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আজ সে চিতোরে। যে চিতোর মহারাজাধিরাজ পুণ্যশ্লোক রাজন্যগণে পরিবৃত থাকিত,আজ সেই আসনে দুর্বৃত্ত রাঠোররাজ রণমল্ল!”

চণ্ডের হৃদয় শিহরিয়া উঠিল, চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ হইল। সন্ন্যাসী আবার বলিলেন, “যুবরাজ! আপনিও সাবধান হইবেন। পামর এখন আপনার অনিষ্ট-সাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছে; এখন তাহার একমাত্র লক্ষ্য চিতোর-রাজসিংহাসন। আপনার বিমাতাকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়াছে। মহারাজ! সাবধান হইবেন। যদিও মুকুল রাজা, তথাপি চিতোরের মঙ্গলামঙ্গল সমুদায়ই আপনার হস্তে ন্যস্ত। দুর্বৃত্ত রণমল্ল যে, আপনার বিমাতার সঙ্গে কি ভীষণ চক্রান্ত করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। অতি শীঘ্রই ভীষণ সঙ্কট উপস্থিত হইবে। যুবরাজ! পামরগণ এখন কিসে আপনার সর্ব্বনাশ করিবে, দিবারাত্রি এই চিন্তাই করিয়া থাকে। সুবীরা

যে কোথায় কি ভাবে আছে, কিছুই জানিতে পারি নাই। যুবরাজ! আজ দেখুন যে, পামরের কুটিল চক্রান্তে আজ সোণার যশল্মীর রাজ্য ছারখার হইতেছে।"

সন্ন্যাসী নিস্তব্ধ হইলেন; তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইল।

চণ্ড ধীরে ধীরে বলিলেন, "মহাত্মন্! রণমল্ল যে, আমাকে এখন লক্ষ্য করিয়াছে, তাহা আমি অনেক পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি; আমার সম্বন্ধে যে বিমাতার নিকট অনেক কুমন্ত্রণা দিয়াছে, তাহা আমি সকলই টের পাইযাছি। যদি ধর্ম্মে এবং আপনাদের শ্রীচরণে ভক্তি থাকে, তাহা হইলে অতি শীঘ্রই দেখিবেন যে, পামরের পাপ মস্তক ধূলায় গড়াগড়ি যাইবে। আজ হউক, কাল হউক, অধর্ম্মের ক্ষয় অবশ্যই হইবে। এক জন, দশ জন, সাত জন রণমল্ল হউক না কেন; হামিরের বংশধর কিছুতেই ভীত নয়।"

তপস্বী বলিলেন, "সাধু! সাধু! সাধু! উপযুক্ত বংশের উপযুক্ত উত্তর; আশীর্ব্বাদ করি, আপনি শত্রু সংহার করিয়া পিতৃপুরুষগণের নাম

উজ্জ্বল করুন। যুবরাজ! আমি যে বিষয় বলিলাম, তাহা কি স্থির করিলেন? এক বার চাহিয়া দেখুন যে, সোণার চন্দন আমার কালিমা প্রাপ্ত হইয়াছে। সুধীরকে না পাইলে যে, ইনি আর জীবন ধারণ করিবেন না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন। কিন্তু যুবরাজ! ইহা স্থির জানিবেন, যদি প্রাণের চন্দনকে হারাই, তাহা হইলে পামর রণমল্লের শোণিতে সেই দুঃখানল নির্ব্বাণ করিব। যে চন্দনকে অপত্যনির্ব্বিশেষে এত কাল বক্ষে করিয়া মানুষ করিয়াছি, যাহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ভগবানের আরাধনা পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় সংসারে লিপ্ত হইয়াছিলাম, যাহার পীড়ায় অনাহারে অনিদ্রায় শুশ্রূষা করিয়াছি, যদি সেই চন্দনের কোন বিপদ ঘটে, তাহা হইলে স্থির জানিবেন যে, পাপিষ্ঠের হৃৎপিণ্ড ছেদন করিয়া মনের ক্ষোভ মিটাইব। যুবরাজ! আর অধিক কি বলিব, চন্দন আমার প্রাণাপেক্ষাও অধিক, আমার পুত্রাপেক্ষাও অধিক স্নেহভাজন। আপনি সমুদায়ই বুঝিতেছেন; আপনি বুদ্ধিমান, বিবেচক; আপনার নিকট আর কত বলিব?”

চন্দন বলিলেন, "যুবরাজ! আজ পাঁচ বৎসর কাল আমি সুধীরা হইতে বঞ্চিত। যুবরাজ! আমার সুধীরা—প্রাণের সুধীরা কোথায়? রণমল্ল! তোর পায় ধরি, আমার প্রাণের সুধীরাকে এক বার দেখা। আমার যশলক্ষ্মীর তোকে দিতেছি, তুই এক বার আমার সুধীরাকে আনিয়া দে।"

চন্দনের চক্ষু হইতে দরবিগলিতধারে জল পড়িতে লাগিল।

চণ্ড স্বীয় বসনাঞ্চল দ্বারা তাঁহার চক্ষু মুছাইয়া দিলেন; ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ! আপনি শান্ত হউন। আজ আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিলাম, যে প্রকারে হউক, যদি আপনার সুধীরা জীবিত থাকেন, আপনাকে আনিয়া দিব; আপনি চিন্তিত হইবেন না। যে প্রকারে পারি, অবশ্যই আপনার বাসনা পূর্ণ করিব।"

তপস্বী বলিলেন, "যুবরাজ! আপনার আশ্বাস-বাক্যে আমাদের মন অনেক শান্ত ও সুস্থ হইল।"

চণ্ড ধীরে ধীরে বলিলেন, "মহর্ষির যথেষ্ট অনুগ্রহ। দাসের প্রতি আর যদি কোন অনুজ্ঞা থাকে, বলুন, প্রাণপণে প্রতিপালন করিতে যত্নবান্ হই।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "আপনার বাক্য পীযূষ-পরিপূর্ণ; আপনার আলাপে পরম সুখী হইলাম। আপনার নিকট আমাদের আর কোন বক্তব্য নাই; আশীর্ব্বাদ করি, যেন ধর্ম্মে আপনার মতি থাকে।"

কিয়ৎকাল পরে চণ্ড বলিলেন, "যদি অনুমতি হয়, তাহা হইলে এখন প্রস্থান করি।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "সে কি, যুবরাজ? এই ভয়ানক রাত্রিতে—এই ভয়ঙ্কর দুর্যোগে আপনি কোথায় যাইবেন? যে ভয়ঙ্কর মেঘ, আর পথ যে বিপদসঙ্কুল, ইহাতে আপনি কোথায় যাইবেন?"

চণ্ড বলিলেন, "মহর্ষির আজ্ঞা শিরোধার্য্য; কিন্তু আমার বিশেষ কোন আবশ্যক আছে। আপনি অনুমতি করিলে যাইতে পারিব, পথে আমার কোন প্রকার কষ্ট হইবে না। এখন আর বৃষ্টি নাই, এখন স্বচ্ছন্দে যাইতে পারিব; অনুগ্রহপূর্ব্বক অনুমতি প্রদান করুন।"

তপস্বী বলিলেন, "যুবরাজ! ভাবিয়াছিলাম যে, আপনার সঙ্গে সদালাপে আজ এই পর্ণকুটীর পবিত্র হইবে। যদি আমাদের পর্ণকুটীরে আজ

আতিথ্য স্বীকার করেন, তাহা হইলে আমরা চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকি। আপনার শুশ্রূষায় যথাসাধ্য যত্ন করিব।"

চণ্ড বিনীতভাবে বলিলেন; "আপনার যত্ন ও ভালবাসা এ জীবনে বিস্মৃত হইতে পারিব না; আপনাদের পবিত্র সঙ্গ-সুখ লাভ আমার অদৃষ্টে নাই; নচেৎ কাহার ইচ্ছা হয় যে, আপনাদের নিকট হইতে ক্ষণকালের জন্য স্থানান্তরিত হয়? আমার বড় ইচ্ছা ছিল যে, মহর্ষির চরণ সেবা করিয়া জীবনকে পবিত্র করি, কিন্তু কোন একটী অলঙ্ঘনীয় কারণে আজ সেই বাসনা পূর্ণ করিতে সক্ষম হইতেছি না। আপনাদের ন্যায় মহাত্মাগণের দর্শন সকলের অদৃষ্টে ঘটে না; আজ বিধাতা সু-প্রসন্ন হইয়া আমাকে সেই সুখে সুখী করিয়াছেন। আজ আপনাদের সঙ্গলাভে আমি চরিতার্থ জ্ঞান করিলাম; আজ আমার মনে আনন্দ ধরিতেছে না। যে দিন আপনাদের আদেশ প্রতিপালন করিতে সক্ষম হইব, সেই দিন আমার আনন্দ সম্পূর্ণ হইবে। এখন তবে বিদায় দান করিলে প্রস্থান করিতে পারি।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "যুবরাজ! যখন আপনি যাই-বার জন্য এত দূর উৎসুক হইয়াছেন, তখন বাধা দেওয়া উচিত হয় না; তবু যুবরাজ! প্রাণ বুঝি-তেছে না। আজ রাত্রি দরিদ্রের পর্ণকুটীরে থাকিলে আমরা বড়ই সুখী হইতাম।"

চণ্ড বিনম্রবচনে উত্তর করিলেন, "আপনারা যখন বার বার অনুরোধ করিতেছেন, তখন ইহা আমার উপেক্ষা করা যার-পর-নাই গর্হিত এবং অভদ্রোচিত। কিন্তু আমি ত সমুদায় কথাই ব্যক্ত করিয়াছি; বারম্বার অনুরোধ করিলে এ দাস বড়ই লজ্জিত হয়। যদি অনুমতি হয়, আর যদি ঈশ্বর আমাদের কুশলে রাখেন, তাহা হইলে আর এক দিন আসিয়া মহাত্মাগণের চরণ সেবা করিয়া কৃতার্থ হইব।"

যোগী বলিলেন, "যুবরাজ! আপনার বাক্যা-লাপ অমৃতসিক্ত; অমৃতপানেও বোধ হয়, লোক এত দূর সুখী হয় না, আজ আপনার মধুর সরলতায় আমরা যত দূর সুখী হইলাম। যুবরাজ! যদি ঈশ্বর দিন দেন, তাহা হইলে সময়মত আমরাই গিয়া যুবরাজসকাশে উপস্থিত হইব।"

চণ্ড আহ্লাদের সহিত বলিলেন, "আমার ভাগ্যে এমন শুভ দিন কবে উদিত হইবে যে, আপনাদের চরণস্পর্শে চিতোরপুরী পবিত্র হইবে? তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক দাসকে বিদায় দিন। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন ধর্ম্ম ও দেবতায় আমার ভক্তি থাকে।"

এই বলিয়া যুবক ধীরে ধীরে আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। সন্ন্যাসী, চন্দনসিংহ সসম্ভ্রমে স্ব স্ব আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন।

সন্ন্যাসী বলিলেন, "যুবরাজ! একান্তই যদি যাইতে ইচ্ছা করেন, আমরা আপনার যাত্রাতে প্রতিবন্ধক হইব না। আশীর্ব্বাদ করি, নীরোগ হইয়া দীর্ঘজীবন লাভ করুন। পথ অতি বিপদসঙ্কুল, সাবধানে যাইবেন।"

চণ্ড উভয়কে অভিবাদন করিলেন।

সন্ন্যাসী বলিলেন, "রাত্রি যেরূপ মেঘাচ্ছন্ন এবং যেরূপ অন্ধকার অতি সতর্কতার সহিত গমন করিবেন।"

চণ্ড বলিলেন, "আপনার চরণের আশীর্ব্বাদ থাকিলে বিপদকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করি।" এই বলিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে যাইলেন। অশ্ব অতি নিকটে তৃণ

ভক্ষণ করিতেছিল; চণ্ড সন্ন্যাসীর চরণ বন্দনা করত এক লম্ফে অশ্বারোহণ করিয়া নিবিড় অন্ধকারমধ্যে মিশিয়া যাইলেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। সমস্ত পৃথিবী নিদ্রাদেবীর সুকোমল অঙ্কে বিশ্রাম লাভ করিতেছে। আকাশ নিবিড়-মেঘমালা-সমাচ্ছন্ন। বৃক্ষের পত্র দোলাইয়া শীতল সমীরণ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে সৌদামিনী স্বীয় অতুলনীয় রূপচ্ছটায় পৃথিবীকে মোহিত করিয়া আবার মেঘের ক্রোড়ে লুকাইতেছে। মেঘ ভীম রবে গর্জ্জন করিতেছে। দুই একটী খদ্যোত মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। নৈশ সমীরণের সহিত নাচিয়া নাচিয়া কৃষ্ণবর্ণ মেঘসমূহ উত্তরাভিমুখে ছুটিতেছে।

এই ভয়ঙ্কর প্রাবৃট্ সময়ে এক জন অশ্বারোহী পুরুষ অর্ব্বলীপর্ব্বতমালার মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে গমন করিতেছিলেন। পাঠক মহাশয়! অশ্বারোহী আমাদের পূর্ব্বপরিচিত যুবরাজ চণ্ড। চণ্ড ধীরে ধীরে অতি সাবধানের সহিত গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মন নানা প্রকার চিন্তায় দোদুল্যমান। তিনি মনে ভাবিলেন, "রণমল্ল আমার যে সর্ব্বনাশ

করিয়াছে, এমন নহে; পামর যে কত লোকের সর্ব্ব-
নাশ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ভগবন্! সহায়
হও; পামরের দম্ভ আর দেখা যায় না। ক্ষণে ক্ষণে
ইচ্ছা হয় যে, পাপিষ্ঠের পাপ মস্তক ছিন্ন করিয়া
পদতলে দলিত করি। কিন্তু দুরাত্মা বিমাতাকে
যে প্রকার বশীভূত করিয়াছে, আমি হঠাৎ তাহাকে
বধ করিলে রাজ্যমধ্যে বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইবে।
যদি ধর্ম্মে মতি থাকে, তাহা হইলে আমার কিসের
ভয়? এক দিন অবশ্যই পামর ধূলিসাৎ হইবে।"

চণ্ড সহসা চমকিত হইলেন; তাঁহার বোধ হইল,
যেন নিকটবর্ত্তী বৃক্ষান্তরালে কোন মনুষ্যের চুপি-
চুপি কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন। যুবক, অশ্ব থামা-
ইলেন; আর সে শব্দ শুনিতে পাইলেন না। যুবক
সন্দিহান হইলেন। ধীরে ধীরে কোষ হইতে অসি
নিষ্কোষিত করিয়া সেই দিকে স্বীয় অশ্ব ধাবিত
করিলেন। তথায় গমন করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে
চারি দিক অন্বেষণ করিলেন; কিন্তু কোথাও কিছু
দেখিতে পাইলেন না; আবার ধীরে ধীরে অশ্ব স্বীয়
গন্তব্য পথে চালিত করিলেন। চণ্ড বিষম সন্দিহান
হইয়া বিচিত্র রত্নাদিমণ্ডিত ফলক হস্তে লইলেন;

অতি সাবধানের সহিত অশ্ব চালিত করিলেন। ক্রমে সেই পর্ব্বতমালা ত্যাগ করিয়া এক অনাবৃত স্থানে আসিয়া পঁহুছিলেন। স্থানটী যদিও পর্ব্বত-সঙ্কুল, কিন্তু সেই স্থানটী তত দূর বৃক্ষ দ্বারা আবৃত নহে; কোন ঝোপ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষগণ-পরিশূন্য। শুষ্কপত্রের মর্ম্মরধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। এ বার তাঁহার বোধ হইল, যেন কোন লোক, শুষ্কপত্রের উপর দিয়া গমন করিতেছে। যুবক আবার অশ্বরজ্জু সংযত করিলেন; পশ্চাতে ফিরিয়া কিছুই দেখিতে পাইলেন না। আবার অশ্ব ফিরাইলেন, আবার সেই দিকে অশ্ব চালিত করিলেন; পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চারি দিকে সন্ধান করিলেন, কিছুই দেখিতে পাইলেন না; চারি দিকে পর্ব্বত বৃক্ষ প্রভৃতি তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধান করিলেন, কোন স্থানেই কিছুই দেখিতে পাইলেন না। ভাবিলেন, বুঝি, কোন পার্ব্বতীয় জন্তুর পদধ্বনি শুনিয়াছেন। আবার স্বীয় গন্তব্য পথে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। ক্রমে সেই অনাবৃত স্থান পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বতসঙ্কুল বৃক্ষময় স্থানে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে ভয়ানক অন্ধকার। আবার নিকটবর্ত্তী বৃক্ষ-

পার্শ্বে কোন মনুষ্যের অট্টহাসি শুনিতে পাইলেন। যুবক বিদ্যুদ্‌বৎ স্বীয় অশ্ব শব্দানুসারে চালিত করিলেন ; দুর্ভেদ্য অন্ধকারে কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিলেন না।

গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "তুমি যে হও, এক বার দেখা দেও। যদি শত্রু হও,তাহা হইলে দেখা দেও ; কেন শৃগালের ন্যায় চতুরতা অবলম্বন করিয়াছ ?"

চণ্ডের সেই গম্ভীর স্বর পর্ব্বতগুহায় প্রতিধ্বনিত হইয়া নৈশাকাশে বিলীন হইল। কেহ কোন প্রত্যুত্তর দিল না। অতি দূরে আবার উচ্চ হাস্য শ্রুত হইল। চণ্ড আবার সেই হাস্য লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে বেগে অশ্ব ধাবিত করাইলেন। বৃক্ষের আঘাতে তাঁহার ললাট হইতে রুধির নির্গত হইল। অশ্বের ক্ষুরাঘাতে প্রস্তরখণ্ড সকল চূর্ণীকৃত হইতে লাগিল। কিছুতেই তাঁহার অপ্রতিহত তেজ প্রতিহত হইল না। শব্দায়মান স্থানে উপস্থিত হইলেন ; চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিলেন, কোথাও কিছু দেখিতে পাইলেন না ; আবার গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন, "যে হও, অগ্রসর হও, আমি সশস্ত্র আছি। শত্রু হইলে আমি কখনই পরাঙ্মুখ হইব না।"

কেহ কোন উত্তর দিল না।

চণ্ড আবার স্বীয় অশ্ব ফিরাইলেন। ধীরে ধীরে গন্তব্য পথে চলিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ কি যেন শন্ শন্ করিয়া তাঁহার কর্ণের নিকট দিয়া চলিয়া গেল; চণ্ড অশ্বরজ্জু সংযত করিয়া দাঁড়াইলেন; অন্ধকারে কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিলেন না; অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। তিনি নিশ্চয় বুঝিলেন যে, কোন শত্রু তাঁহার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছে। তখন চণ্ড দৃঢ়মুষ্টিতে শাণিত অসি ধরিলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন, "অন্ধকারে আমি কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিব না, এখন অপেক্ষাকৃত কিছু আলোকে যাওয়া কর্ত্তব্য; নচেৎ আত্মরক্ষার উপায় নাই।"

ইহা ভাবিয়া চণ্ড সম্মুখে অশ্ব অগ্রসর করাইতে লাগিলেন। আবার শুষ্কপত্রের মর্ম্মরধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। তিনি এ বার নিশ্চয় বুঝিলেন যে, কোন শত্রুর গুপ্তচর অথবা শস্ত্রধারী সৈন্য তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছে; আবার সেই শব্দানুসারে অশ্ব ফিরাইলেন, আবার পাতি পাতি করিয়া সকল স্থান অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু অতি দুর্ভেদ্য

অন্ধকারে কোথাও কিছু লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। আবার নিস্তব্ধ কানন প্রতিধ্বনিত করিয়া গম্ভীর-কণ্ঠে বলিলেন, "শত্রু হও, মিত্র হও, শীঘ্র আত্ম-পরিচয় প্রদান কর। শত্রু হইলে শীঘ্র অগ্রসর হও, দুর্বৃত্তের প্রগল্‌ভতার সমুচিত দণ্ড দিতে বাপ্‌পার বংশধর চণ্ড কখনই পরাঙ্মুখ নয়; আর যদি মিত্র হও, কেন বৃথা ভয় দেখাইবার চেষ্টা করিতেছ? চণ্ড পৈশাচিক কাণ্ডে কখনই ভীত নয়।"

ভূত পিশাচে চণ্ডের কোন দিনও প্রত্যয় ছিল না। আবার অট্টহাসি শ্রুত হইল। চণ্ড মনে মনে ভাবিলেন, "হয় ত দুরাত্মা রণমল্ল আমার আগমন-সন্ধান কোন মতে জানিতে পারিয়া আ-মার বিনাশার্থ গুপ্তচর প্রেরণ করিয়াছে। ভগবন্! এই বিপদসঙ্কুল ভীষণ গিরিকন্দরে এবং অলক্ষিত শত্রুমধ্যে এ দাস সম্পূর্ণ একাকী; এই বিপদে দাসের সহায় হও, এ দাস আজীবন ধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করিয়া আসিতেছে, কোন দিন কা-হারও কোন অনিষ্ট করে নাই। এই ভয়ানক বি-পদ হইতে রক্ষা কর।"

আবার চলিতে লাগিলেন। চণ্ড ধীরে ধীরে

পূর্ব্বকথিত ক্ষীণা নির্ঝরিণীর তটে উপনীত হই-লেন। অকস্মাৎ একটি শাণিত তীর তাঁহার প-শ্চাতে লাগিল। স্থূল বিচিত্র বর্ম্মে লাগিয়া তীর চূর্ণীকৃত হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে একটী দুইটী করিয়া, ঝাঁকে ঝাঁকে তীর আসিয়া তাঁহার উপর পড়িতে লাগিল। চণ্ড স্বীয় অশ্বরজ্জু সং-যত করিয়া, বিচিত্র-রত্নাদি-মণ্ডিত ফলক হস্তে ধা-রণ পূর্ব্বক আশ্চর্য্য কৌশলে তীরগুলি নিবারণ করিতে লাগিলেন; কদাচিৎ দুই একটী শর অশ্ব-শরীরে বিদ্ধ হইতে লাগিল। তিনি সম্পূর্ণ অক্ষত রহিলেন।

দেখিতে দেখিতে পাঁচ জন অশ্বারোহী তাঁহার চারি দিক বেষ্টন করিয়া ক্ষিপ্রহস্তে তাঁহাকে আ-ক্রমণ করিল। ক্রুদ্ধ কেশরীর ন্যায় বীরবর চণ্ড স্বীয় অসি নিষ্কোষিত করিয়া, ফলক দ্বারা অস্ত্র সকল প্রতিহত করিতে লাগিলেন এবং দক্ষিণ হস্তস্থ প্রচণ্ড অসি দ্বারা সকলকে আঘাত করিতে লাগিলেন।

অশ্বারোহিগণের মধ্যে এক জন বলিল, "দেখি, আজ তোকে কে রক্ষা করিতে পারে? তুই দুর্ব্বল সূর্য্য সিংহকে বধ করিয়াছিস্? পামর! আজ নিশ্চ-

য়ই তোকে সূর্য্য সিংহের নিকট যাইতে হইবে। আজ তোর পাপদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া বন্য জন্তু-গণকে আহারার্থ দিয়া যাইব। এই স্থানে তোর কে সহায় হইবে?"

চণ্ডসিংহ গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "তোরা কি ভাবিয়াছিস্ যে, তোদের পাপাভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিবি? যদি ভাবিয়া থাকিস্, সে তোদের ভ্রম.; তোরা পাঁচ জন কেন, পাঁচ সহস্রকেও আমি পিপীলিকাবৎ জ্ঞান করিয়া থাকি; কেন তোরা মরিতে আসিলি? এই দেখ্, কে আমার সহায়।"

বলিতে বলিতে বীরবর চণ্ড, এক জনের মস্তক লক্ষ্য করিয়া স্বীয় শাণিত তরবারির আঘাত করি-লেন; সুশিক্ষিতের ন্যায় সে ব্যক্তিও স্বীয় অসি দ্বারা আঘাত প্রতিহত করিল; কিন্তু সেই ভীষণ আঘাতে তরবারি দ্বিখণ্ডিত হইল। চণ্ডের শাণিত অসি সেই যোদ্ধার গলদেশে লাগিল—এক আঘাতে মুণ্ড স্কন্ধ হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। সৈনিক পুরুষ তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। সঙ্গীর নিধনে ক্রুদ্ধ হইয়া, অপর অশ্বারোহিচতুষ্টয় এককালে

চণ্ডকে আক্রমণ করিল। চণ্ড স্বীয় অসীম বলে এবং সুকৌশলে শত্রুর সমস্ত কৌশল ব্যর্থ করিতে লাগিলেন। অশ্বারোহিগণের মধ্য হইতে এক জন অতি সঙ্গোপনে, চণ্ডের পশ্চাৎ দিকে যাইল এবং তাঁহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া তরবারি-আঘাতের উদ্যোগ করিল। চণ্ড,তাহা জানিতে পারিয়া, বিদ্যুদ্বৎ সেই আঘাত ব্যর্থ করিয়া তাহার দক্ষিণ হস্ত লক্ষ্য করিয়া অসির আঘাত করিলেন। একাঘাতেই তাহার দক্ষিণ বাহু ছিন্ন হইয়া দূরে পতিত হইল। চীৎকার করিয়া অশ্বারোহী ভূমিতে পতিত হইল। অন্য অশ্বারোহিগণ বিস্মিত হইয়া কিয়ৎকাল নিরস্ত হইল। চণ্ড এই অবসরে স্বীয় প্রচণ্ড রণতুরঙ্গ তাহাদিগের দিকে চালিত করিলেন। অশ্বের সেই ভীমবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া, এক জন অশ্বারোহী ভূতলে পতিত হইল। আর এক জন চণ্ডের কুক্ষিদেশ লক্ষ্য করিয়া বর্শা নিক্ষেপ করিল। সুশিক্ষিত চণ্ড সেই নিক্ষিপ্ত বর্শা হস্তে ধরিয়া, আঘাতকারীর ললাট লক্ষ্য করিয়া ত্যাগ করিলেন। বিচিত্র কৌশলে আঘাতকারী ফলক দ্বারা নিবারণ করিল বটে; কিন্তু সেই বর্শা এত ভীম-বেগে

নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল যে, সেই বিচিত্র ঢাল একেবারে খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল।

ইতিমধ্যে আর এক জন শত্রু চণ্ডের বাম স্কন্ধ লক্ষ্য করিয়া ভল্ল প্রহার করিল। বিচিত্র শিক্ষা-গুণে চণ্ড সেই আঘাত ব্যর্থ করিয়া দক্ষিণ হস্তস্থ অসি দ্বারা আক্রমণকারীকে আঘাত করিলেন। আক্রমণকারী সেই আঘাত ব্যর্থ করিল। সেই নৈশ অন্ধকারে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। সিংহনাদে নিস্তব্ধ কানন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তথাপি একাকী কি পঞ্চ জনের সঙ্গে যুদ্ধ সম্ভবে? দুই জন হত হইয়াছে; এক জন ভূমিতলে পতিত হইয়াছে; কিন্তু অন্য শত্রুগণ প্রাণপণে সংগ্রাম করিতেছে। যে ব্যক্তি ভূমিতলে পড়িয়া গিয়াছিল, সে পুনরায় স্বীয় অশ্বে আরোহণ করিয়া ঘোরতর বলের সহিত চণ্ডকে আক্রমণ করিল। একাকী পাঁচ জনের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া বীরবর চণ্ড যার-পর-নাই শ্রান্ত হইয়াছেন; তাঁহার সমস্ত অঙ্গে স্বেদবারি বিগলিত হইতেছে। তাঁহার লোচনযুগল আরক্ত; দন্তে ওষ্ঠ কামড়াইতেছেন। দেখিতে দেখিতে এক জন অশ্বারোহী চণ্ডের গল-

দেশে অসির প্রহার করিল; বিদ্যুদ্বৎ চণ্ড সেই আঘাত ব্যর্থ করিয়া, দক্ষিণ হস্তস্থ অসি দ্বারা তাহার বাম কুক্ষিতে আঘাত করিলেন, দারুণ আঘাতে হু হু করিয়া শোণিত নির্গত হইল। ভীম চীৎকার করিয়া অশ্বারোহী গতাসু হইল। এমন সময়ে অনতিদূরে অশ্বের দ্রুতপদধ্বনি শ্রুত হইল। সেই সঙ্গে এক জন অস্ত্রধারী অশ্বারোহী আগমন করিয়া তন্মুহূর্ত্তে স্বীয় প্রচণ্ড ভল্ল দ্বারা এক জন শত্রুকে বিদ্ধ করিলেন। চণ্ড এক বার বিস্ময়োৎফুল্ল-লোচনে সেই অশ্বারোহীর পানে চাহিলেন, অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইলেন না; কেবল দেখিলেন যে, তাহার আপাদমস্তক বর্ম্মে আবৃত। চণ্ড এক বার ভাবিলেন, "আমার আসন্নমৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে কি কোন দেবতা মর্ত্ত্যভূমে অবতীর্ণ হইয়াছেন? না বনদেবতা আমার রক্ষার্থ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন?"

অকস্মাৎ এক ভীষণ তূর্য্য-নিনাদ শ্রবণ করিলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে পর্ব্বতান্তরাল হইতে পাঁচ জন অশ্বারোহী ভীমবেগে তাহাদের উপর পড়িল। উল্লাসে বীরশ্রেষ্ঠ কয়েক বার সিংহ-

নাদ করিয়া, অতি বলের সহিত তাহাদের উপর নিপতিত হইলেন। ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় চণ্ড এবং নবাগত অশ্বারোহী, শত্রুগণের উপর পতিত হইয়া সিংহবীর্য্যে তাহাদিগকে বিত্রাসিত করিতে লাগিলেন। সেই ভয়ঙ্কর রজনীতে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। বীরগণের সিংহনাদে সেই নিস্তব্ধ কানন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। চণ্ড পাঁচ জনের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া শ্রান্ত হইয়াছেন, কোথা হইতে আর পাঁচ জন তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তথাপি সিংহ-বিক্রমে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে এক জন অশ্বারোহী হত হইল; আর এক জন, চণ্ডকে লক্ষ্য করিয়া অসি উত্তোলন করিল। কিন্তু সেই অসি না পড়িতে পড়িতে অশ্বারোহী ভীম চীৎকার করিয়া অশ্ব হইতে নিপতিত হইল; চণ্ডের শাণিত বর্শা তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়াছে। সঙ্গী কয়েক জনের নিধনে অন্য অশ্বারোহিগণ ভীম গর্জ্জন করিয়া ভীষণ বলে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল; নবাগত অশ্বারোহী এবং চণ্ড প্রচণ্ডবলে বিপক্ষদল লণ্ড ভণ্ড করিতে লাগিলেন।

চণ্ড গভীরকণ্ঠে বলিলেন, "পামরগণ! তোদের দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল এই মুহূর্ত্তেই পাইবি, অবিলম্বে তোদের সঙ্গিগণের দশা-প্রাপ্ত হইতে হইবে।"

এই কথা মুখে থাকিতে থাকিতে পার্শ্বস্থ অশ্বারোহীর গলদেশে অসি প্রহার করিলেন; অশ্বারোহীও স্বীয় অসিদ্বারা আঘাত ব্যর্থ করিল। কিন্তু অসি ভগ্ন করিয়া, চণ্ডের তরবারি যেন দ্বিগুণ বলের সহিত তাহার মস্তকে লাগিল। ভীমাঘাতে মস্তক, স্কন্ধ হইতে বিচ্যুত হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। অশ্বারোহী প্রাণত্যাগ করিল। অন্য অশ্বারোহিদ্বয় সঙ্গিগণের দশা দেখিয়া, কিছুমাত্র ভীত না হইয়া ঘোর বিক্রমের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিল।

চণ্ড যার-পর-নাই শ্রান্ত হইয়াছেন; সমস্ত অঙ্গ শিথিল বোধ করিতে লাগিলেন; তথাপি মুহূর্ত্তজন্যও হতাশ্বাস হইলেন না; সিংহবিক্রমে শত্রুগণকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন।

এক জন অশ্বারোহী চণ্ডের বক্ষঃ লক্ষ্য করিয়া, শাণিত বর্শা নিক্ষেপ করিল; চণ্ড বিচিত্র কৌশলে স্বীয় চর্ম্ম দ্বারা তাহা নিবারিত করিলেন; কিন্তু সেই আঘাতে তাঁহার চর্ম্ম একেবারে দ্বিধা হইয়া গেল।

চণ্ড মুহূর্ত্তমাত্র নিরুৎসাহিত বা ভীত হইলেন না; ভীম সিংহনাদ করিয়া লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক আঘাতকারীর মস্তকে আঘাত করিলেন। তাহার মস্তক ছিন্ন হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। আর এক জন মাত্র শত্রু জীবিত; সে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া অশ্বের গতি ফিরাইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। চণ্ড স্বীয় অশ্ব সেই দিকে চালিত করিয়া হস্তস্থিত বর্শা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ত্যাগ করিলেন। বর্শা তাহার পৃষ্ঠদেশে বিদ্ধ হইল। অশ্বারোহী চীৎকার করিয়া পতিত হইল। চণ্ড স্বীয় অশ্ব হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া অসির আঘাতে তাহার মস্তকচ্ছেদন করিলেন। এতক্ষণ দশ জনের সহিত যুদ্ধ করিয়া বীরশ্রেষ্ঠ চণ্ড যার-পর-নাই শ্রান্ত হইয়াছেন। তাঁহার মস্তক ঘূরিতে লাগিল; বলহীন হস্ত হইতে অসি ঝঞ্ঝনা শব্দে পতিত হইল। তিনি স্বকীয় নিহত সৈন্যের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

আশ্রয়।

"শত জন্মে শোধিতে নারিব
তব ঋণ——'

রাবণবধ নাটক।

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। পক্ষিগণ নানাবিধ কোলাহল করিতে লাগিল। এখনও পর্য্যন্ত সূর্য্য উদয় হয় নাই; কেবল পূর্ব্বদিক্ ঈষৎ রক্তবর্ণ দৃষ্টি-গোচর হইতেছে।

এমন সময়ে মুকুল-জননী রণমল্লকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কাল যাহারা গিয়াছে, তাহারা কি সংবাদ লইয়া আসিয়াছে? কার্য্য কি শেষ হইয়া গিয়াছে?"

রণমল্লের বদনমণ্ডল ঘোরতর বিষণ্ণ; তিনি কোন উত্তর করিলেন না।

রাজ্ঞী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি

চুপ করিয়া রহিলেন কেন? তাহারা কি এখনও পর্য্যন্ত ফিরিয়া আসে নাই?"

রণমল্ল এ বার গম্ভীর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "না মা! এখনও পর্য্যন্ত কোন সংবাদ আসে নাই; বোধ করি, কার্য্য সাধিত হয় নাই।"

রাজ্ঞী বিষম চিন্তিতা হইলেন; বলিলেন, "দশ জনের মধ্যে কি কেহই ফিরিয়া আসে নাই?"

পাঠক মহাশয়! বোধ হয়, এতক্ষণে আপনারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, রণমল্ল রাজ্ঞীকে বশীভূত করিয়া চণ্ডের বিনাশার্থ দশ জন সৈন্যকে প্রেরণ করিয়াছে। তাহাদের যে, কি দশা হইয়াছে, তাহাও আপনারা জানিতে পারিয়াছেন।

রণমল্ল ম্লানবদনে বলিলেন, "আমার বিশ্বাস হইতেছে যে, তাহারা যদি কেহ জীবিত থাকিত, তাহা হইলে রাত্রিতেই আসিয়া সংবাদ দিত; কিন্তু বোধ হয়, কেহই জীবিত নাই। কালী সিংহকে আমি বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলাম যে, কার্য্য প্রতুল হইলে তন্মুহূর্ত্তে আমাকে সংবাদ দেয়। এতক্ষণ যখন জয়বার্ত্তা পাইতেছি না, তখন নিশ্চয়ই কোন বিপদ ঘটিয়াছে।"

রাজ্ঞী মহাভীতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি হইবে? সূর্য্য সিংহের মত বীর এবং যোদ্ধা এই চিতোরপুরীতে ছিল না; দেখুন, সেই সূর্য্যকেই পিপীলিকাবৎ বধ করিয়াছে; আর যাহাদিগকে পাঠাইয়াছিলেন, তাহারাও সাহসী ও বীর বটে। তবে একাকী দশ জনের সহিত যুদ্ধ করা কি সহজ ব্যাপার? পিতঃ! দশ জনকে এক জনে বধ করা সম্ভবপর নহে; অবশ্যই তাহারা কার্য্যসিদ্ধি করিয়াছে, এখনই সংবাদ পাইবেন।"

রণমল্লের অধরপ্রান্তে একটু হাস্যরেখা দেখা দিল; তিনি বলিলেন, "মা! তুমি চণ্ডকে সামান্য বিবেচনা করিও না, এমন অবারিত এবং লঘুহস্ত আমি কুত্রাপিও দেখি নাই; তরবারি-চালনে সুপটু এমন বীর এই সমগ্র মিবার-ভূমিতে আছে কি না জানি না। চণ্ড যেমন অস্ত্র-শস্ত্র-নিপুণ, তেমনি সাহসী ও বীর। দশ বিশ জনে তাঁহার কি করিতে পারিবে? যত জন যাইবে, কেহই ফিরিয়া আসিবে না; বৃথা প্রাণিহত্যায় কি ফল ফলিবে?"

রাজ্ঞীর বদনমণ্ডল ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল;

সত্রাসে বলিলেন, "তবে আর কি উপায়ে এই দুর্দ্ধর্ষ শত্রু নিধন করিবেন ?"

রণমল্ল বলিলেন, "আমিও কিছু ভাবিয়া পাই-তেছি না। যে কৌশল উদ্ভাবন করি, তাহাই ব্যর্থ হইয়া যায়। বড়ই ভয়ের কথা বটে।"

পাঠক মহাশয় ! ইহাদিগকে কিংকর্ত্তব্য চিন্তা করিতে অবকাশ দিয়া, চলুন, আমরা একবার মূর্চ্ছিত চণ্ডের কি দশা হইল দেখিয়া আসি। প্রাতঃসমীরণ স্পর্শ করিবার পূর্ব্বে বীরশ্রেষ্ঠ চণ্ড চৈতন্য লাভ করি-য়াছেন। কিন্তু এ কি! তিনি কোথায় আসিয়া-ছেন ? কোথায় তিনি দুর্গম গিরি-সঙ্কুল ভীষণ স্থানে অচেতন হইয়া পড়িয়াছেন,কিন্তু এ দেখিতেছি, সুবাসিত সুরঞ্জিত কক্ষ। মূর্চ্ছার প্রথম অপনো-দনে, চণ্ড ভাবিলেন, বুঝি তাঁহার ভ্রম হইয়াছে। এক বার চক্ষু মুদিলেন, আবার চক্ষু নিমীলিত করি-লেন ; দেখিলেন যে, সুদীর্ঘ, মর্ম্মরপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত সুবাসিত কক্ষ। কোথায় তিনি স্বকরনিহত শত্রুর শবদেহোপরি অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন, এ ক্ষণে দেখিতেছি সুকোমল পর্য্যঙ্কোপরি শায়িত রহিয়া-ছেন। তিনি যার-পর-নাই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন ;

ভাবিলেন, আমি কেমন করিয়া এ স্থানে আসিলাম? কে আমাকে আনিল? কে আমাকে এত যত্ন করিয়া এই সুরঞ্জিত সুবাসিত কক্ষে শয়ন করাইল?”

তিনি ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না; এক বার ভাবিলেন, “কোন শত্রু কি আমাকে বন্দী করিয়া আনিয়াছে?” আবার ভাবিলেন, “না, তাহা নহে; তাহা হইলে এত যত্ন করিয়া রাখিবে কেন?”

চণ্ড ঘোর ফাঁফরে পড়িলেন; ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। মন ঘোর বিস্ময়ে দোদুল্যমান। দ্বারস্থিত নীলবর্ণের পর্দা ভেদ করিয়া তরুণ অরুণ-কিরণ কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। মৃদুমন্দ প্রাতঃসমীরণে পর্দাখানি ঈষৎ কম্পিত হইতেছে। পার্শ্বস্থ উদ্যানমধ্যে দয়েল শ্রবণতৃপ্তিকর মধুর শিস্ দিতেছে। দুই একটী ক্ষুদ্র চড়াই উড়িয়া গবাক্ষের উপর বসিতেছে, আবার আপন মনে কোথায় উড়িয়া যাইতেছে। চণ্ড এক বার ভাবিলেন, “সেই অশ্বারোহীরাই বা কোথায়? তাঁরা, তিনি আমাকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই মনোরম স্থানে আনয়ন করিয়াছেন?

এ কোন্ স্থান ? কাহার বাড়ী ? আমি কোন্ স্থানে আসিয়াছি ?”

এই সমস্ত চিন্তা তাঁহার মনোমধ্যে প্রবল বেগে উদয় হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বেলা ক্রমে বাড়িতে লাগিল ; সূর্য্যের উত্তাপ প্রখর হইতে লাগিল। শিশিরবিন্দু সমূহ সূর্য্যের কিরণে শুকাইয়া যাইতে লাগিল। গ্রাম্য কোলাহল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিল। মাটী গরম হইতে লাগিল। এত বেলা হইয়াছে, তথাপি কেহই সেই প্রকোষ্ঠে আসিয়া তাঁহাকে কোন সংবাদ দিল না। কি করিবেন, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। এই অপরিচিত স্থানে কাহার নিকটই বা জিজ্ঞাসা করিবেন ? আর জিজ্ঞাসা করিবার মানুষই বা কোথায় ? চণ্ড পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। সমস্ত রাত্রি যুদ্ধ করিয়া শ্রান্ত হইয়াছিলেন ; যদিও তাঁহার কোন স্থানে কোন গুরুতর আঘাত লাগিয়াছিল না; তথাপি সমস্ত শরীরে অত্যন্ত বেদনা ; ধীরে ধীরে নিদ্রা যাইবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু কোনও ক্রমেই তিনি নিদ্রাদেবীর সুকোমল অঙ্কে স্থান পাইলেন না। আবার চক্ষু নিমীলিত করিলেন ; ধীরে

ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া পর্য্যঙ্কোপরি উপবেশন করিলেন।

এমন সময় অলঙ্কারের ঈষৎ ঝনৎকার শব্দ তাঁহার পশ্চাৎ দিকে শ্রুত হইল। চণ্ড সেই দিকে মুখ ফিরাইলেন; দেখিলেন, এক আলুলায়িতকুন্তলা পরমা সুন্দরী গৌরাঙ্গী যুবতী। যুবরাজ সেই দিকে মুখ ফিরাইতে,রমণী সঙ্কুচিতা হইয়া অধোমুখী হইলেন। তাঁহার ইন্দীবরবিনিন্দিত ভ্রমরকৃষ্ণ চক্ষুর্দ্বয় হইতে দুই এক ফোঁটা আনন্দাশ্রু বিগলিত হইল। চণ্ড অনিমিষলোচনে সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী যুবতীকে দেখিতে লাগিলেন।

কিয়ৎ কাল পরে চণ্ড ধীরে ধীরে বলিলেন, "সুন্দরি! ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন; আমি কোথায়, কাহার নিকট আসিয়াছি, আপনার জানা থাকিলে আমার নিকট বলিয়া বাধিত করুন।"

যুবতী বীণাবিনিন্দিত সুমধুর স্বরে বলিলেন, "যুবরাজ! দাসীর নিকট এত বিনয়ের আবশ্যক কি? আপনি অতি নিরাপদ স্থানে আছেন,না জানি আপনার শুশ্রূষার কি ক্রুটী হইয়াছে; অনুগ্রহপূর্ব্বক পদসেবিকা দাসী বলিয়া অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।"

চণ্ডের কর্ণে যেন অমৃত বর্ষণ হইল। চণ্ড বলিলেন, "সুন্দরি! আপনার মধুর আলাপে যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হইলাম; আপনি অবশ্যই কোন মহৎ-বংশ-সম্ভূতা হইবেন, সন্দেহ নাই। আপনার শুশ্রূষায় আমি যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি; এ জীবনে আপনার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না। অধিক কি বলিব, আপনার দ্বারা আজ জীবন লাভ করিলাম; আপনি আমার জীবনদাত্রী।"

রমণীর শ্রবণকুহরে যেন অমৃত বর্ষণ হইল। এক-মনে চণ্ডের সেই মধুমাখা কথা শুনিতে লাগিলেন।

চণ্ড আবার বলিলেন, "সুন্দরি! আপনার অনুগ্রহ, সদালাপ এ জীবনে কখনই ভুলিতে পারিব না। আমি কোন্ স্থানে কাহার আবাসে আসিয়াছি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলিয়া আমার কৌতূহল নিবৃত্তি করুন।"

রমণী পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "মহারাজাধি-রাজ! আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আপনি অতি নিরা-পদ স্থানে আছেন; এ আপনারই স্থান।"

রমণী অনিমিষলোচনে চণ্ডের পরম সুন্দর উদার-বীর-কান্তি দেখিতে লাগিলেন। এমন সুন্দর,

এমন মধুর লাবণ্যময়—জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ তিনি আর কোথাও দেখিয়াছেন কি না সন্দেহ।

চণ্ড বলিলেন, "এ নগরীর নাম কি?"

রমণী ধীরে ধীরে বলিলেন, "রতনপুর।"

চণ্ড জিজ্ঞাসা করিলেন, "রতনপুর? তবে কোন্ রতনপুর? তবে কি সর্দ্দার-কুলতিলক দয়াল সিংহের রতনপুর?"

যুবতী আবার মৃদুকণ্ঠস্বরে বলিলেন, "মহারাজ! আজ দাসীর আবাস পবিত্র হইল; আপনার শুশ্রূষা করিয়া এ দাসী আজ কৃতকৃতার্থ হইল। জানি না, পূর্ব্বজন্মে কত পুণ্য উপার্জ্জন করিয়াছিলাম, তাই আপনার পদসেবা করিতে পাইলাম। দাসীর বড় সৌভাগ্য যে, বীরশ্রেষ্ঠ প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজাধিরাজ বাপ্পারাওলের বংশধর আমার সামান্য গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন। আজ আমি আমাকে ধন্যা মনে করিলাম। যুবরাজ! যদি রাত্রিতে নিদ্রা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে এক্ষণে নিদ্রা যান; এ দাসী যুবরাজের পদসেবা করিয়া কৃতার্থ মনে করিবে।"

চণ্ড বলিলেন, "না, এখন আমার শরীর অনেক সুস্থ; আর নিদ্রা যাইবার কোন আবশ্যক নাই।

আপনার যত্নে ও শুশ্রূষায় আমার শরীরে এখন কোনরূপ উদ্বেগ নাই।"

রমণী আবার বলিলেন, "এ দাসীর যৎসামান্য শুশ্রূষায় যুবরাজ সন্তুষ্ট হইয়াছেন, ইহা আমার পক্ষে বড়ই আহ্লাদের বিষয় সন্দেহ নাই। এ দাসীর এমন কোন গুণ নাই যে, তাহা দ্বারা মহারাজকে সন্তুষ্ট করিতে পারে। দাসী বলিয়া স্মরণ রাখিলে বড়ই বাধিত ও কৃতার্থ হইব। যুবরাজ! দাসীর একটী ভিক্ষা —"

চণ্ড বলিলেন, "প্রাণ দিয়াও আপনার বাক্য রক্ষা করিব।"

রমণী বলিলেন, "মহারাজ! দাসীর যখন মৃত্যু-সময় উপস্থিত হইবে, তখন এক বার দেখা দিবেন।"

চণ্ড বলিলেন, "ঈশ্বর আপনাকে কুশলে রাখুন, আমাকে যখনই স্মরণ করিবেন, তখনই আসিয়া দেখা করিব।"

কে জানে কেন রমণীর উজ্জ্বল লোচনাপাঙ্গে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। মুক্তাফলের ন্যায় সেই অশ্রু-বিন্দু দীর্ঘ কেশদামে মিশিয়া গেল।

যুবরাজ বলিলেন, "তবে অদ্য আমাকে বিদায়

দিন। আপনার সৌজন্যতা এবং সদালাপে পরম পরিতোষ লাভ করিলাম, চিরজীবন আপনার দয়া এবং সদ্ব্যবহার স্মরণ করিব ; এ জীবনে আর কাহা-রও দ্বারা এরূপ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি কি না, স্মরণ হয় না ; আপনি যদি আমাকে দয়া না করি-তেন, তাহা হইলে আমার যে কি হইত, বলিতে পারি না।"

'বিদায় দিন" এই কথাটীতে রমণীর অন্তঃকরণে বিষম আঘাত লাগিল ; তিনি মনে মনে বলিলেন, "কাহাকে বিদায় দিব ? এ জীবনে এ দেহে বিদায় দিব না ; যত ক্ষণ দেহে প্রাণ থাকিবে, তত ক্ষণ তোমার ঐ মূর্ত্তি ধ্যান করিব।"

তিনি শিহরিয়া উঠিলেন ; নয়নাপাঙ্গে আবার জলধারা দেখা দিল ; অধোমুখী হইয়া নীরবে রহি-লেন।

চণ্ড আবার ধীরে ধীরে বলিলেন, "আপনার ঋণ এ জীবনে পরিশোধ করিবার সাধ্য নাই। এ দেহে আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ রহিলাম ; কৃতজ্ঞতার সামান্য চিহ্নস্বরূপ এই সামান্য হার আপনাকে অর্পণ করিলাম।"

এই বলিয়া চণ্ড স্বীয় কণ্ঠ হইতে মণিমাণিক্য-জড়িত মহামূল্য কণ্ঠমালা রমণীর করে অর্পণ করিলেন।

রমণীর শরীর সহসা কণ্টকিত হইল; ধীরে ধীরে কণ্ঠমালা হস্তে লইলেন; মনে মনে বলিলেন, "যাবজ্জীবন এই অমূল্য জিনিষ বক্ষে ধারণ করিব।"

চণ্ড বলিলেন, "আপনি আমার যে উপকার করিয়াছেন, তাহার শতাংশের একাংশও কি এই সামান্য হারে শোধ দিতে পারে? তথাপি আমার স্মরণ-চিহ্নস্বরূপ ইহা আপনার করকমলে অর্পণ করিলাম।"

যুবতীর হৃদয় আবার চমকিয়া উঠিল; শরীর আবার কণ্টকিত হইল। রমণী আবার ধীরে ধীরে বলিলেন, "দাসীকে স্মরণ রাখিলেই কৃতার্থ জ্ঞান করিব।"

চণ্ড বলিলেন, "আপনাকে স্মরণ রাখিব না কাহাকে স্মরণ রাখিব? যিনি আমার সম্মুখ-মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাকে স্মরণ রাখিব না? চিরজীবন আপনাকে কনিষ্ঠা সহোদরার ন্যায়—"

রমণী মূর্চ্ছিতা হইয়া ছিন্নমূল লতার ন্যায় পতিতা হইলেন।

চণ্ড ব্যস্ত হইয়া শীঘ্র পর্য্যঙ্ক হইতে নামিয়া মূর্চ্ছিতা রমণীর দেহলতা পর্য্যঙ্কোপরি উঠাইয়া ললাটে এবং চক্ষে শীতল বারি ছিটাইয়া দিতে লাগিলেন।

রমণী ধীরে ধীরে চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। যুবরাজের দিকে চাহিয়া বলিলেন,"আমি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম যে, স্বর্গ হইতে যেন কোন মহাপুরুষ নামিয়া আসিয়া আমার মস্তক তাঁহার উরুদেশে স্থাপনপূর্ব্বক শুশ্রূষা করিতেছেন; তিনি কে? আপনি?"

চণ্ড বুঝিলেন যে, ইনি কোন প্রকার প্রলাপ বকিতেছেন; আবার চক্ষে এবং ললাটে শীতল জলসেক দিতে লাগিলেন।

রমণী ধীরে ধীরে উঠিতে চেষ্টা করিলেন। চণ্ড বাধা দিয়া বলিলেন, "এখন আপনার শরীর অসুস্থ; এখন উঠিলে হয় ত কোন স্থানে পড়িয়া গিয়া বেদনা পাইবেন।"

রমণী বলিলেন, "না যুবরাজ! আমার কোন কষ্টই হইবে না, আমি সুস্থা হইয়াছি।"

রমণী ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া দাঁড়াই-

লেন। এমন সময়ে বাহির হইতে কে বলিল, "আপনাকে আপনার জননী স্মরণ করিয়াছেন।"

যুবতী বলিলেন, "যুবরাজ! মাতা ডাকিতেছেন কেন শুনিয়া আসি।"

চণ্ড দেখিলেন যে, রমণীর মুখকমল অশ্রুজলে ভাসিতেছে। যাইবার সময় যুবতী এক বার প্রাণ ভরিয়া চণ্ডের মুখকান্তি দেখিলেন।

চণ্ড ভাবিলেন, "এই রমণী কে? আর কেনই বা আমাকে এত যত্ন করিতেছে?" তিনি সেই দিন তথায় বিশ্রাম করিয়া চিতোরে প্রত্যাগমন করিলেন। রমণীর সরল ব্যবহার এবং অশ্রুপূর্ণ-লোচন এ জন্মে ভুলিলেন না। চিতোরে প্রত্যাগমন করিয়া সুধীরার বহু অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু কোথাও তাহাকে পাইলেন না।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

শৈল-শিখরে।

"MIRANDA. Do you love me?

FERDINAND. Oh heaven! Oh earth! bear witness to this sound, and crown what I profess with kind event, if I speak true; if hollowly, invert what best is boded me to mischief! I, beyond all limit of what else i' the world, do love, prize, honour you."

SHAKESPERE—THE TEMPEST.

রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। বিশাল নীল আকাশে নক্ষত্রবধূগণ-বিভূষিত হইয়া চন্দ্রমা হাসিতেছে। সুধাময়ী রজনী গভীর নিস্তব্ধ। কোথাও কোন প্রকার শব্দ শুনা যাইতেছে না। নক্ষত্রগণ কেহ কেহ চন্দ্রকে ঘেরিয়া আছে, কেহ কেহ একত্র সন্নিবেশিত হইয়া আপন রূপের ঠমকে আপনা আপনি জ্বলিতেছে। অতি দূরে শৃগাল-বৃন্দের উচ্চ কোলাহল শুনা যাইতেছে; আবার ক্ষণ-বিলম্বে তাহা অনন্তাকাশে মিশিয়া যাইতেছে। ক্বচিৎ

দুই একটী রাত্রিচর পক্ষীর কর্ক্কশ স্বর শুনা যাইতেছে। দুই এক খানি মেঘ, একবার চন্দ্রকে ঘেরিতেছে, আবার হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে উড়িয়া যাইতেছে। সরসীজলে চন্দ্ররশ্মি পতিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে; মীনগণের উল্লাসে, বোধ হইতেছে, যেন জলমধ্যে সহস্র সহস্র চন্দ্রমা নৃত্য করিতেছে। কুমুদিনী আহ্লাদে আটখানা হইয়া সগর্ব্বে স্বীয় মৃণালোপরি বসিয়া আছেন; তাঁহার আহ্লাদ আজ দেখে কে? আজ তিনিই যেন সরোবরের একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবী; স্বামিসমাগমে জগৎকে যেন তৃণজ্ঞান করিতেছেন। হায়, কুমুদিনি! তোমার এ বৃথা অহঙ্কার কতক্ষণ? এই নশ্বর পৃথিবীতে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। ধন, জন, যৌবন, কিছুই চিরকাল থাকে না; কালের ভীষণ ঘূর্ণমান চক্রে সকলই নিষ্পেষিত হইতেছে। যাহার সহায়তায় আজ তোমার এত অহঙ্কার, এত ছটা, তিনিই নিয়ত মলিনভাবে দৃষ্ট হইতেছেন। ঝোপের উপরিভাগে রাশি রাশি জোনাকীগণ একত্র সমবেত হইয়া ঝক্ ঝক্ করিতেছে; কোথাও বা দুই একটী জোনাকী উপরে উড়িতেছে, এবং মানব-মনের ক্ষণস্থায়ী

চিন্তার ন্যায় আবার জ্বলিতেছে, আবার দলমধ্যে সমবেত হইতেছে। নদীপুলিনে চন্দ্রকিরণ পতিত হইয়াছে; তাহাতে বোধ হইতেছে যে, রাশি রাশি স্বর্ণকণা জ্বলিতেছে। বৃক্ষের নব শ্যামল পত্রের উপর চন্দ্ররশ্মি পতিত হইয়া স্নিগ্ধ শ্যামলতা বৃদ্ধি করিতেছে। সমীরণ মৃদু মৃদু প্রবাহিত হইয়া তরঙ্গিণীর বক্ষঃ ঈষৎ কম্পিত করিতেছে। নৈশ সমীরণে আন্দোলিত হইয়া শিশিরবিন্দুসমূহ টুপ টুপ্ স্বরে পুষ্করিণীর মধ্যে এবং শ্যামল দুর্ব্বাদলে পড়িয়া মিশিয়া যাইতেছে। বিমল চন্দ্রালোকে দিবা ভ্রম করিয়া নীড়স্থিত দুই একটী বায়স কা কা রব করিতেছে, আবার নিস্তব্ধ হইতেছে। সুধাধবলিত অট্টালিকার উপর চন্দ্রকিরণ পতিত হইয়া বড়ই সুন্দর দেখাইতেছে। চন্দ্রের নিম্নভাগে কৃষ্ণ-বিন্দুবৎ ক্ষুদ্র চকোর সুধাপান করিয়া উড়িতেছে। নভোমণ্ডল অতিশয় পরিষ্কার। প্রকৃতি সতী চন্দ্র-মুকুট মাথায় করিয়া নক্ষত্র-হার গলায় পরিয়া যেন হাসিতেছে।

পাঠক মহাশয়! এই বিমল চন্দ্রালোকে একবার হল্লার জনপদে চলুন, তথায় কি ব্যাপার হইতেছে দেখিয়া আসি। এমন সময়ে হল্লার জন-

পদস্থ একটী বৃহৎ অট্টালিকা-সম্মুখস্থ একটী সুরম্য উদ্যানমধ্যে এক জন যুবাপুরুষ একাকী পরিভ্রমণ করিতেছেন। উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে তাঁহার ললাটস্থিত হীরকখণ্ড বিদ্যুতের ন্যায় জ্বলিতেছে। যুবকের বয়স প্রায় পঞ্চবিংশ বৎসর হইবেক। অত্যুজ্জ্বল মুখশ্রী; অনিন্দ্য দীর্ঘ অবয়ব; আজানু-লম্বিত সুদীর্ঘ বাহুযুগল। পরিধানে মূল্যবান্ পরি-চ্ছদ। বাম ভাগে সুবর্ণ-নির্ম্মিত কোষে অসি ল-ম্বিত। যুবকের পরম সুন্দর মুখখানি চিন্তাভারা-ক্রান্ত। একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত বেদীর উপর একটী মনোহর ও সুস্নিগ্ধ কামিনী ফুলের কুঞ্জ। যুবক সেই কামিনী বৃক্ষের তলায় বসিয়া রহিয়াছেন। গোলাপ, কুন্দ, টগর, গন্ধরাজ, বেল, যুঁই প্রভৃতি পুষ্পকুমারীগণ চন্দ্রের আলোকে বাধা দিয়া নৈশ পবনে ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে। যুবক কি অনি-মিষ-নেত্রে তাহা দেখিতেছেন? না, তাহা হইলে তাঁহার চক্ষুঃ এ প্রকার রক্তবর্ণ এবং অশ্রুপূর্ণ হইবে কেন?

অকস্মাৎ যুবক চমকিয়া উঠিলেন। দূরে ম-ধুর সঙ্গীত-লহরী যেন তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ

করিল। তাঁহার হৃদয়-তন্ত্রী অকস্মাৎ বাজিয়া উঠিল। তিনি শুনিলেন, কে যেন গাহিতেছে। স্বর বামাকণ্ঠনির্গত বলিয়া বোধ হইল। সেই স্বরতরঙ্গ বক্ষে লইয়া পবনদেব ছুটিতেছেন। তিনি শুনিলেন, কে যেন গাহিল, "নীলিম গগনমাঝে চন্দ্রমা ভাসি'ছে।" যুবকের হৃদয়তন্ত্রী আবার বাজিয়া উঠিল; তাঁহার সকল চিন্তা যেন প্রশমিত হইল। আবার শুনিলেন, কে যেন গাহিল, "তারাময় সিঁথিকাটা প্রকৃতি হাসি'ছে।"

যুবক আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; ধীরে ধীরে সেই সঙ্গীতধ্বনি লক্ষ্য করিয়া যাইতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে উদ্যান পরিত্যাগ করিয়া এক পর্ব্বতের সানুদেশে উপনীত হইলেন। অত্যুজ্জ্বল চন্দ্রকিরণে সেই পর্ব্বতের এক শিলাখণ্ডের উপর আলুলায়িতকুন্তলা, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী এক গৌরাঙ্গী যুবতী শোভমানা। যুবতী এক শিলাখণ্ডের উপর উপবেশন করিয়া করতলে কপোল বিন্যস্ত করতঃ সপ্ত সুরে স্বীয় মধুর কণ্ঠ মিলাইয়া গান করিতেছেন। যুবতী আবার গাহিলেন—

রাগিণী—বেহাগ। তাল—আড়া।

নীলিম গগনমাঝে চন্দ্রমা ভাসি'ছে।
তারাময় সিঁথিকাটা প্রকৃতি হাসি'ছে।
সরোবরে কুমুদিনী, অতিশয় আনন্দিনী,
পাইয়ে জীবন কান্তে, ধীরে ধীরে নাচি'ছে।
বিমল-বরণ ইন্দু, বিতরিয়া সুধাবিন্দু,
বিতরিয়া শান্তি-বারি জীবগণে তুষি'ছে।
মৃদুমন্দ সমীরণে, সুখী হয় জগজ্জনে,
অভাগীর চিত্ত কেন রহি' রহি' কাঁপি'ছে।
উদ্যানেতে ফুলগণ, পেয়ে শশীর কিরণ,
হেলিয়া মৃদু পবনে ধীরে ধীরে ফুটি'ছে।
আমি অতি অভাগিনী, পা'ব কি সে গুণমণি,
যাহার লাগিয়ে মোর এ পরাণ কাঁদিছে ?।

সঙ্গীত থামিল। যুবক মন্ত্র-মুগ্ধবৎ অসামান্যা রূপ-লাবণ্যবতী রমণীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। যুবতী সঙ্গীত সমাপ্ত করিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন ; একবার ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিলেন। আবার গাহিতে লাগিলেন—

রাগিণী—ঝিঁঝিট। তাল—আড়া।

নিদয় বিধাতা কেন প্রেমধন সৃজিল !
স্বর্গীয় ভূষণে কেন বিভূষিত করিল।

আমি কাঁদি যাঁ'র তরে, সে কি তাহা মনে করে,
না পাইব আর তাঁ'রে এই ক্ষোভ রহিল।
বড়ই অদ্ভুত রূপে, দেখিয়াছি সে রতনে,
সে মোহন মূরতি মরমেতে রহিল।
দিবানিশি তাঁ'কে ভাবি, নাহি জানি কেন ভাবি,
ভাবিতে ভাবিতে মোর এ জীবন ডুবিল।
যত দিন থাকে প্রাণ, করিব তাঁহাকে ধ্যান,
সেই ধ্যান-বিষে মম এ জীবন নাশিল।

গান গাহিতে গাহিতে রমণীর পদ্মপলাশসদৃশ বৃহৎ আকর্ণবিশ্রান্ত লোচন হইতে জলধারা পড়িতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সেই গীতলহরী নৈশাকাশে বিলীন হইল। যুবকের হৃদয় শিহরিয়া উঠিল। এ কণ্ঠস্বর যেন তাঁহার পরিচিত পরিচিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। চন্দ্রকিরণে অনিমিষলোচনে রমণীকে দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই অস্পষ্ট কিরণে কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার মন যার-পর-নাই উচাটন হইতে লাগিল; ধীরে ধীরে মৃদুপাদবিক্ষেপে সেই পর্ব্বতোপরি উঠিতে লাগিলেন। যুবতী আবার গাহিলেন—

রাগিণী—আলিয়া। তাল—আড়া।

কেন কাঁদে এ পরাণ কহিব তা' কেমনে ;
পরাণ দহি'ছে মোর বিচ্ছেদেরই দহনে।
কত বার ভাবি মনে, ভাবিব না সে রতনে,
ভুলিতে গেলেই বড় বাজে মম পরাণে।
যাঁ'র শ্রীচরণে প্রাণ, যাঁ'র নাম ধ্যান জ্ঞান,
ভুলিতে কি পারি তাঁ'রে আর এই জীবনে ?।

সঙ্গীত সমাপ্ত হইল। ক্রমে ক্রমে সেই গীতলহরী অনন্তাকাশে বিলীন হইয়া গেল। যুবক আবার ধীরে ধীরে উঠিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে রমণীর নিকটে উপনীত হইলেন। যুবতী তাঁহার আগমন-শব্দ টের পাইয়া সেই দিকে মুখ ফিরাইলেন। যুবক চন্দ্রালোকে সেই গৌরাঙ্গী তন্বঙ্গীর অপূর্ব্ব মুখমণ্ডল দেখিলেন; মুখখানা বড়ই সুন্দর দেখিলেন। পূর্ব্বে যেন কোথাও দেখিয়াছেন দেখিয়াছেন বলিয়া তাঁহার বোধ হইতে লাগিল। যুবকের মনে এক অভূতপূর্ব্ব ভাব উপস্থিত হইল—তাঁহার শরীর কণ্টকিত হইল। যুবতী এই অসম্ভাবিক স্থানে মনুষ্যসমাগমে কিছুমাত্র ভীতা না হইয়া যুবকের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

যুবক একদৃষ্টে রমণীকে দেখিতে লাগিলেন।

রমণী ধীরে ধীরে বলিলেন, "মহাশয়! আপনি কে? কি জন্য এই গভীর নিশীথে এখানে আসিলেন?"

রমণীর বীণাবিনিন্দিত মধুর স্বর শুনিয়া যুবকের শরীর অকস্মাৎ শিহরিয়া উঠিল; এ স্বর যেন কোন দিন শুনিয়াছেন বলিয়া তাঁহার বোধ হইল।

তিনি ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "সুন্দরি! আপনার কোকিল-কণ্ঠ-বিনিন্দিত মধুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া এখানে আসিয়াছি। বিশেষতঃ এই বিজন স্থানে আপনাকে একাকিনী দেখিয়া আমার চিত্তে বড়ই কৌতূহল জন্মিয়াছে; অতএব সুন্দরি! যদি বলিবার কোন প্রতিবন্ধক না থাকে, তাহা হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার কৌতূহল নিবৃত্তি করুন।"

রমণী অনিমিষলোচনে যুবকের সমস্ত অঙ্গ দেখিতে লাগিলেন। যুবতী কম্পিত-কণ্ঠে "যুবরাজ! এ দাসীকে কি চিনিতে——" বলিয়া অকস্মাৎ মূৰ্চ্ছিত হইয়া যেই শিলাতলে পড়িয়া যাইবেন, যুবক অমনি তাঁহাকে ধরিলেন। তিনি আপন উরুদেশে রমণীর মস্তক রাখিলেন। অত্যুজ্জ্বল বিমল চন্দ্রা-

লোকে রমণীর মুখখানি দেখিতে লাগিলেন। যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মন আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। চক্ষুঃ হইতে আনন্দাশ্রু বেগে নির্গত হইয়া মুখমণ্ডল আপ্লুত করিল।

যুবক নিকটবর্ত্তী ঝরণা হইতে জল লইয়া মূর্চ্ছিতার নাকে মুখে ছিটাইয়া দিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে রমণী ধীরে ধীরে চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। যুবক গদগদকণ্ঠে বলিলেন, "হেমাঙ্গিনি !—"

রমণী আবার চক্ষুঃ মুদিলেন। কে জানে, তখন তাঁহার মনে কত সুখ; যে ভাগ্যবতী এরূপ সুখে সুখী হইয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারিয়াছেন। হেমাঙ্গিনী আবার চক্ষুরুন্মীলন করিলেন।

যুবক রুদ্ধকণ্ঠে গদগদস্বরে বলিলেন, "হেমাঙ্গিনি! তুমি ধন্যা; সে দিন তোমার পবিত্র দেহ আমার উরুদেশে স্থাপন করিয়া, আপনাকে ধন্য বিবেচনা করিয়াছিলাম, আজ আবার সেই সুকুমার দেহলতা হৃদয়ে ধারণ করিয়া ধন্য হইলাম। হেম! তুমি যে আমাকে এত দিন মনে রাখিয়াছ, এ আহ্লাদ আমি কাহার নিকট জানাইব? হেম! আজ আমার অতুল সুখ, অতুল আনন্দ।"

কিরণ ধীরে ধীরে যুবরাজের বক্ষে মস্তক লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন ; কে জানে তাঁহার মনে কত সুখের—কত আনন্দের কান্না। যুবক, যুবতীর মুখখানি উঠাইয়া স্বীয় বসন দ্বারা সযত্নে মুছাইয়া দিলেন। হেমাঙ্গিনী বলিলেন, "প্রাণেশ্বর ! এ দাসী যে দিন তোমাকে দেখিয়াছে, সেই দিন হইতেই কায়মনোবাক্যে তোমার শ্রীচরণের দাসী হইয়াছে। আমি যত দিন জীবিত থাকিব, তত দিন তোমার ঐ পাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করিব। এত দিন কেবল তোমারই চিন্তা করিয়াছি—দিবানিশি কেবল তোমারই ধ্যান করিয়াছি।"

যুবক গদ্‌গদস্বরে বলিলেন, "প্রাণেশ্বরি !—প্রাণের হেম ! এ জীবনে তোমাকে ভুলিব না, যত দিন বাঁচিয়া থাকিব, তোমার ঐ মুখখানি মনে মনে ধ্যান করিব।"

দেখিতে দেখিতে চন্দ্রমা পশ্চিম গগনে বিলীন হইলেন। নক্ষত্রগণ একেবারে অদৃশ্য হইতে লাগিল। রাত্রি প্রভাত হইল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিমাতা-সকাশে।

"সাধিতে প্রতিজ্ঞা যদি হয় প্রয়োজন,
উপাড়িব একা নভ নক্ষত্রমণ্ডল।"

পলাশীর যুদ্ধ।

একে রাত্রি অন্ধকার, তাহাতে আবার নিবিড় নীরদমালায় গগনমণ্ডল আবৃত; চতুর্দ্দিকে ভয়ানক অন্ধকার! রজনী দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। কোথাও কোন প্রকার সাড়া শব্দ নাই। আকাশে একটীও নক্ষত্র দেখা যাইতেছে না।

এমন সময় দুই জন লোক চিতোরের প্রশস্ত রাজবর্ত্ম-পার্শ্বস্থ একটী বিশাল বটবৃক্ষমূলে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে এক জন রমণী, অপর জন পুরুষ। যিনি রমণী, তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চত্রিংশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে; অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি সুন্দর; মস্তকে রুক্ষ কেশ; পরিধানে শুক্লাম্বর; অঙ্গে কোন অলঙ্কার নাই; ইনি বিধবা। অপর জন যুবাপুরুষ; বয়স প্রায় বিংশ বৎসর হইবে। তাঁহার বর্ণ অত্যুজ্জ্বল গৌর, প্রশস্ত ললাট,

আকর্ণবিশ্রান্ত দীর্ঘ নয়ন, সমুন্নত নাসিকা, ঈষৎ রক্ত-বর্ণ গণ্ডদেশ, ওষ্ঠদ্বয় ঈষৎ পুরু এবং সুরক্তিম উন্নত অবয়ব। যুবকের বাহুযুগল আজানুলম্বিত; বক্ষঃস্থল বিশাল। তাঁহার মুখমণ্ডল স্বর্গীয় বিমল ভাবে পরিপূর্ণ; ওষ্ঠদ্বয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক; মুখখানি ধীর এবং চিন্তাশীল।

কিয়ৎকাল পরে রমণী বলিলেন, "কই, চণ্ড ত এখনও আসিল না?"

যুবক বলিলেন, "মা! আপনি অধীরা হইবেন না, তিনি অবশ্যই আসিবেন; তিনি ধার্ম্মিক, প্রাণান্তেও আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না; আপনি চিন্তা করিবেন না।"

রমণী বলিলেন, "হায়, বৎস! আমি আজ কোন্ লাজে তাঁহাকে মুখ দেখাইব? আমি কৈকেয়ী হইয়া ধার্ম্মিক রামকে বনবাসে প্রেরণ করিয়াছি। আমি যেই বলিয়াছি, চণ্ড আমার, বিনা আপত্তিতে তৎক্ষণাৎ চিতোর পরিত্যাগ করিয়াছে। হায়! কেন আমার মস্তকে বজ্রাঘাত হইল না? সর্পাঘাতে কেন আমার মৃত্যু হইল না? আমি এত দিন যাহাকে বিশ্বাস করিয়াছিলাম, যাহার পরামর্শানুযায়ী আমার চণ্ডকে ত্যাগ

করিয়াছি, আজ সেই বিশ্বাসঘাতক পাষণ্ড পিতা আমাকে এবং মুকুলকে বধ করিয়া চিতোর অধিকার করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। এত দিনে বুঝিলাম যে, পামর কেন চণ্ডকে আমার মন হইতে বিদূরিত করিয়াছে। হায়! আমি চণ্ডকে হত্যা করিবার জন্য কতই কুৎসিত উপায় না অবলম্বন করিয়াছি! যদি সে পাপময় কুটিল চক্রান্তে প্রাণ হারাইত, আজ আমি এই বিপদে কাঁদিয়া কাহার নিকট স্মরণ লই-তাম? কে আমাকে এবং মুকুলকে রক্ষা করিত? কে দুরাচারের করাল গ্রাস হইতে স্বর্ণপ্রসূ মিবারভূমি রক্ষা করিত? আমি পাপীয়সী, নরকেও আমার স্থান হইবে না! যে কার্য্য করিয়াছি, তাহাতে নরক কেন, তাহা হইতেও ভয়ঙ্কর শাস্তি আমার পক্ষে উপযুক্ত। দুরাশয় রণমল্লের কুটিল চক্রান্তে আমি এত দিন কিছুই বুঝিতে পারি নাই। পামর যাহাই বলি-য়াছে, অন্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাই করিয়াছি; ভাল মন্দ, ন্যায় অন্যায় কিছুই ভাবি নাই; আজ জানিলাম যে, তোমরা ব্যতীত এ জগতে আমার আর কেহ নাই। বাপ্প রঘুদেব! চণ্ড কি এ হতভাগিনীর মুখ দর্শন করিবে?"

রমণীর চক্ষুঃ দিয়া জলধারা পড়িতে লাগিল। রঘুদেব বলিলেন, “জননি! দাদা আপনাকে স্বীয় গর্ব্ভধারিণী অপেক্ষাও অধিক ভক্তি করেন। আপনি অন্যের পরামর্শানুযায়ী যতই কেন তাঁহার অনিষ্ট করুন না, তিনি কখন ভ্রান্তিক্রমেও আপনার এবং মুকুলের কোন অনিষ্ট করিবেন না; তিনি কেবল আপনার এবং মুকুলের মঙ্গলের জন্য লালায়িত। তিনি যেখানে যে ভাবে থাকুন না, সর্ব্বদাই আপনার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিতেছেন।”

রঘুদেব নিস্তব্ধ হইলেন; তাঁহার গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর ভাব ধারণ করিল।

রমণী পুনরায় বলিলেন, “হায়, রঘুদেব! আমি কোন্ লজ্জায় আর তাহার সম্মুখে মুখ বাহির করিব? চণ্ড বরং আমাকে ক্ষমা করিবে, কিন্তু লোক-সমাজে আমি কি প্রকারে এ পাপমুখ দেখাইব? ধর্ম্মের নিকট কি বলিব? হায়! কেন এ পাপপ্রাণ এ পাপদেহে এখন পর্য্যন্তও রহিয়াছে?”

এমন সময়ে দূরে অশ্বের পদধ্বনি শ্রুত হইল। উভয়ে উৎকর্ণ হইয়া অশ্বের আগমনপ্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে এক জন অশ্বারোহী তাঁহাদের নিকট আগমন করিয়া অশ্ব হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। অশ্বারোহীর সমস্ত অঙ্গ বর্ম্মে আবৃত। তাঁহার বামপার্শ্বে তরবারি; পৃষ্ঠে তূণীর ও কার্ম্মুক; পার্শ্বে বর্শা। অশ্বারোহী রমণীর পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন। রঘুদেব চণ্ডকে প্রণাম করিলেন। চণ্ড স্বীয় কনিষ্ঠকে গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন।

কিয়ৎ কাল পরে রাজ্ঞী রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "বাবা! আর কোন্ মুখে তোমার সঙ্গে কথা কহিব? এই পাপীয়সী তাহার কি পথ রাখিয়াছে?"

আর কথা কহিতে পারিলেন না; নয়নজলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল।

চণ্ড বিনয়নম্রবচনে বলিলেন, "মা! আপনি বৃথা আক্ষেপ করিবেন না; আপনার কিছুমাত্র দোষ নাই, সময়ই বিধাতার লিপি; সমুদায়ই আমার অদৃষ্টের দোষ। ভাবিয়া দেখুন, যখন মন্থরার কুটিল মন্ত্রণায় কৈকেয়ী যে ভগবান্ রামচন্দ্রকে বনে প্রেরণ করিয়াছিলেন, আবার যখন সেই রামচন্দ্র দেশে প্রত্যাগমন করিয়া জননীর চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়া-

ছিলেন, তখন কি কৈকেয়ীর পূর্ব্ববৎ অপত্যস্নেহ হইয়াছিল না? মা! যদিও এ দাস আপনার গর্ভজাত সন্তান নয়, কিন্তু জননি! এ দাস আপনাকে স্বীয় গর্ভধারিণী জননী অপেক্ষাও অধিক ভক্তি করিয়া থাকে। আমি যত দিন বাঁচিয়া থাকিব, আশীর্ব্বাদ করুন, তত দিন, যেন আপনার শ্রীচরণে আমার এই প্রকার অচলা ভক্তি এবং বিশ্বাস থাকে। মা! আপনি অশ্রুপাত করিবেন না, আপনার ক্রন্দনে আমার বড়ই কষ্ট হয়; আপনার এক ফোঁটা অশ্রুজল যেন ভীষণ শেল সম আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হয়। আর মা! আপনি যদি এই বিপদের সময় এইরূপ উতলা হন, তাহা হইলে সকল দিকই নষ্ট হইয়া যাইবে। ধৈর্য্যই বিপদের এক মাত্র সম্বল। মা! আপনার পায় পড়ি, পূর্ব্বদুর্ঘটনা সমুদায় বিস্মৃত হইয়া, আবার সস্নেহসম্ভাষণ করুন।"

পাঠক মহাশয়! চণ্ড কি প্রকারে চিতোর হইতে স্থানান্তরিত হইলেন, তাহা জানিবার জন্য বোধ করি, আপনার ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে। যুবরাজ চণ্ড সেই দিন রতনপুর হইতে ফিরিয়া আসিলে পর একদা তাঁহার বিমাতা তাঁহাকে বলিলেন, "শুন

চণ্ড! আমি অনেক দিন হইতে জানিয়াছি যে, তুমি এই চিতোররাজ্যপ্রাপ্তির জন্য লালায়িত, এবং সেই দুরাশা পূর্ণ করিবার জন্য তুমি অনেক চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করিয়াছ; কিন্তু অদ্যাপিও তুমি সেই দুরাশা পূর্ণ করিতে সক্ষম হইতে পার নাই। তুমি জান যে, এই মিবাররাজ্যের একাধিপতি আমার পুত্র শ্রীমান মুকুলজী। তুমি জান যে, স্বর্গীয় মহারাণা এই রাজ্য আমার পুত্রকে দিয়া গিয়াছেন, সুতরাং ইহাতে তোমার এবং তোমার কনিষ্ঠ সহোদর রঘুদেবের কোন প্রকার স্বত্বই নাই; এক্ষণে আমার যাহা ইচ্ছা, আমি তাহাই করিতে পারি। আমি যাহা বলিব, অবনতমস্তকে তাহাই তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে; আর যদি তাহা না কর, তাহা হইলে তোমাকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে।”

চণ্ড, অবনতমস্তকে এই কঠোর বাণী শুনিয়া বিনম্রবচনে বলিলেন, “রাজাজ্ঞা সর্ব্বদাই শিরোধার্য্য। আপনি আমাকে যাহাই আজ্ঞা করিবেন, অবনতমস্তকে আমাকে তাহাই স্বীকার করিতে হইবে।”

মুকুল-জননী আবার বলিলেন, “তবে শুন, চণ্ড!

অদ্য হইতে তোমাকে তিন দিন সময় দিলাম, যদি স্বীয় প্রাণের মমতা রাখ, এ স্থান হইতে অন্যত্র প্রস্থান কর। চিতোররাজ্যমধ্যে যদি এই নিয়মিত সময়ের পর তোমাকে কেহ দর্শন করে, তাহা হইলে তোমাকে রাজবিদ্রোহী বলিয়া গণনা করা যাইবেক। রাজবিদ্রোহীর দণ্ড শিরশ্ছেদন; তুমি আজ্ঞা প্রতিপালনে কুণ্ঠিত হইলে, তখনই—সেই মুহূর্ত্তে তোমার ছিন্নশিরঃ ধূলায় লুণ্ঠিত হইবেক।"

চণ্ড বিনতমস্তকে সমুদায় শুনিলেন; কিয়ৎ কাল পরে বলিলেন, "রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য। কিন্তু জননি! আমি চলিলাম তাহাতে আমার কোন খেদ নাই—কোন দুঃখ নাই। যখন স্বর্গীয় পিতা মহাশয়ের চরণস্পর্শ করিয়া রাজ্যের স্বত্ব ত্যাগ করিয়াছি, তখন উহাতে আমার কোন প্রকার অধিকারই নাই। জননি! যদি এই রাজ্যে আমার লোভ থাকিত, তাহা হইলে এত দিনে আপনার মুকুলের নাম কেহই লইত না; এত দিন এই বিশাল মিবাররাজ্য আমার করতলগত হইত। কিন্তু জননি! যখন ধর্ম্ম শপথ করিয়া, পিতার চরণস্পর্শ করিয়া, চিতোর-রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছি, তখন আর চিতোর-

রাজ্যের প্রতি আমার কিছুমাত্র লালসা নাই। জননি! এই বিশাল রাজ্য এবং রাজ্যস্থ লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নরনারীর জীবন এবং সুখ দুঃখ আপনার উপর নির্ভর করে; দেখিবেন, ইহারা যেন দুঃখে অশ্রুপাত না করে; প্রাতঃস্মরণীয় বীরশ্রেষ্ঠ বাপ্পারাওলের পবিত্র সিংহাসন যেন কলঙ্কিত না হয়; বাপ্পার বংশ যেন অনন্ত বিনাশ না পায়।"

চণ্ড নিস্তব্ধ হইলেন। মুকুল-জননী বলিলেন, "সে সমস্ত বিষয় আমি তোমা অপেক্ষা অধিক জানি এবং অধিক বুঝি। কিসে সিংহাসন কলঙ্কিত হয় আর না হয়, তাহা চণ্ড অপেক্ষা, চিতোরের রাজমহিষী অধিক জানে। তোমার আর বৃথা বাক্যব্যয় করিবার প্রয়োজন নাই; তুমি এই মুহূর্ত্তে স্থানান্তরিত হও।"

চণ্ড আর বাক্যব্যয় না করিয়া জননীকে প্রণাম করিলেন। পরে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন। বহির্ব্বাটীতে রঘুদেব তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

চণ্ড সাদরে ভ্রাতার গলা ধরিয়া বলিলেন, "ভাই! কাঁদিও না, তুমি কোন চিন্তা করিও না।"

রঘুদেব সজলনয়নে বলিলেন, "দাদা! আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান, আমি আপনার পদসেবা করিয়া কৃতার্থ হইব।"

চণ্ড, ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "ভাই! তুমি গেলে চিতোরের দৈনন্দিন ঘটনা কে আমার নিকট বলিবে? কাহা দ্বারা বা সংবাদ পাইব? আমি বেশ্ বুঝিতেছি যে, তুমি স্বীয় ইষ্টদেব অপেক্ষাও আমাকে অধিক ভক্তি কর। আমার দুঃখে যে তোমার মর্ম্মান্তিক যাতনা হয়, তাহাও আমি বেশ্ বুঝি; কিন্তু প্রাণাধিক! তুমি আমার সঙ্গে গেলে চিতোর একেবারে শূন্য হইবে; পামরগণ একেবারে সর্ব্ব-নাশ-সাধনের সময় পাইবে। তুমি চিন্তা করিও না, অতি সত্বরই দেখিতে পাইবে যে, জননী রণমল্লের কুটিল চক্রান্ত টের পাইবেন। তখন তিনি আমাকেই ডাকিবেন; তখন দেখিবে যে, রণমল্লের পাপমস্তক ধূলায় লুণ্ঠিত হইবে। ভাই! অধর্ম্ম কখনও গোপন থাকে না, অবশ্যই তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে। আমি এক্ষণে চলিলাম, আশীর্ব্বাদ করি যে, তুমি দীর্ঘ-জীবী হইয়া পরম সুখে ধর্ম্মোপার্জ্জন কর।"

এই বলিয়া বীরবর চণ্ড সজলনেত্রে রঘুদেবকে

আলিঙ্গন করিয়া প্রস্থান করিলেন। গমনকালীন কেবলমাত্র স্বীয় অনুগত পঞ্চাশ জন সর্দ্দার সঙ্গে করিয়া গমন করিলেন। যাইতে যাইতে অতি সমাদরের সহিত হল্লার নামক এক জনপদ প্রাপ্ত হইলেন।

এ দিকে চণ্ড চিতোর হইতে স্থানান্তরিত হইলে রণমল্ল এবং তাহার পামর মন্ত্রিগণের চক্রান্ত বাহির হইয়া পড়িল। পামর রণমল্ল এখন, তাহার কন্যা রাজ্ঞীকে এবং মুকুলকে হত্যা করিয়া চিতোর অধিকারে উদ্‌যোগী হইল। অচিরে তাহার চক্রান্ত রাজ্ঞীর কর্ণে প্রবেশ করিল। রাজ্ঞী একদা রণমল্লকে ডাকিয়া জনরব জ্ঞাপন করিলেন।

রণমল্ল কর্কশ স্বরে বলিলেন, "এ চিতোর রাজ্য এক্ষণে আমার শাসনাধীন; তুমি স্ত্রীলোক, মুকুল বালক, এক্ষণে রাজ্যসম্বন্ধে আমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করিব। এ রাজ্যে এখন তোমাদের কোন স্বত্বই নাই; এখন আমি এই চিতোরের একমাত্র অধীশ্বর। আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিব; ইচ্ছা হয় তোমার পুত্রকে লইয়া চিতোরে থাক, সামান্যরূপ আহারাদি এবং বসন ভূষণ পাইবে, আর

ইচ্ছা না হয়, তোমার যে স্থানে অভিরুচি গমন করিতে পার।"

এই বলিয়া পাপিষ্ঠ প্রস্থান করিল। রাজ্ঞীর মস্তক ঘূরিয়া গেল; চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন; চতুর্দ্দিকে অসংখ্য বিভীষিকা দেখিতে লাগিলেন। এ বিপদে তিনি কাহার স্মরণ লইবেন? কে তাঁহাকে এবং মুকুলকে রক্ষা করিবে? কেই বা মিবারভূমি রক্ষা করিবে? আর কেহই নয়, সেই পরিত্যক্ত চণ্ড। চণ্ডের ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ হইতে লাগিল। তখন বুঝিলেন যে, তাঁহার পিতা কেন চণ্ডের নামে তাঁহার নিকট অমূলক অপবাদ দিয়াছে, তখন বুঝিলেন যে, চণ্ড থাকিলে তাঁহার কি উপকার হইত। হায়! আর কি তিনি চণ্ডের দেখা পাইবেন? সেই চণ্ড এখন কোথায়? আর সে কেনই বা আসিয়া এই বিপদে তাঁহার সহায় হইবে? সে যদি পূর্ব্ব-অপমান স্মরণ করিয়া পাপিনী বলিয়া তাঁহার কথা গ্রাহ্য না করে? কি উপায় হইবে? কে রক্ষা করিবে? রাজ্ঞীর বিপদের আর পরিসীমা রহিল না; তিনি চতুর্দ্দিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার দাসী বলিল,

"যাও, চণ্ডের নিকট যাও, এ বিপদে চণ্ড ব্যতীত তোমার আর উপায় নাই। তাঁহার শরণাগত হও, সেই রক্ষা করিবে।"

রাজ্ঞী বলিলেন, "চণ্ডকে আমি অপমান করিয়াছি, বধ করিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করিয়াছি; এ সময় সে কেন আসিবে? সে কেন আমার সহায় হইবে?"

দাসী বলিলেন, "তুমি ভাবিও না, চণ্ড সে প্রকৃতির লোক নহেন, অবশ্যই তিনি তোমার সহায় হইবেন। দাসী কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া, রাজ্ঞী, সমুদায় ব্যাপার রঘুদেবের নিকট ব্যক্ত করে; এবং রঘুদেব এই সমস্ত বিষয় চণ্ডের নিকট জ্ঞাপন করে, তাই চণ্ড আজ জননীর নিকট আসিয়াছেন। চণ্ড যদিও দূরে থাকিতেন, তথাপি চিতোরসম্বন্ধীয় দৈনন্দিন কোন ঘটনা তাঁহার নিকট অবিদিত ছিল না।"

চণ্ড বলিলেন, "মা! হতাশ হইবেন না। যখন আমাকে সংবাদ দিয়াছেন, তখন প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া চিতোর রক্ষা করিব। অচিরে দেখিবেন যে, পামর রাঠোরগণের পাপ-রক্তে চিতোরের প্রাঙ্গণ-

ভূমি রঞ্জিত হইবে। আপনি কোন চিন্তা করিবেন না।”

রাজ্ঞী সজলনয়নে উত্তর করিলেন, “বাবা চণ্ড! তোমার গুণ এক মুখে বর্ণনা করা যায় না। আমি পাপীয়সী, আমি নারীরূপধারী রাক্ষসী, কখনই আমার ক্ষমা নাই। বাবা! তুমি দেবতা, তাই আমাকে ক্ষমা করিয়াছ। হায়! আমি না বুঝিয়া তোমার তোমার ন্যায় হিতৈষীকে দূর করিয়া দিয়াছিলাম।”

রাজ্ঞী ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। চণ্ড স্বীয় বস্ত্র দ্বারা রাজ্ঞীর চক্ষুর্দ্বয় মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, “মা! কাঁদিবেন না, আপনার ক্রন্দনে আমার বুকে যেন শেল বিদ্ধ হয়। এখন কি প্রকার হইয়াছে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক বর্ণন করুন।”

রাজ্ঞী ক্রমে ক্রমে সমুদায়ই বর্ণনা করিলেন। বলিলেন, “যাহাকে বান্ধব বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিলাম, সে আজ কালসর্প হইয়া আমার বক্ষে দংশন করিল। আমি সুধাজ্ঞানে বিষপান করিয়াছি। বাবা চণ্ড! এ জগতে তুমি ব্যতীত এ হতভাগিনীর আর কেহই নাই; আমাকে ক্ষমা কর।”

চণ্ড বলিলেন, "মা! চিন্তা করিবেন না, আপনার পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া অগ্রসর হইলে কে আমার ভীম পরাক্রম সহ্য করিবে? প্রবল বাত্যার সম্মুখে তূলা যে প্রকার উড়িয়া যায়, প্রভঞ্জনসম আমার ভীম আক্রমণে সেইরূপ ক্ষুদ্রজীবী রাঠোরগণ উড়িয়া যাইবে। আপনি বৃথা আশঙ্কাকে মনে স্থান দিবেন না। আজ, আপনার আরাধ্য শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, অদ্য হইতে পঞ্চ দিবসের মধ্যে পামর রাঠোর-কুলাঙ্গারদিগের পাপমস্তক ধূলায় লুণ্ঠিত হইবে। আমি পুনর্ব্বার এই অসি স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম। যদি কোন কারণে এই প্রতিজ্ঞা-পালনে পরাঙ্মুখ হই, তাহা হইলে আমি আর কখনই জীবন ধারণ করিব না। জননি! যতক্ষণ এই ধমনীতে এক বিন্দু রক্তও প্রবাহিত হইবে, ততক্ষণ রাঠোররাজকে শমন-সদনে প্রেরণ করিতে বিমুখ হইব না।"

চণ্ডের চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হইল; ললাটের শিরা স্ফীত হইল; হস্তদ্বয় দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ হইল।

রাজ্ঞী বলিলেন, "বৎস চণ্ড! আজ তোমার সাহস-বাক্যে আমার ভয় সম্যক্‌রূপে অপসারিত

হইল। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তোমার সদিচ্ছা পূর্ণ হউক। অশীর্ব্বাদ করি, তুমি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া মাতৃভূমির মুখোজ্জ্বল কর। বৎস! এখন কি উপায় উদ্ভাবন করিয়াছ?”

চণ্ডের অনিন্দ্য মুখমণ্ডল গম্ভীর ভাব ধারণ করিল; কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, “মা! অদ্য হইতে চারি দিন পরে দেওয়ালী উৎসব; সেই দিনেই আক্রমণ করিবার বিশেষ সুযোগ। রণমল্ল এখন চিতোরপুরী অতি দৃঢ় করিয়াছে। এক্ষণে আমার সৈন্যসংখ্যা অল্প। দেওয়ালী উৎসবে পুরবাসিগণ সকলেই আনন্দ-উৎসবে নিমগ্ন থাকিবে; অতএব সেই দিনেই আক্রমণ করিবার বিশেষ সুবিধা দেখিতেছি; কেমন মা! এ সুযোগ কি আপনার ভাল বোধ হয় না?”

রাজ্ঞী বলিলেন, “বাবা! এখন তুমি ব্যতীত এ অভাগিনীর আর কে আছে? আমার বিবেচনায় ইহা অতি উত্তম পরামর্শ স্থির হইয়াছে।”

চণ্ড বলিলেন, “দেওয়ালী উৎসবের দিন গোসুন্দ নগরে মুকুলকে লইয়া আপনি স্বয়ং যাইতে কখনই ভুলিবেন না। ভাই রঘুদেব! তুমি দয়াল

সিংহকে এই সমুদায় বিষয় জানাইবে, সময়ে যেন তাহাকে পাইতে পারি।”

এই বলিয়া জননীকে প্রণাম এবং রঘুদেবকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্বারোহণে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন। দেখিতে দেখিতে রাত্রি প্রভাত হইল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

বিবাহ-প্রস্তাবে।

"ঘরে আইবড় মেয়ে, কখন না দেখ চেয়ে,
বিবাহের না ভাব উপায়।
*　　*　　*　　*　　*
কি কহিব হায় হায়, জ্বলন্ত আগুনপ্রায়,
আইবড় এত বড় মেয়ে।
কেমনে বিবাহ হবে, লোকধর্ম্ম কিসে রবে,
বারেক দেখিতে হয় চেয়ে॥"

অন্নদামঙ্গল।

সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। প্রকৃতি সতী ম্লান মনে মসীময়ী বস্ত্র পরিধান করিলেন। পশ্চিম দিক্ ঈষৎ রক্তবর্ণ বোধ হইতেছে। নিশাচর পক্ষিগণ ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়াইতেছে। একটী দুইটী করিয়া দীপমালার ন্যায় আকাশপ্রাঙ্গণে বহুসংখ্যক নক্ষত্রমালা জ্বলিতে লাগিল। সান্ধ্য সমীরণ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতে লাগিল। আকাশে আজ শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমীর অর্দ্ধচন্দ্র উদিত হইয়াছে। অর্দ্ধচন্দ্রের অস্পষ্টালোকে প্রকৃতিকে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছে। মধ্যে মধ্যে দুই একটী কোকিলের কুহু কুহু রব শুনা যাইতেছে। দূরস্থ

দেবালয়ের সন্ধ্যাকালীন আরতির শঙ্খ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ প্রভৃতির মধুর নিক্কণ সান্ধ্য সমীরণের সহিত মিশিয়া যাইতেছে।

এমন সময়ে মান্দ্রাজভবনস্থ একটী দ্বিতল প্রকোষ্ঠে রাজমহিষী এবং সুরপ্রভা আসীন রহিয়াছেন। রাজমহিষীর মুখকান্তি ঘোর চিন্তা-ভারাক্রান্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। তাঁহার মুখখানি ঘোরতর বিষণ্ণ।

কিয়ৎ কাল পরে সুরপ্রভা বলিলেন, "মা। এ দাসীকে কি জন্য স্মরণ করিয়াছেন?"

রাজমহিষী সাদরে বলিলেন, "সুরপ্রভা! তোমার বাক্যগুলি সুধা-পরিপূর্ণ। আজ কয়েক দিন হইল, হেমাঙ্গিনীর বিষয় তোমাকে অনুসন্ধান করিতে বলিয়াছিলাম; কিন্তু আজ কয়েক দিন পর্য্যন্ত হেমের হেমময় মুখখানি আরও কালিমা-প্রাপ্ত হইয়াছে; দিবানিশি কেবল কি ভাবে, মায়ের পূর্ব্ববৎ আর সে হাসিহাসি মুখখানি নাই, সে লাবণ্য নাই। হেমের এ অবস্থা দেখিয়া আমার প্রাণ বড়ই আকুল হইয়া উঠিয়াছে। তুমি সর্ব্বদা তাহার সঙ্গে থাক, অবশ্যই তাহার মনের অবস্থা

ভাল করিয়া জান; মা! তুমি আমার নিকট প্রবঞ্চনা করিও না। তাহার কি কোন মানসিক অসুখ হইয়াছে? মহারাজ, আপনি দিবারাত্রি রাজকীয় কার্য্যে ব্যস্ত থাকেন, হেমের অবস্থার দিকে একবার ফিরিয়াও চাহেন না। আজ আমি মহারাজকে সমুদায় কথা ভাঙ্গিয়া বলিব।"

রাজমহিষী নিস্তব্ধ হইলেন; তাঁহার আয়ত লোচন দিয়া বিন্দু বিন্দু জল পড়িতে লাগিল। তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, "হেম আমার বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র নয়নমণি; তাহার মুখখানি শুষ্ক দেখিলে, আমার বুক যেন ফাটিয়া যায়। আজ প্রায় দুই মাস পর্য্যন্ত নিরবধি হেমকে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, ক্রমে ক্রমে তাহার শরীরে হ্রাস ব্যতীত বৃদ্ধি দেখি নাই। পূর্ব্বে পূর্ব্বে কত আমোদ করিত, কত খেলা করিত,কত হাসিত,কিন্তু এখন আর তাহা নাই। আমার আনন্দময়ী হেমাঙ্গিনী আজ বিপদ্‌-ময়ী। যখন কোন বাহ্যিক অসুখ দেখা যায় না, তখন অবশ্যই কোন মানসিক অসুখ হইবে, সন্দেহ নাই। তুমি তার সঙ্গিনী ও সখী; তোমার নিকট সে সমুদায় গোপনীয় কথাও বলিয়া থাকে।"

মহিষী নিস্তব্ধ হইলেন; তাঁহার চক্ষুঃ জলপূর্ণ হইল। সুরপ্রভা আর থাকিতে পারিলেন না, হেমাঙ্গিনীর বিষয় সমুদায়ই ভাঙ্গিয়া বলিলেন। রাজ্ঞী আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

সুরপ্রভা বলিলেন, "মা! আপনি চমৎকৃত হইবেন না; যে দিন আমরা পূজা দিবার নিমিত্ত যাই, সেই দিন রক্ষকগণ আমাদের আক্রমণ করে; তখন আমরা বিপদাপন্ন হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে থাকি; সেই সময় যুবরাজ চণ্ড, কতিপয় অশ্বারোহী সৈনিক সমভিব্যবহারে সেই দস্যু-কবল হইতে আমাদিগের জাতি, মান, প্রাণ রক্ষা করেন। তাহার গুণে, আচরণে ও সদ্ব্যবহারে আমাদের সখী ভুলিয়া গিয়াছেন; তিনি মনে মনে চণ্ডকে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।"

রাজ্ঞী হর্ষান্বিতা হইয়া বলিলেন, "আমার কি এমন শুভ দিন হইবে যে, আমার কন্যা বাপ্‌পা-রাওলের বংশধরের পত্নী হইবে? এমন সৌভাগ্য আমার কোন্ দিন হইবে যে, বীরশ্রেষ্ঠ, ধাম্মিক-প্রবর চণ্ড আমার পুত্রীর পাণিপীড়ন করি-বেন?"

সুরপ্রভা বলিলেন, "মা! কিছুই অসম্ভব নয়; এ দিকে যুবরাজ চণ্ডের জন্য প্রিয় সখী যে প্রকার লালায়িত ও দিকে চণ্ডও তাই। মা! অতি সত্বরই শুভ পরিণয় সংস্থাপন হইবে।"

রাজমহিষী বলিলেন, "সুরপ্রভা। তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক, আমি এই সমস্ত বিষয় মহারাজকে বলিব; তিনি অবশ্যই এ বিষয়ে সম্মতি দান করিবেন।"

সুরপ্রভা বলিলেন, "মা! এত দিন কেবল লজ্জা-পরবশ হেতু আপনার নিকট সমুদায় জানাই নাই। সেই দিন অবধি আমি হেমাঙ্গিনীকে বিশেষরূপ লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি যে, তাহার মনে গাঢ় প্রেমের সঞ্চার হইয়াছে। সে দিবা-রাত্রি কেবল চণ্ডের ধ্যান করে ও সময় সময় অশ্রু-পাত করিয়া থাকে। আমি তাহাকে কত বুঝাই-য়াছি, সময় সময় কত ভৎর্সনাও করিয়াছি, কিন্তু তাহার প্রেম পাষাণ অপেক্ষাও দৃঢ়; চণ্ডের সহিত মিলন ব্যতীত হেমাঙ্গিনী কিছুতেই সুস্থা হইতে পারিবে না।"

রাজমহিষী বলিলেন, "তবে মহারাজকে ব-

লিয়া চণ্ডের সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ-সূচক নারিকেল ফল প্রেরণ করা যাউক।”

সুরপ্রভা বলিলেন, “মা! চণ্ড এই মান্দু রাজ্যেই আছেন।”

রাজমহিষী চমৎকৃত হইয়া বলিলেন, “সে কি! তিনি মান্দুরাজভবনে আছেন, তুমি কি প্রকারে জানিতে পারিলে? আর তিনি কোথায়ই বা আছেন?”

সুরপ্রভা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, “মা! বহু দিন হয় নাই, এক জন বিদেশী রাজপুত্র মহারাজ-সকাশে আগমনপূর্ব্বক আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এবং মহারাজও তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন, তিনিই সেই মহাবীর চণ্ড।”

রাজ্ঞী বলিলেন, “তিনি কোথায় আছেন? আর কেনই বা চিতোর রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া এ স্থানে বাস করিতেছেন?”

সুরপ্রভা বলিলেন, “তিনি হল্লার নামক জনপদে বাস করিতেছেন।”

চণ্ড যে, কেন পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তিনি তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন।

রাজ্ঞী বলিলেন, "তার পর?"

সুরপ্রভা বলিলেন, "তার পর যখন তাঁহার বিমাতা তাঁহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন, তখন তিনি আসিয়া মহারাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।"

রাজ্ঞী বলিলেন, "তবে চণ্ড কি এই সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিবেন? আমার ভাগ্য-গগন কি কোন দিন আলোকিত হইবে যে, বীরশ্রেষ্ঠ চণ্ড আমার হেমাঙ্গিনীকে বিবাহ করিবেন?"

সুরপ্রভা বলিলেন, "মা! আপনি ভাবিবেন না; আমি ঠিক্ বলিতেছি যে, যুবরাজ চণ্ড অবশ্যই এ বিবাহে সম্মতি প্রকাশ করিবেন। জননি! আমি চণ্ডের মন বিলক্ষণ জানি, তিনি কেবল হেমাঙ্গিনী-লাভ-আশায় আপনাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, চণ্ড অবশ্যই হেমাঙ্গিনীকে গ্রহণ করিবেন।"

রাজমহিষী বলিলেন, "তবে আজই মহারাজকে সমস্ত বিষয় বলিব। বোধ হয়, তিনি অবশ্যই এ বিষয়ে সম্মতি দান করিবেন। মা সুরপ্রভা! তুমি হেমাঙ্গিনীকে বুঝাইয়া বলিবে যে, অতি সত্বরই যুব-

রাজ চণ্ডের করে তাহাকে অর্পণ করিয়া ধন্যা বিবেচনা করিব।"

উভয়ে কিয়ৎ কাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কিয়ৎ কাল পরে সুরপ্রভা বলিলেন, "মা! তবে এখন আমি সখীর নিকট যাই।"

রাজমহিষী কিয়ৎ কাল মৌনাবলম্বন করিয়া যেন কি চিন্তা করিতেছিলেন; সুরপ্রভার কথা শুনিয়া বলিলেন, "কি সুরপ্রভা! কি বলিতেছিলে?"

সুরপ্রভা পুনরায় বলিলেন, "মা! রাত্রি অধিক হইয়াছে, এখন অনুমতি হয় ত সখীর নিকট গিয়া এই সমস্ত বিষয় বলি।"

রাজমহিষী বলিলেন, "মা! আর একটী কথা।"

সুরপ্রভা বলিলেন, "এ দাসী প্রস্তুত আছে।"

রাজ্ঞী বলিলেন, "আমার একটী সন্দেহ হইতেছে; চিতোর যে প্রকার বিপদাপন্ন, তাহাতে যে চণ্ড এ বিবাহে সম্মতিদান করিবেন, ইহা আমার বোধ হয় না; রাজপুতগণের মাতৃভূমি অপেক্ষা কিছুই আদরের ধন নহে; চিতোর এই প্রকার শত্রু-কবলগত দেখিয়া যুবরাজ কি কখন নিশ্চেষ্ট হইয়া

থাকিতে পারেন? এ বিপদ সম্বন্ধে যে তিনি সম্মতি প্রদান করেন, আমার এমত বোধ হয় না।"

তাঁহার চিন্তাভারাক্রান্ত মুখখানি নত হইল। সুরপ্রভা নিস্তব্ধ হইলেন। রাজমহিষী আবার বলিতে লাগিলেন, "যদি চণ্ড, ইহাতে সম্মতি প্রদান না করেন, তাহা হইলে কি হইবে? হেমের মুখখানির দিকে আর চাহিতে পারি না। আমার অদৃষ্ট কি প্রসন্ন হইবে যে, চণ্ডকে জামাতা বলিতে পারিব?"

তাঁহার নয়ন হইতে জলধারা পড়িতে লাগিল।

সুরপ্রভা বলিলেন, "জননি! রাঠোরগণের এমন কি সাধ্য যে, চণ্ড জীবিত থাকিতে চিতোররাজ্য স্পর্শ করে? রণমল্ল প্রভৃতির গুপ্ত ষড়যন্ত্র সমুদায়ই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। অতি সত্বরই বীরবর চণ্ডের হস্তে রাঠোরগণ নির্ম্মূল হইবে। মা! আমার যে প্রকার বোধ হইতেছে, তাহাতে চণ্ড অবশ্যই এ সম্বন্ধে সম্মতিদান করিবেন। বিশেষ, তিনি হেমাঙ্গিনীকে যার-পর-নাই ভালবাসিয়া থাকেন, বোধ হয় এ বিবাহে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিবেন না।"

মহিষী বলিলেন, "ঈশ্বর যেন তোমাকে দীর্ঘ-জীবী করেন।

সুরপ্রভা বলিলেন, "তবে মা! এক্ষণে বিদায় হই।"

মহিষী বলিলেন, "যাহা বলিলাম, হেমের নিকট বলিও।"

সুরপ্রভা ধীরে ধীরে প্রকোষ্ঠ হইতে প্রস্থান করিলেন।

এমন সময় এক জন পরিচারিকা আসিয়া নিবেদন করিল, "মহারাণীর জয় হউক; মহা-রাজাধিরাজ আপনাকে স্মরণ করিয়াছেন।" রাজ্ঞী শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কোথায়?"

পরিচারিকা বলিলেন, "তিনি শয়নকক্ষে।"

রাজ্ঞী ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

সুরপ্রভা, হেমাঙ্গিনীর নিকট সমস্ত বলি-লেন। হেমাঙ্গিনীর অপাঙ্গে আনন্দাশ্রু দেখা দিল। তিনি বলিলেন, "সখি! আমার অদৃষ্ট কি প্রসন্ন হইবে?"

সুরপ্রভা বলিলেন, "সখি! চিন্তা করিও না, কল্যই নারিকেল ফল প্রেরিত হইবে।"

অতি বিস্তৃতকক্ষে মহারাজাধিরাজ মান্দুপতি গম্ভীর সিংহ উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চচত্বারিংশ বৎসর হইবে। বর্ণ গৌর; নাসিকা উন্নত; চক্ষুর্দ্বয় বৃহৎ ঈষৎ রক্তাভ; গণ্ডদেশ ঈষৎ স্থূল। মুখমণ্ডল অর্দ্ধপক্ক দীর্ঘ গুম্ফশ্মশ্রুতে আবৃত; ললাট বিস্তৃত; গ্রীবাদেশ উন্নত; হস্তদ্বয় দীর্ঘ এবং আজানুলম্বিত; বক্ষঃস্থল বিশাল; অবয়ব সুদৃঢ়। তাঁহার সমস্ত শরীর মহামূল্য রাজকীয় পরিচ্ছদে বিভূষিত; শিরোপরি উষ্ণীষ এবং এক খণ্ড বৃহৎ হীরকখণ্ড সুশোভিত; কটিদেশে সুবর্ণ-নির্ম্মিত কোষে শাণিত অসি। মহারাজের মুখখানি দেখিলে স্বতঃ ভক্তির উদয় হয়; তাঁহার মুখখানি উদার এবং কুটিলতা-বিহীন। রাজকীয় কার্য্যে সর্ব্বদা পরিশ্রম হেতু ললাটে গভীর চিন্তা-রেখা পরিদৃশ্যমান।

দেখিতে দেখিতে রাজমহিষী প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া পর্য্যঙ্কোপরি উপবেশন করিলেন। গম্ভীর সিংহ নিজ প্রকোষ্ঠমধ্যে সাদরে মহিষীর কঙ্কণ-বিভূষিত হস্তখানি ধরিয়া বলিলেন, "মহিষি! তোমার মুখখানি আজ এত চিন্তা-ভারাক্রান্ত

দেখিতেছি কেন? তোমার কি কোন প্রকার অসুখ হইয়াছে?"

রাজমহিষী বলিলেন, "না মহারাজ! আমার কোন অসুখ হয় নাই; হেমাঙ্গিনীর অবস্থা দেখিয়া আমার যার পর-নাই চিন্তা হইয়াছে।"

মান্দুরাজ চিন্তিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন হেমের কি হইয়াছে? তাহার কি কোন ব্যারাম উপস্থিত হইয়াছে? আমার নিকট পূর্ব্বে কেন এ সংবাদ জানাও নাই? রাজবৈদ্য নিয়মিত-রূপ ঔষধাদি দিতেছে ত?"

মহিষী বলিলেন, "তুমি ত দিবারাত্রি রাজকীয় কার্য্যে ব্যস্ত থাক, এ দিকে কন্যার যে কি অবস্থা হইয়াছে, ভুলেও তাহা একবার চাহিয়া দেখ না; হেমের আর সে সৌন্দর্য্য নাই, সে ঢল ঢল লাবণ্য নাই, সে কান্তি নাই; সমুদয়ই যেন কালিমা-প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। স্নানের সময় স্নান করে না, আহারের সময় আহার করে না, কেবল দিবারাত্রি কি চিন্তা করিয়া থাকে; হেমের হেমকান্তি যেন কালিমা-প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে; দিন দিন তাহার শরীর ক্ষয় হইতেছে। তুমি ত শুনিয়াও এক বার

কন্যার দিকে চাও না। হেমের সে অবস্থা দেখিয়া আমার প্রাণ বড়ই অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। তুমি তাহাকে দেখ নাই; দেখিলে তোমারও যার-পর-নাই চিন্তা উপস্থিত হইবে। রাজবৈদ্য নানা প্রকার ঔষধ দিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই ভাল হইতেছে না। বরং তাহার অসুখ আরও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।”

মহারাজ গম্ভীর সিংহ চিন্তিত হইলেন। ধীরে ধীরে বলিলেন, “তাহার হয় ত কোন ব্যারাম উপস্থিত হইয়া থাকিবে।”

রাজ্ঞী বলিলেন, “বাহ্যিক কোন ব্যারাম দেখা যায় না; হয় ত কোন মানসিক ব্যারাম হইতে পারে। তাহার অন্য কোন পীড়া-লক্ষণ দেখা যায় না; কেবল দিবারাত্রি কি চিন্তা করিয়া থাকে। তাহার শরীর দিন দিন শুষ্ক হইতেছে। রাজবৈদ্য এবং আমি অনেক প্রকার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু বাহ্যিক কোন ব্যারাম দেখিতে পাই নাই; কোন মানসিক অসুখ হইতে পারে।”

মহারাজ যার-পর-নাই চিন্তিত হইলেন।

রাজ্ঞী আবার বলিলেন, “কন্যার বয়স প্রায়

অষ্টাদশ বৎসর হইবে ; তুমি যে এখন পর্য্যন্তও, কন্যার বিবাহ না দিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছ, ইহাতে আমি যার-পর-নাই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। হেম এখন পূর্ণযুবতী ; এখন তাহার বিবাহ দেওয়া সম্পূর্ণ রূপ কর্ত্তব্য। আমার বোধ হয় যে, হেমাঙ্গিনী সেই জন্যই—সেই ভাবনায়ই দিন দিন এইরূপ কৃশ হইতেছে।”

গম্ভীর সিংহ বলিলেন, “বাস্তবিক, বড়ই অন্যায় হইতেছে। মেয়ের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করা অবশ্যই কর্ত্তব্য ; আমি সেই উদ্‌যোগে রহিলাম।”

রাজমহিষী, তখন চণ্ড এবং হেমাঙ্গিনীর বিষয় সমুদায়ই ভাঙিয়া বলিলেন এবং আরও বলিলেন, “কন্যা, চণ্ডকে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, চণ্ডের চিন্তাতেই তাহার শরীর ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে। লজ্জায় সে কিছুই বলিতে পারে না ; অদ্য আমি সুরপ্রভার নিকট সমুদায়ই শুনিয়াছি। তুমি আর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া চণ্ডের সহিত দুহিতার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়া পাঠাও।”

গম্ভীর সিংহ পুলকিত হইলেন ; সাহ্লাদে বলিলেন, “আমার কি এমন শুভাদৃষ্ট হইবে যে, বীর-

শ্রেষ্ঠ প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা বাপ্পারাওলের বংশ-ধরকে দুহিতা অর্পণ করিতে পাইব? আমার এমন কি পুণ্য যে, মহাত্মা চণ্ড আমার দুহিতার পাণিগ্রহণ করিবেন?"

রাজমহিষী বলিলেন, "তুমি ভাবিও না, চণ্ড অবশ্যই হেমাঙ্গিনীকে বিবাহ করিবেন; হেমাঙ্গিনীও চণ্ডের জন্য যে প্রকার লালায়িত, ও দিকে চণ্ডও সেই প্রকার। বিবাহ-সম্বন্ধ-সূচক নারিকেল ফল প্রেরণ করিলে তিনি অবশ্যই গ্রহণ করিবেন।"

গম্ভীর সিংহ বলিলেন, "আমি কল্যই তাঁহার নিকট নারিকেল ফল প্রেরণ করিব।"

রাজ্ঞী বলিলেন, "তিনি এখন চিতোরে নাই।"

গম্ভীর সিংহ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "তবে তিনি কোথায়?"

রাজমহিষী তখন চণ্ডের যাবতীয় ঘটনা গম্ভীর সিংহের নিকট বলিলেন। গম্ভীর সিংহ যার-পর-নাই উৎসুক হইয়া সমস্ত শুনিলেন। রাজমহিষী আবার বলিলেন, "যুবরাজ চণ্ড এই মান্দুরাজ্যেই বাস করিতেছেন।"

গম্ভীর সিংহ যার-পর-নাই বিস্ময়ান্বিত হইয়া

বলিলেন, "সে কি! তিনি মান্দুরাজ্যেই বাস করিতেছেন? কোথায়?"

মহিষী বলিলেন, "বহু দিন গত হয় নাই, একদা তোমার নিকট আশ্রয় পাইবার জন্য যে এক বিদেশীয় রাজপুত্র আসিয়াছিলেন, তুমি তাঁহাকে হল্লার নামক জনপদ-ভূমি বৃত্তি দিয়াছ, তিনিই সেই বীরশ্রেষ্ঠ যুবরাজ চণ্ড।"

পাঠক মহাশয়! মহারাজ গম্ভীর সিংহ এবং মহারাজ্ঞীকে কথোপকথন করিতে অবসর দিয়া, চলুন, আমরা একবার চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মন্দিরাভ্যন্তরে দেখিয়া আসি। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে; ঘোর অন্ধকার; অনেক ক্ষণ হইয়াছে চন্দ্রমা পশ্চিম-আকাশে ডুবিয়াছেন। আকাশে বহুসংখ্যক নক্ষত্রমালা জ্বলিতেছে। বহুলোকপূর্ণ চিতোরনগরী এখন জনশূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে। জন প্রাণীর সাড়া শব্দ নাই; মধ্যে মধ্যে প্রহরিগণের উচ্চকণ্ঠ এবং নিশাচর পক্ষিগণের কর্কশ শব্দ শুনা যাইতেছে। ঝিল্লিগণের স্বরে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ।

এমন সময় এক জন স্ত্রীলোক, চিতোরের অধি-

ষ্ঠাত্রী দেবীর সম্মুখে ধ্যাননিমগ্না; রমণীর বয়স প্রায় পঞ্চবিংশ বৎসর হইবেক। মুখখানি সুন্দর, চক্ষু দুইটী আকর্ণবিশ্রান্ত, এবং তারা দুইটী নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ; নাসিকা উন্নত; গণ্ডদেশ ঈষৎ রক্তবর্ণ। শরীর ক্ষীণ; বর্ণটী তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ। রমণী এক-মনে নিমীলিত-নেত্রে ভগবতীর ধ্যানে নিমগ্না।

কিয়ৎ কাল পরে ধ্যান সমাপ্ত করিয়া করযোড়ে বলিলেন, "মা। কত কাল আর তোমাকে ডাকিব! পাপিষ্ঠের পাপ আর কত দিন দেখিবে? মা! আর সহ্য হয় না! পামর আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে! আমার দেব-দুর্ল্লভ সতীত্ব-রত্ন হরণ করিয়াছে! মা! দাসীর সহায় হও! আমার অলঙ্কারে, বসন ভূষণে কাজ কি? এ দেহে চিরকাল যোগিনী হইয়া থাকিব।"

এই বলিয়া রমণী গাত্রাভরণ উন্মোচন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করত বলিতে লাগিলেন, "এ দেহে আর অলঙ্কার ধারণ করিব না। মা! তুমি বিপত্তারিণী; এ দাসীকে বিপদ হইতে রক্ষা কর; সহায় হও। আশী-র্ব্বাদ কর যে, দুরাত্মার হৃদয়ের উষ্ণ শোণিতে হৃদয়জ্বালা জুড়াইতে পারি। এই শাণিত ছুরিকা

দ্বারা পামরের হৃৎপিণ্ড ছেদন করিয়া যেন হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইতে পারি। আজ আমি তোমার পবিত্র মন্দিরে প্রতিজ্ঞা করিলাম, যত দিনে পারি, দুরাত্মার হৃদয়-শোণিতে এ অনল নির্ব্বাণ করিব।”

ক্ষণকাল পরে সজলনেত্রে বলিলেন, “প্রাণেশ্বর! এ দাসী কোন দিনও তোমাকে সুখী করিতে পারে নাই। আমি তোমার পবিত্র প্রেমের প্রতিদান এ জীবনে দিতে পারিলাম না; আমি পাপীয়সী, তুমি দেবতা; আমি তোমার মর্য্যাদা কি বুঝিব? হায়! আমার বিহনে হয় ত তুমি কতই অসুখী আছ—কতই কাঁদিতেছ। প্রাণনাথ! এ জীবনে আর এই কলঙ্কিনী কি তোমাকে দেখিতে পাইবে? আর কি তোমার পবিত্র ক্রোড়ে স্থান পাইবে? হায়! আজ আমার কিসের দুঃখ ছিল? আমি রামচন্দ্রের ন্যায় স্বামী পাইয়াছিলাম, অযোধ্যার ন্যায় রাজ্য পাইয়াছিলাম, কৌশল্যার ন্যায় শাশুড়ী পাইয়াছিলাম; কিন্তু হায়! আমার অদৃষ্টদোষে আমি সমুদায়ই হারাইয়াছি। পরমেশ্বর! এ দাসী কেন এখনও জীবিত আছে? কেন আমার মৃত্যু হইতেছে না? ধর্ম্মরাজ! তুমি অবলার সহায় হও, এই হতভাগিনীকে তোমার ক্রোড়ে

স্থান দাও, আর বাঁচিতে চাহি না; এই দুর্ব্বিষহ কলঙ্ক-ভার বহন করিয়া আর এক মুহূর্ত্তও বাঁচিয়া থাকিতে সাধ নাই। মা! জগদম্বে! তুমি জগতের জননী; এই হতভাগিনী কি তোমার সন্তান নয়? তুমি জননী হইয়া কি প্রকারে দুহিতার এই কষ্ট দেখিতেছ? রে পাষণ্ড! তোর আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়াছে; পৃথিবী আর তোর পাপ-দেহভার বহন করিতে অসমর্থা। তোর পাপদেহ, শৃগালকুক্কুরগণকে ভক্ষণ করাইতে পারিলে আমার মনের নিদারুণ জ্বালা কথঞ্চিৎ পরিমাণে শান্তি হইবে। দুরাত্মা! আর কত দিন তোর অত্যাচার সহ্য করিব? বহুদিন তোর অত্যাচার সহ্য করিয়াছি, কিন্তু আর না—আর না—আর সহ্য হয় না; তোর পাপমস্তক ছিন্ন করিতে পারিলে আমার মনের জ্বালা জুড়াইবে।"

রমণীর চক্ষুর্দ্বয় জবাফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ হইল; ক্ষোভে, ক্রোধে, দুঃখে, তাঁহার চক্ষুঃ দিয়া অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। শোকের বেগ কথঞ্চিৎ পরিমাণে সম্বরণ করিয়া বলিলেন, "প্রাণেশ্বর! যে কুক্ষণে পথিমধ্যে দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়াছি, সেই ক্ষণেই বুঝিয়াছি যে, আমার অদৃষ্ট ভাঙিয়াছে।

এই হতভাগিনী কি আর কোন দিন তোমার পবিত্র সরল মুখখানি দেখিতে পাইবে? আর কি তোমাকে প্রাণ ভরিয়া প্রাণেশ্বর বলিয়া ডাকিতে পারিবে? আর কি তোমার মধুমাখা কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইবে? নাথ! প্রাণেশ্বর! এ জগতে দাসীর আর কোন প্রার্থনা নাই। কেবল ভগবতীর চরণে আমার এই শেষ প্রার্থনা যে, মৃত্যুকালে যেন তোমার পাদপদ্ম দেখিয়া মরিতে পারি; একবার যেন তোমার শ্রীচরণ বক্ষে ধারণ করিয়া মরিতে পারি। নাথ! হয় ত তোমার বিহনে তোমার সোণার রাজ্যে কতই বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে। হায়! কেন আমার এ দশা হইল? পাপাত্মা! চাহিয়া দেখ্, কেবল তোর জন্য একটা বিশাল সাম্রাজ্য ছারখার হইয়া যাইতেছে। দুর্বৃত্ত! তোর পাপমস্তক যে কেন এখনও স্কন্ধ হইতে চ্যুত হইতেছে না, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। প্রাণেশ্বর! এ কলঙ্কিনী আর তোমাকে কি বলিয়া ডাকিবে? কোন্ মুখে আর আমি তোমার নিকট যাইয়া দাঁড়াইব? আসন্ন সময় একবার যেন তোমার পবিত্র মুখখানি দেখিতে পাই, এতদ্ভিন্ন আমার অপর কোন আশা নাই, আর কোন

ভিক্ষা নাই। এই কলঙ্কময় জীবন লইয়া আর এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে ইচ্ছা নাই ; কেবল প্রতিহিংসা লইবার জন্য এত দিন বাঁচিয়া আছি। যত দিনে পারি, প্রতিহিংসা না লইয়া মরিব না। পামরের হৃদয়-রক্ত শোষণ করিয়া তবে মরিব। নাথ! সেই সময়ে দাসীকে একবার দেখা দিও ; সেই সময়ে যেন তোমার পবিত্র শ্রীচরণ বক্ষে ধারণ করিয়া মরিতে পারি।"

তাঁহার চক্ষুঃ দিয়া অবিরল জলধারা পড়িতে লাগিল। কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া ভগবতীর সম্মুখে করযোড়ে বলিলেন, "মা! এ জীবনে দাসীর আর কোন ভিক্ষা নাই ; আমার শেষ প্রার্থনা, যেন তোমার শ্রীচরণে স্থান পাই। যেন দুরাত্মার হৃদয়-রক্ত দ্বারা আমার চিরপিপাসিত ছুরিকাকে সন্তুষ্ট করিতে পারি।"

রমণী আবার একমনে নিমীলিত-নেত্রে ভগবতী কালিকার অর্চ্চনায় রত হইলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

রাখিবন্ধন।

"পরিণয়-পাশে তোমা' করিতে বন্ধন,
পাঠাইলাম উপহার করিয়ে যতন।"
মহাভারত।

প্রাতঃকাল। নানাবিধ পক্ষিগণ কোলাহল করিতে করিতে গগনমার্গে উড্ডীয়মান হইতেছে। চতুর্দ্দিক ঈষৎ তরল কুয়াসাচ্ছন্ন দেখা যাইতেছে। আকাশ অতিশয় পরিষ্কার। মৃদুমন্দ প্রাতঃসমীরণ বৃক্ষকুলকে দোলাইয়া প্রবাহিত হইতেছে। দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বদিক রক্তবর্ণে রঞ্জিত করিয়া ভগবান্ সূর্য্যদেব ধীরে ধীরে উদয় হইলেন। পতিপ্রাণা কমলিনী, সতৃষ্ণনয়নে স্বামীর মুখপানে চাহিতে লাগিলেন।

এমন সময় হল্লার নামক জনপদস্থ একটী প্রকোষ্ঠে যুবরাজ চণ্ড আসীন। তাঁহার পার্শ্বদেশে স্বতন্ত্রাসনে সামন্তশিরোমণি দয়াল সিংহ আসীন রহিয়াছেন। যুবরাজের মুখমণ্ডল ঘোরতর বিষন্ন।

কিয়ৎ কাল পরে দয়াল সিংহ বলিলেন, "যুব-রাজ! আর কত দিন আপনার অদর্শন সহ্য করিব? একবার চাহিয়া দেখুন, আপনার জন্য চিতোরের যাবতীয় নরনারী হাহাকার স্বরে ক্রন্দন করিতেছে। আমি যে এত দিন কি ভাবে কালহরণ করিতেছি, তাহা ভগবান্ মহাদেবই জানেন। যুবরাজ! চিতোর হইতে আপনার আসিবার পর হইতে পামর রণমল্ল স্বয়ং সিংহাসনে উপবেশন করিয়া রাজকার্য্য পর্য্যা-লোচনা করিয়া থাকে; রাজ-মুকুট তাহারই মস্তকে শোভিত থাকে। যে আসনে বীরশ্রেষ্ঠ বাপ্পারাওল বসিতেন, যে রাজদণ্ড বাপ্পা ধারণ করিতেন, আজ কি না সেই রাজমুকুট, সেই রাজদণ্ড জনৈক কাপুরুষ পাপিষ্ঠ রাঠোর ধারণ করিয়াছে! যুবরাজ! আমার বক্ষ বিদীর্ণ প্রায়; যদি চিরিয়া দেখাইবার হইত, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তে বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দেখাইতাম। আর সহ্য হয় না! বলুন, কত কাল আর এ দুর্ব্বিষহ যাতনা সহ্য করিব? এত দিন কেবল আপনার মুখ চাহিয়া ছিলাম; কিন্তু যুবরাজ! আর পামরের দম্ভ দেখা যায় না। আজ্ঞা করুন, এই মুহূর্ত্তে পামরের পাপমস্তক স্বহস্তে ছিন্ন

করিয়া আপনার শ্রীচরণে উপঢৌকন দি। আপনার অদর্শনে বীরবর রঘুদেব ম্রিয়মাণ। পামর এখন স্বয়ং রাজা হইয়াছে; তাহার মনে যে আর কত গূঢ় অভিসন্ধি নিহিত আছে, তাহা কে বলিতে পারে? যুবরাজ! আজ কাল তাহার যে প্রকার কার্য্য দেখিতেছি, তাহাতে দুরাত্মা আরও কি সর্ব্বনাশ করিবে, তাহার ঠিক নাই। যুবরাজ! অনুমতি দিন, আর সহ্য হয় না! পামরের দম্ভ আর দেখিতে পারি না! আমরা যে কয়েক জন অনুগত ভৃত্য আছি, আপনি অনুমতি প্রদান করিলে, পামরকে শাস্তি দিতে কত ক্ষণ লাগিবে? সিংহ কি কখনও শৃগাল দেখিয়া ভীত হইবে? মার্জ্জার কি মূষিকশাবক দেখিয়া সঙ্কিত হইবে? যদি বীরশ্রেষ্ঠ বাপ্পারাওলের দাস হইয়া থাকি, তাহা হইলে পামরের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিতে অতি অল্প সময়ের আবশ্যক হইবে।"

দয়াল সিংহের চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ হইল; তাঁহার ললাটের শিরা স্ফীত হইল, হস্তদ্বয় দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ হইল।

বীরবর চণ্ড ধীরে ধীরে বলিলেন; "সামন্তরাজ! আজ সকল বিষয় আপনার নিকট বলিবার জন্য আপনাকে ডাকিয়াছি।" এই বলিয়া সেই দিনে

রাজ্ঞী এবং রঘুদেবের সঙ্গে যে যে কথা হইয়াছিল, তাহা সমুদায় বর্ণনা করিলেন। দয়াল সিংহের মুখমণ্ডল মেঘনির্ম্মুক্ত চন্দ্রবৎ প্রফুল্ল হইল।

তিনি সাহ্লাদে বলিয়া উঠিলেন, "বুঝি পরমেশ্বর এত দিনের পর মুখ তুলিয়া চাহিলেন; যুবরাজ! আপনার কথাই যথার্থ,অধর্ম্মের যে ক্ষণিক জয়, তাহা ঠিক্; দুরাত্মার সমস্ত অভিসন্ধি যে রাজ্ঞী টের পাইয়াছেন,তাহা আমাদের পক্ষে বড়ই আহ্লাদের বিষয় নিশ্চয় জানিবেন। এখন পামরকে কে রক্ষা করিবে? কে তাহার সহায় হইবে? যুবরাজ! এখন আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই; শুভ কার্য্য সত্বরই সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য।"

চণ্ড ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, 'সামন্তশিরোমণি! আপনার কথা সমুদায়ই সত্য; পামরকে সমূলে নির্ম্মূল করা অবশ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু সর্দ্দাররাজ! চিতোরের প্রায় যাবতীয় সৈন্যসামন্ত তাহার বশীভূত; আমাদের সৈন্যসংখ্যা অতিশয় অল্প। সম্মুখসংগ্রামে আমাদের পরাস্ত হইবারই খুব সম্ভাবনা। আমি আর একটী বিষয় বিবেচনা করিয়াছি।"

দয়াল সিংহ বলিলেন, "যুবরাজ! আজ্ঞা করুন। যাহা অনুমতি করিবেন, এ দাস প্রাণ দিয়াও তাহা প্রতিপালন করিবে।"

চণ্ড বলিলেন, "দেওয়ালী উৎসব আরম্ভ হইলে যাবতীয় সৈন্যসামন্তগণ প্রায় সকলেই উৎসবে আমোদিত থাকিবে, আমার বিবেচনায় সেই সময়ই আক্রমণের সুযোগ।"

দয়াল সিংহ বলিলেন, "যুবরাজ! আপনি চিন্তিত হইবেন না; আমাদের সম্মুখে ক্ষুদ্র রাঠোরসৈন্য কতক্ষণ যুদ্ধ করিবে? আমরা যে কয়েক জন আপনার দাস আছি, এ কথা আমি তরবারি স্পর্শ করিয়া বলিতে পারি, যত ক্ষণ এক বিন্দু রক্ত আমাদের দেহে থাকিবে, তত ক্ষণও রাঠোর-সংহারে বিরত হইব না। যুবরাজ! শাস্ত্রে 'শুভস্য শীঘ্রং' বলিয়া যে একটী কথা আছে, তাহার অন্যথা করিবেন না। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে, পামরগণ আমাদের ভীম পরাক্রম কখনই সহ্য করিতে পারিবে না। আমরা নিশ্চয়ই দুরাত্মার হৃৎপিণ্ড ছেদন করিয়া মনের জ্বালা জুড়াইতে পারিব। মহারাজ! পামর যখন পবিত্র রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট থাকে,

তখন আমার অন্তঃকরণে যেন শত সহস্র বৃশ্চিক দংশন করিতে থাকে; তখনই ইচ্ছা হয় যে, পামরের কেশাকর্ষণ করিয়া মস্তক দ্বিখণ্ড করি। কিন্তু মহারাজ! কি করিব, আপনার অনুমতি ব্যতীত কিছুই করিতে পারিতেছি না।"

যুবরাজ চণ্ড ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমি এই সমস্ত বিষয় বিমাতা এবং রঘুদেবকে জানাইয়াছি, তাহারাও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়াছে; আজ সমুদায়ই আপনার নিকট জানাইলাম। দেওয়ালী উৎসবের দিন সমস্ত আয়োজন ঠিক করিয়া রাখিবেন।"

দয়াল সিংহ বলিলেন, "আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য।"

চণ্ড বলিলেন, "সামন্তরাজ! দেওয়ালী উৎসবের দিন নিশ্চয়ই শুভ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে; আপনি সমুদায় আয়োজন ঠিক করিয়া রাখিবেন।"

এই বলিয়া দয়াল সিংহের কর্ণে লোল হইয়া চুপি চুপি কি বলিলেন; দয়াল সিংহের মুখমণ্ডল হর্ষোৎফুল্ল হইল।

কিয়ৎকাল পরে দয়াল সিংহ বলিলেন, "যুব-রাজ! আজ্ঞা করেন ত এখন প্রস্থান করি। আমি আজই রাজ্ঞী এবং রাজপুত্র রঘুদেবের সহিত এই সমস্ত বিষয় পরামর্শ করিয়া যাহা হয় স্থির করিব; তবে এখন বিদায় হই।"

এই বলিয়া সামন্তশিরোমণি দয়াল সিংহ যথোচিত অভিবাদনপূর্ব্বক ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

যুবরাজ চণ্ড ধীরে ধীরে আসন হইতে গাত্রো-খান করিয়া প্রকোষ্ঠমধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগি-লেন। চিতোরসংক্রান্ত চিন্তা তাঁহার মনো-মধ্যে আন্দোলিত হইতে লাগিল। কিসে দুর্দ্ধর্ষ বৈরীদলের করাল কবল হইতে মিবারভূমি রক্ষা করিতে পারিবেন,এই বিষয় অনবরত তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইতে লাগিল। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "পামর! এখন আর তোকে কে নিস্তার করিবে? যদি জলধির অতল গর্ভে প্রবেশ করিস্, তথাপিও তোর নিস্তার নাই; যদি ভীত হইয়া গহন কাননে পলায়ন করিস্, তথাপিও তোর নিস্তার নাই। যে স্থানে তুই পলায়ন করিবি, সেই স্থান

হইতে ধরিয়া আনিয়া তোকে পশুবৎ বিনাশ করিব। কার সাধ্য তোকে আমার হস্ত হইতে নিস্তার করে? যদি স্বয়ং ভূতনাথ তোর স্বপক্ষ হইয়া অগ্রসর হন, পামর! তথাপি তোর নিস্তার নাই। তাঁহার ভীষণ শূল বক্ষে ধারণ করিব। যদি সুররাজ তোর স্বপক্ষ হন, তথাপি তোর নিস্তার নাই। তাঁহার সর্ব্ব-সংহারক বজ্রও বক্ষ পাতিয়া ধারণ করিব। দুরাত্মন্! তোর আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়াছে; পৃথিবী আর তোর পাপদেহ-ভার বহন করিতে পারেন না। যখন শৃগালকুক্কুরগণ তোর রক্তমাংসে উদরপূর্ত্তি করিবে, তখন আমার মনের দুঃখ নিবারণ হইবে। পাপিষ্ঠ! তোর কত বড় দুরাশা, তুই শৃগালশাবক হইয়া সিংহবিবর অধিকার করিয়াছিস্? উঃ! আর দেখা যায় না!"

তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ হইল; হস্তদ্বয় দৃঢ়মুষ্টি-বদ্ধ হইল। ধীরে ধীরে প্রকোষ্ঠমধ্যে একাকী পাদ-চারণা করিতে লাগিলেন? আবার বলিলেন, "কবে দেওয়ালী উৎসব আরম্ভ হইবে? কবে তোর মস্তক ছিন্ন করিয়া পদতলে দলিত করিতে পাইব? কবে আমার বাসনা পূর্ণ হইবে? মা আশাপূর্ণা! দাসের

আশা পূর্ণ কর। আজন্ম ধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া আসি-য়াছি ; মা! আশীর্ব্বাদ কর যে, পামরগণের করাল কবল হইতে মিবারভূমি উদ্ধার করিতে পারি। বীরশ্রেষ্ঠ বাপ্পারাওলের সিংহাসন যেন কলুষিত না হয়। প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গগত মহারাণা লাক্ষের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, আমি যেন তাহা পূর্ণ করিতে সমর্থ হই ; মুকুলকে সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া মনের সাধ মিটাইতে পারি। মুকুল বালক, বিমাতা স্ত্রীলোক ; আবার রাজ্যের কত শত্রু আসিয়া দাঁড়াইবে। মুকুলকে রক্ষা কর,তাহাকে দীর্ঘজীবী কর, এই আমার ভিক্ষা। বাপ্পারাওলের পবিত্র সিংহাসন যেন কলঙ্কিত না হয়; মা জগ-দম্বে! এই সমগ্র সংসারে আমাদের বহু শত্রু—বহু আততায়ী ; মা। আজন্ম ধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, আশীর্ব্বাদ কর, যেন সমুদায় বাধা [illegible]ক্রম করিতে পারি, তোমার শ্রীচরণে আমার এই মাত্র ভিক্ষা। মা! এ দাস তোমাকে আর কত ডাকিবে? আমি তোমার স্তুতি জানি না, তোমার মাহাত্ম্য জানি না। যে নাম পঞ্চানন পঞ্চমুখে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, আমি অকিঞ্চিৎ-

নর মানব হইয়া এক-মুখে কি বলিয়া তাঁহাকে ডাকিব?”

চণ্ড নিস্তব্ধ হইলেন, আবার ক্ষণ কাল পরে বলিতে লাগিলেন, “দেবতুল্য পূর্ব্বপুরুষগণ! এ বিপদে দাসকে বল দাও, এই ভয়ানক বিপদে দাসের সহায় হও। আশীর্ব্বাদ কর, যেন এই দুর্দ্ধর্ষ শত্রুগণের করাল কবল হইতে স্বর্ণপ্রসূ মাতৃভূমি উদ্ধার করিতে পারি। আশীর্ব্বাদ কর, যেন পামর রণমল্লের পাপমস্তক ছিন্ন করিয়া পদতলে দলিত করিতে পারি। অনেক সময় ভয়ানক বিপদ হইতে দাসকে রক্ষা করিয়াছ; কিন্তু হে দেবতুল্য পিতৃপুরুষ-গণ! এ দাস প্রাণের জন্য মমতা করে না; ক্ষত্রিয় কখনও প্রাণের জন্য ভীত নয়। কিন্তু মাতৃভূমি অপেক্ষা, ক্ষত্রিয়ের নিকট—বীরের নিকট আর কিছুই প্রিয় নহে; তাই কায়মনোবাক্যে তোমাদিগের নিকট প্রার্থনা করি, যেন দুরাত্মা রাঠোররাজের করাল [illegible] হইতে মিবারভূমি উদ্ধার করিতে সক্ষম হই। এ যুদ্ধে যদি আমার প্রাণ যায়, তাহাও শ্লাঘার বিষয়; কিন্তু যদি চিতোর উদ্ধার করিতে না পারি, তাহা হইলে আমি এক মুহূর্ত্তও জীবিত থাকিব না। রণমল্ল

এক জন পরাক্রমশালী নৃপতি ; তাহার সৈন্যসংখ্যা অনেক। বিশেষতঃ চিতোরের অনেকানেক বলবান্ সর্দ্দার ও সামন্তগণ তাহার করায়ত্ত। এ দিকে আমার বল অতিশয় অল্প ; এত অল্প সৈন্য লইয়া কি প্রকারে এই দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইব ? হে জগৎপিতা জগদীশ্বর ! এই ভীষণ ভয়াবহ বিপদে এই হতভাগ্যের সহায় হও ; যেন চিতোররক্ষা এ দাস দ্বারা সাধিত হয় ; তোমার চরণে আর কোন ভিক্ষা নাই, আর কোন আশা নাই। আমার এই উদ্দেশ্য যেন সফল হয়।”

এই বলিয়া বীরবর চণ্ড নিস্তব্ধ হইলেন। কিয়ৎ কাল পরিভ্রমণ করিয়া আবার আসিয়া পর্য্যঙ্কোপরি উপবেশন করিলেন।

এমন সময় এক জন প্রতিহারী আসিয়া কর-পুটে নিবেদন করিল, “মহারাজের জয় হউক ; এক জন লোক আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছে। যদি মহারাজের অনুমতি হয়, তাহা হইলে তাহাকে এ স্থানে আনয়ন করিতে পারি।”

চণ্ড বলিলেন, "কে সে? সে কোথা হইতে আসিয়াছে?"

দ্বারবান্ করযোড়ে নিবেদন করিলেন, "মহারাজ! আমরা তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে সে উত্তর করিল যে, মহারাজাধিরাজ মান্দুরাজ্যাধিপতি গম্ভীর সিংহ তাহাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।"

চণ্ড বলিলেন, "এখনি তাহাকে সসম্ভ্রমে এ স্থানে আনয়ন কর।"

দ্বারবান্ অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল। কিয়ৎ কাল পরে এক জন দূত প্রবেশপূর্ব্বক যুবরাজ চণ্ডকে অভিবাদন করিয়া দণ্ডায়মান হইল।

চণ্ড জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি মহারাজ মান্দুরাজের নিকট হইতে আগমন করিয়াছেন?"

দূত ভূমি পর্য্যন্ত শির অবনত করিয়া বলিল, "হাঁ, মহারাজাধিরাজ মান্দুপতি আমাকে আপনার সমীপে প্রেরণ করিয়াছেন।"

চণ্ড উত্তর করিলেন, "তাঁহার কি অভিপ্রায় বর্ণন করুন। তাঁহার উপকার এ জন্মে বিস্মৃত হইতে পারিব না; প্রাণ দিয়াও তাঁহার বাক্য প্রতিপালন করিতে যত্ন করিব।"

দূত পুনরায় অভিবাদন করিয়া করপুটে নিবেদন করিল, "মহারাজাধিরাজ মান্দুপতি গম্ভীর সিংহ আপনার সহিত স্বীয় দুহিতা শ্রীমতী হেমাঙ্গিনীর শুভ বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়া পাঠাইয়াছেন।"

এই বলিয়া একটী নারিকেল ফল যুবরাজের হস্তে অর্পণ করিল। চণ্ডের সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইল ; হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উদ্ভূত হইল। যে হেমাঙ্গিনীকে বক্ষে ধারণের জন্য এই দীর্ঘকাল আশা করিয়াছিলেন, আজ সেই হেমাঙ্গিনী তাঁহারই হইবে। কে জানে, কেন তাঁহার মনে এত আনন্দ জন্মিয়াছিল ? পাঠক ! যদি আপনি কোন দিন এই প্রকার বিমল আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদের চণ্ডের মনের ভাব সহজেই বুঝিতে পারিয়াছেন। আমার ক্ষুদ্র লেখনী আর কত লিখিবে।

যুবরাজ চণ্ড ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "নারিকেল ফল আমি সসম্ভ্রমে গ্রহণ করিলাম।"

দূত, ধীরে ধীরে চণ্ডের হস্তে বিবাহ-সম্বন্ধ-সূচক রাখি বন্ধন করিল।

চণ্ডের শরীর অকস্মাৎ শিহরিয়া উঠিল। কিয়ৎ

ক্কাল পরে দূত নিবেদন করিল, "মহারাজ! তবে আমি এক্ষণে বিদায় প্রার্থনা করি।"

যুবরাজ তাহাকে বিদায় দিলেন। দূত প্রস্থান করিল। চণ্ড এই সমস্ত বিষয় একমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

—

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

সম্মিলন।

"Here Sita stands my daughter fair,
The duties of thy life to share;
Take from her father, take thy bride
Join hand to hand and bless betide."

RAMAYANA.

* * * *

"আত্মীয় স্বজনগণ সবে সম্ভাষিয়ে,
তনয়ার মনোভাব মনেতে বুঝিয়ে,
শুভ দিন শুভ ক্ষণে সানন্দ অন্তরে
অর্পিলাম লীলাবতী ললিতের করে।"

লীলাবতী নাটক।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। প্রকৃতি সতী নব পরিচ্ছদে সজ্জিত। আকাশ নির্ম্মল। নির্ম্মল নীলিমাকাশে নক্ষত্রগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া চন্দ্রমা হাসিতেছেন। সান্ধ্য মলয়-পবন ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। দুই একটী পাপিয়া চন্দ্রালোকে পিউ পিউ রবে সান্ধ্য গগন প্রতিধ্বনিত করিয়া দ্রুতপক্ষে উড়িয়া যাইতেছে। সরোবরে কুমুদিনী প্রাণকান্তের আগমনে ধীরে ধীরে চক্ষুঃ মেলিতে লা-

গিল। দুই একটী পেচক কর্কশনাদে বিমল সান্ধ্য গগন প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল।

এমন সময়ে বীরবর চণ্ড অশ্বারোহণে কতিপয় শরীররক্ষক সমভিব্যাহারে মান্দু-রাজভবনের দ্বার-দেশে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে বিমল স্বর্গীয় আনন্দ নৃত্য করিতেছিল। মান্দুরাজ এবং আর কয়েক জন প্রধান রাজকর্ম্মচারী আসিয়া সমম্ভ্রমে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। চণ্ড অশ্ব হইতে অব-তীর্ণ হইয়া মান্দুরাজের চরণে প্রণাম করিলেন। মান্দু-রাজ সস্নেহে চণ্ডকে গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক আশী-র্ব্বাদ করিলেন।

মান্দুরাজ বলিলেন, "আমার পরম সৌভাগ্য যে, বীরশ্রেষ্ঠ প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা বাপ্পারাওলের বংশধরকে আজ আমি কন্যাদান করিব। এই পৃথিবীতে কার ভাগ্যে এরূপ শুভ দিন ঘটিয়া থাকে?"

চণ্ডকে লইয়া গম্ভীর সিংহ ধীরে ধীরে অন্তঃ-পুরমধ্যে গমন করিতে লাগিলেন। অমনি চতু-র্দ্দিকে নানা প্রকার বাদ্য গভীর নিক্কণে বাজিতে লাগিল। পুরনারীগণ আহ্লাদের সহিত হুলুধ্বনি

দিতে ও নানাবিধ মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিক লোক-পরিপূর্ণ; যে স্থানে চাও,সেই স্থানই লোক-পূর্ণ; আবালবৃদ্ধবনিতায় আজ মান্দু-রাজ-প্রাসাদ পরিপূর্ণ। চতুর্দ্দিক নানা প্রকার আলোক-রাশিতে এমন ভাবে সজ্জিত, যে দিবা বলিয়া ভ্রম হয়। চতুর্দ্দিক কোলাহলপূর্ণ। নানাবিধ সুন্দর ও মনোহর পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ছোট ছোট বালক বালিকা, যুবরাজ চণ্ডকে দেখিতে আসিতেছে। স্ত্রীলোকগণ কেহ বা ছাদে, কেহ বা গবাক্ষপার্শ্বে থাকিয়া অনিমিষলোচনে যুবরাজ চণ্ডের বীর-মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। দ্বারে দ্বারে সুগন্ধি পুষ্পমালা সুশোভিত এবং সশীষ নারিকেল ও আম্রপল্লব সহ মনোহর মঙ্গল-ঘটসকল বারিপরিপূর্ণ। কোন স্থানে বাদ্যকরগণ আপন আপন নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছে; কোথাও বা গায়কগণ সুমধুর স্বরে শ্রোতাগণের মনোরঞ্জন করিতেছে। কোথাও কতকগুলি স্ত্রীলোক সমবেত হইয়া মঙ্গল-গান করিতেছে। আজ সকলেই আনন্দিত; সকলের মুখেই হাসি। আজ সকলের মুখমণ্ডল পবিত্র আনন্দে নৃত্য করিতেছে। মান্দুরাজমহিষী আজ অভ্যাগত

রমণীমণ্ডলীকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছেন। বর্ষীয়সীগণ আশীর্ব্বাদ করিতেছেন; যুবতীগণ রহস্য করিতেছেন; বালিকাগণ আনন্দে নৃত্য করিতেছে। দেখিতে দেখিতে রাত্রি ছয় দণ্ড অতীত হইল। যুবরাজ চণ্ড ধীরে ধীরে বিবাহ-গৃহে উপনীত হইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল অপূর্ব্ব আনন্দে নৃত্য করিতেছে। যে হেমাঙ্গিনীকে বক্ষে ধারণ করিবার নিমিত্ত এত কাল আশা করিয়াছিলেন, আজ সেই হেমাঙ্গিনীকে কিয়ৎ কাল পরে বক্ষে ধারণ করিতে পারিবেন; তাঁহার শরীর রহিয়া রহিয়া কণ্টকিত হইতে লাগিল। তাঁহার সমস্ত অঙ্গ সুগন্ধি চন্দন কুসুমে আবৃত; পরিধানে মহামূল্য স্বর্ণ-হীরকাদি-খচিত বিবাহপরিচ্ছদ; মস্তকে মণি-মুক্তাহীরকাদি বহুবিধ মহার্ঘ-রত্ন-নির্ম্মিত বিবাহ-মুকুট। রাত্রি ছয় দণ্ড অতীত হইয়াছে; সুবিমল চন্দ্র-মুকুট পরিধান করিয়া নিশাসতী মহাহর্ষে আকাশ-রাজ্যে আপন আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। নানাবিধ জলজ পুষ্পসকল চন্দ্র-কিরণে মুখ বাহির করিয়া চন্দ্রকে প্রাণ ভরিয়া দেখিতে লাগিল। শশধর আপন মনে স্বীয় প্রাণেশ্বরীকে দেখিতে

লাগিলেন। নৈশ সমীরণে হেলিয়া দুলিয়া কুমুদিনী স্বীয় বৃন্তের উপর বসিয়া আপন অসীম রূপরাশি ছড়াইতেছে। কমলিনী ক্ষোভে, মনঃকষ্টে, লজ্জায় মৃতবৎ চক্ষু মুদিয়া আপন বোঁটায় বসিয়া রহিল। প্রতিদ্বন্দ্বীর এইরূপ তেজ ও গর্ব্বে কাহার না দুঃখ হয়? সূর্য্য নাই, এর দুঃখ কাহার নিকট বর্ণন করিবে? দুই একটী মীন চন্দ্রালোকে জলের উপর ভাসিয়া ধীরে ধীরে সন্তরণ করিয়া বেড়াইতেছে; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্যগণ চন্দ্রকিরণে একত্র সমবেত হইয়া ক্রীড়া করিতেছে। তাহাদের ক্রীড়াতে জলরাশি ঈষৎ আন্দোলিত হওয়াতে, বোধ হইতেছে, যেন সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ স্বুবর্ণকণা জলের মধ্যে ভাসিতেছে। দুই একটী মৎস্য বিবর হইতে নির্গত হইয়া আহারান্বেষণে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। কোথাও বা দুই একটী গোসাপ ইতস্ততঃ শুষ্ক পত্রের উপর মর্ম্মর-ধ্বনি করত চারি দিকে ধাবিত হইতেছে। দূরে শৃগালবৃন্দের উচ্চ কোলাহল শ্রবণ করিয়া গ্রাম্য সারমেয়গণ উচ্চৈঃস্বরে স্ব স্ব বীভৎস রবে চীৎকার করিয়া শান্তিময়ী নিশীথিনীর গভীর শান্তি ভঙ্গ করিতেছে।

বীরবর চণ্ড বিবাহ-গৃহে উপনীত হইলেন। নানাবিধ সুগন্ধি ফুলমালা দ্বারা গৃহটী সুন্দররূপে সজ্জিত। নানাবিধ মহামূল্য দ্রব্যাদিতে গৃহটী যেন আরও শোভমান বোধ হইতেছে। স্বর্ণ-রৌপ্য-দীপাধারে মহাসৌগন্ধযুক্ত তৈলে নানা বর্ণের দীপশিখা জ্বলিতেছে। সম্মুখে একখানি কুশাসনে রাজকুলের বৃদ্ধ পুরোহিত উপবিষ্ট।

কিয়ৎ কাল পরে নানা প্রকার বহুমূল্য অলঙ্কারে সুশোভিতা হেমাঙ্গিনীকে লইয়া রাজমহিষী বিবাহ-গৃহে প্রবেশ করিলেন। অত্যুজ্জ্বল দীপশিখা হেমাঙ্গী হেমাঙ্গিনীর উপর পতিত হইয়া যেন আরও উজ্জ্বল হইয়াছে। চণ্ডের হৃদয় অকস্মাৎ শিহরিয়া উঠিল; শরীর কণ্টকিত হইল; একবার হেমাঙ্গিনীর দিকে চাহিলেন। তাঁহার হৃদয়মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপস্থিত হইল।

কিয়ৎ কাল পরে মান্দুরাজ দুহিতার কর ধারণ পূর্ব্বক চণ্ডের করে সমর্পণ করিয়া বলিলেন, "বাবা চণ্ড! আজ আমি ধন্য হইলাম। বীরবর মহারাজা বাপ্পারাওলের বংশধর মহাবীর চণ্ডের হস্তে স্বীয় দুহিতা সমর্পণ করিয়া আজ আমার আনন্দ সম্পূর্ণ

হইল। যে রত্ন তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম, এই অমূল্য রত্নের তুমিই যোগ্য; আশীর্ব্বাদ করি যে, তোমরা উভয়ে দীর্ঘ-জীবন লাভ করিয়া পরম সুখে ধর্ম্ম উপার্জ্জন কর।”

দম্পতি রাজচরণে প্রণাম করিলেন।

রাজার অপাঙ্গ হইতে আনন্দাশ্রুধারা প্রবল বেগে বহির্গত হইতে লাগিল। সুরপ্রভা দুই হস্তে শঙ্খ ধরিয়া গভীর নিক্কণে বাজাইলেন, অমনি চতুর্দ্দিক হইতে গভীর শব্দে নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্র বাজিতে আরম্ভ করিল।

কিয়ৎকাল পরে রাজমহিষী, চণ্ড এবং হেমাঙ্গিনীর হস্তদ্বয় একত্রিত করিয়া গদগদস্বরে বলিলেন, “বাবা! আমার হেমাঙ্গিনী চিরকাল সুখে লালিত ও পালিত; আজ আমার চিরযতনের ধন তোমার করে অর্পণ করিলাম; বাবা! আমার যত্নের ধন যত্নে রাখিও; আমার অঞ্চলের ধন, আমার অন্ধের নয়নমণি তোমাকে অর্পণ করিলাম; আর অধিক কি বলিব, আমার চিরযতনের ধন আজ তুমি কাড়িয়া লইলে। হেম আমার কষ্ট কাহাকে বলে, কোন দিন জানে নাই; আজন্ম আমার বক্ষে

লালিত ও পালিত হইয়াছে ; আজ আমার বড় দুঃখের ধন তোমাকে অর্পণ করিলাম ; আশীর্ব্বাদ করি যে, তোমরা উভয়ে দীর্ঘজীবী হইয়া আমাদের আনন্দ বৃদ্ধি কর।

দম্পতি তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন। রাজ্ঞী উভয়কে ধরিয়া স্বীয় ক্রোড়ে লইলেন ; এবং তাঁহার চক্ষুঃ ছল ছল করত তাহা হইতে জলধারা পতিত হইয়া গণ্ডদ্বয়কে সিক্ত করিতে লাগিল। সুরপ্রভা আবার উচ্চস্বরে শঙ্খ বাদিত করিলেন ; আবার গম্ভীর নিক্বণে বাদ্য বজিতে লাগিল। বরকন্যা বাসর-ঘরে নীত হইল।

পাঠক মহাশয়! আর আর সকলকে আনন্দ করিতে অবকাশ দিয়া, চলুন, আমরা একবার বাসর-ঘরে প্রবেশ করি। কক্ষটী সুরম্য ; এবং নানাবিধ সুগন্ধিপূর্ণ মাল্য সকল দ্বারা সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে ; নানা প্রকার স্নিগ্ধ উজ্জ্বল আলোকরাশি সুগন্ধি তৈলে এবং স্বর্ণ-রৌপ্য-আধারে জ্বলিতেছে। চণ্ড এবং হেমাঙ্গিনী একখানি মনোহর পর্য্যঙ্কোপরি উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন ; আজ তাঁহাদের অতুল আনন্দ, অতুল সুখ। যে ভাগ্যবান্ এবং ভাগ্যবতী

ইহা ভোগ না করিয়াছে, সে ইহা কেমন করিয়া জানিবে?

কিয়ৎ কাল পরে হেমাঙ্গিনী চণ্ডের গলা ধরিয়া মধুরস্বরে বলিলেন, "প্রাণেশ্বর! এ দাসী কোন দিনও তোমার পবিত্র প্রেম-ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে না। তুমি যে এত কষ্ট—এত দুঃখ সহ্য করিয়া এই হতভাগিনীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলে, ইহার ধার আমি এ জন্মে শোধ করিতে পারিব না। তোমার ভালবাসা অসীম; তোমার প্রেম অতলস্পর্শী।

চণ্ড হেমাঙ্গিনীর মুখখানি গাঢ় চুম্বন করিয়া বলিলেন, "প্রাণেশ্বরি! আজ আমা অপেক্ষা সুখী এ জগতে নাই। আজ আমার চিরকালের আশা পূর্ণ হইয়াছে; আজ আমি তোমাকে বক্ষে ধারণ করিতে পাইয়াছি। এই সুখ আমার অন্তরে আর ধরিতেছে না। তোমার ন্যায় স্ত্রীরত্ন দেবদুর্ল্লভ; এমন স্ত্রীরত্ন কয় জনের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে?"

হেমাঙ্গিনী চণ্ডের বক্ষঃস্থলে মুখ লুকাইলেন। চণ্ড আবার হেমাঙ্গিনীর বিম্বোষ্ঠে চুম্বন করিলেন।

এমন সময়ে স্বরপ্রভা হাসিতে হাসিতে সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করত হেমাঙ্গিনীকে সম্বোধন

করিয়া" বলিল, "কেমন সখি! আজ তোমার আশা পূর্ণ হইয়াছে? যাহার জন্য মরিতে বসিয়াছিলে, আজ ত তাহাকে পাইলে?"

হেমাঙ্গিনীর অধরপ্রান্তে একটু লজ্জামাখা হাসি দেখা দিল। সুরপ্রভা চণ্ডকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "যুবরাজ! আজ আমাদের পরম সৌভাগ্য; হেমাঙ্গিনী যে কত দূর ভাগ্যবতী, তাহা একমুখে বলিয়া উঠা যায় না; আজ সে আপনাকে স্বামী পাইয়াছে। এই রাজস্থান-ভূমিতে কে এমন দেবদুর্ল্লভ স্বামী পাইয়াছে? যুবরাজ চণ্ড, হেমাঙ্গিনী ও সুরপ্রভার সহিত অনেক কথোপকথন করিলেন। শেষে সুরপ্রভা প্রস্থান করিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

দেওয়ালী।

"গৃহাগ্রে উড়িছে ধ্বজ বাতায়নে বাতি;
জলস্রোত রাজপথে বহিছে কল্লোলে,
মহোৎসবে রত আজি যত পুরবাসী।
রাশি রাশি পুষ্পবৃষ্টি হইছে চৌদিকে
সৌরভে পুরিয়া পুরী।"

মেঘনাদবধ কাব্য।

অদ্য দেওয়ালী উৎসব। চিতোরবাসী সমস্ত নরনারী উৎসবে মত্ত। আজ সমস্ত নগরী আনন্দে পরিপূর্ণ। দ্বারে দ্বারে পুষ্পমালা সুশোভিত এবং চতুর্দ্দিকে আলোকমালা জ্বলিতেছে। কোথাও কোন নাগরিক বন্ধুবর্গ একত্র সমবেত হইয়া নানাপ্রকার ভক্ষ্যদ্রব্য ভক্ষণ করিতেছে; কোথাও বা কোন নাগরিক বন্ধুগণ পরিবেষ্টিত হইয়া নানাবিধ আমোদ আহ্লাদ সহ গান বাদ্য করিতেছে। দ্বারে দ্বারে মঙ্গলঘট ও আম্রপল্লব স্থাপিত। দেওয়ালী উৎসব-সময়ে মিবারের কুটীরবাসী সামান্য দীন রাজ-

পুতও আপন গৃহ যথাসাধ্য দীপমালায় সুসজ্জিত করত আনন্দ-উৎসবে যোগ দিয়া থাকেন। রাণা অদ্য মহামূল্য-পরিচ্ছদ-বিভূষিত হইয়া রমণীয় ঘোটকে আরোহণ পূর্ব্বক সমস্ত নগরী পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। রাণা অদ্য যাঁহাকে যে বস্তু হস্তে করিয়া দিবেন, সেই ব্যক্তি বৎসরের ফলাফল বিবেচনা করিয়া তাহা গ্রহণ করত আপনাকে ধন্য বিবেচনা করিয়া থাকেন। সর্দ্দারগণ ও প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারিগণ সকলেই ডুলা— অর্থাৎ রাজপ্রসাদ পাইবার জন্য উপস্থিত হইয়া থাকেন। অদ্য রাণা, চিতোরস্থ যাবতীয় ভদ্রলোক, প্রধান প্রধান সৈনিকগণ ও সর্দ্দারগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া নানাবিধ সদালাপ করত এক স্থানে বসিয়া আহার করিয়া থাকেন। আজ যে ব্যক্তি রাজপ্রসাদ হইতে বঞ্চিত হইবে, তাহার সমস্ত বৎসর অশুভ হইবে। রাণা অদ্য একটী বৃহৎ মৃণ্ময় দীপবৃক্ষ হস্তে ধারণ করিয়া থাকেন। যাবতীয় প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী, সৈন্য সামন্ত প্রভৃতি সকলেই সেই দীপবৃক্ষে সুগন্ধি তৈল দিয়া থাকেন। রাজপুত-অঙ্গনাগণ নানাপ্রকার বস্ত্রালঙ্কারে বিভূ-

ষিতা হইয়া ভগবতী লক্ষ্মীর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন; এবং স্ব স্ব অভিপ্রেত বর প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

দেওয়ালী উৎসবে কোনও ব্যক্তি বিষণ্ণ হইয়া থাকে না। পুত্রশোকাতুর ব্যক্তিও অতি কষ্টে শোকাগ্নি ভস্মাচ্ছাদিত করিয়া আনন্দে যোগ দান করিয়া থাকেন। দেওয়ালী উৎসবের দিন চিতোরস্থ নরনারী কেহই নিদ্রা যান্ না। রমণীগণ সকলে সমবেত হইয়া ভগবতী লক্ষ্মীর পবিত্র স্তোত্রগান সমস্বরে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; এবং পুরুষগণ নানাবিধ আমোদে এবং অক্ষক্রীড়ায় রাত্রিযাপন করিয়া থাকেন। রাত্রি অতিবাহিত হইলে পতিব্রতা কামিনীগণ অতি প্রত্যূষে স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া স্ব স্ব গৃহপ্রতিষ্ঠিত দেবতার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দেবার্চ্চনা সমাপ্ত করত, নানাপ্রকার মহামূল্য বসন ভূষণে সুসজ্জিতা হইয়া ভক্তিভাবে স্বামিপদ অর্চ্চনা করিয়া থাকেন; এবং স্ব স্ব কেশপাশ দ্বারা স্বামিপদ মুছাইয়া দিয়া থাকেন। সেই দিন রাজপুতেরা আপন আপন আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবগণে সমবেত

হইয়া নানাবিধ সদালাপ করত এক স্থানে বসিয়া ভোজন করিয়া থাকেন।

বেলা চারি দণ্ডের অধিক নাই, সূর্য্যদেব সমস্ত দিবস পরিশ্রমে শ্রান্ত হইয়া মন্থরগতিতে পশ্চিমাচলে নামিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে রাজমহিষী রঘুদেবকে সম্বোধন করিয়া অতি গোপনে বলিলেন, "রঘুদেব! কই, চণ্ড আসিল কই? ঐ দেখ, সন্ধ্যার আর অধিক বিলম্ব নাই; তবে চণ্ড কি আসিবে না?"

রাজ্ঞী অতিশয় উদ্বিগ্না হইলেন।

রঘুদেব ধীরে ধীরে বলিলেন, "জননি! আপনি চিন্তিতা হইবেন না; মহাবীর চণ্ড কখনই আপনার বাক্যের অন্যথা করিবেন না; অবশ্যই তিনি তাহা প্রতিপালন করিবেন। আপনি ভাবিবেন না; অদ্য দিবা রাত্রির মধ্যে তিনি অবশ্যই আপনার নিকট আগমন করিবেন।"

রাজ্ঞী বলিলেন, "রঘুদেব! কিছুতেই ধৈর্য্য হয় না; কি করিব, কে আমার সহায় হইবে? রণমল্ল যদি আমাদের অভিসন্ধি টের পায়, তাহা হইলে স্বহস্তে একে একে সকলকে হত্যা করিবে। চাহিয়া

দেখ, এই চিতোরপুরীতে আমাদের আত্মীয় কে আছে? যে দিকে চাহ, অসংখ্য শত্রু-বিভীষিকা। আর চণ্ডই বা কি প্রকারে একাকী এত সৈন্য জয় করিতে সমর্থ হইবে? তাহার সৈন্যসংখ্যা অতিশয় অল্প; কি প্রকারে সেই অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া বিশাল রাঠোর-অনীকিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইবে? বাবা রঘুদেব! আমি আর কাহাকে দোষ দিব? সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ; নতুবা আজ আমি কেন এত ভীতা হইয়া চারি দিক্ শূন্য দেখিব? আজ যদি চণ্ড চিতোরে অবস্থিতি করিত, তাহা হইলে কাহার সাধ্য যে, চিতোরের রাজসিংহাসন স্পর্শ করে? সমুদায়ই আমার বুদ্ধির দোষে হারাইয়াছি; শত্রুকে মিত্র ভাবিয়া তাহার পরামর্শে চণ্ডকে দূর করিয়াছি—বিনা অপরাধে দূর করিয়াছি। এ পাপ আমার কিছুতেই ক্ষয় হইবে না। আমার মরণই মঙ্গল; মৃত্যু ব্যতীত কিছুতেই এই তাপিত হৃদয় সুশীতল হইবে না। আমি মরি তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু বালক মুকুলের যে কি দশা হইবে, তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না। দুরাত্মা যে তাহা হইলে এক মুহূর্ত্ত পরেই মুকুলের জীবন সংহার

'করিবে।' প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত চণ্ডের অপেক্ষা করিব, তার পর মুকুলকে তোমাদের হস্তে দিয়া জ্বলন্ত চিতায় দেহ সমর্পণ করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।"

তাঁহার চক্ষুঃ হইতে অবিরল জলধারা পড়িতে লাগিল। রঘুদেব রাণীর চক্ষুঃ মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, "মা! আপনি কাঁদিতেছেন কেন? আপনার কোন দোষ নাই; সমুদায়ই বিধাতার লিপি। যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য বৃথা খেদে আবশ্যক কি? আপনি নিশ্চিন্ত হউন। দাদা যে কথা বলিয়াছেন, চলুন, সেই উদ্যোগ করা যাউক; সন্ধ্যার পূর্ব্বে গোসুন্দনগরে যাওয়া অতি আবশ্যক; হয় ত দাদা সেই স্থানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। সন্ধ্যার পর যে প্রকারে হউক, গোসুন্দনগর হইতে চিতোরে প্রত্যাগমন করিতে হইবেক। বেলা চারি দণ্ডের অধিক নাই; এখন গমন করিতে না পারিলে কখনই সন্ধ্যার মধ্যে চিতোরে প্রত্যাগমন করিতে পারা যাইবেক না।"

তখন উভয়ে গোসুন্দনগরে যাইবার জন্য প্রস্থান করিলেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। অদ্য অমাবস্যা তিথি; ঘোর অন্ধকার। আকাশ আবার ঘোর ঘন-ঘটায় আবৃত। রহিয়া রহিয়া ঝঞ্ঝাবায়ু ঘোর নাদে প্রবাহিত হইতে লাগিল। আকাশে একটীও নক্ষত্র দেখা যাইতেছে না।

এমন সময়ে দুইখানি শিবিকা-সমভিব্যাহারে চল্লিশ জন অশ্বারোহী চিতোরের সিংহদ্বারে উপনীত হইল। শিবিকাদ্বয় রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। অশ্বারোহীগণ প্রবেশ করিতে যাইবে, এমন সময় দুর্গরক্ষক গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদিগকে সম্পূর্ণ অপরিচিত বলিয়া বোধ হইতেছে, সুতরাং তোমরা দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।"

সর্ব্বপ্রথম অশ্বারোহী আমাদের ছদ্মবেশী যুবরাজ চণ্ড। ছদ্মবেশী চণ্ড বলিলেন, "আমরা সকলেই মহারাণার দাস; নিকটবর্ত্তী স্থানে আমাদের বাসস্থান; দেওয়ালী উৎসবে যোগ দিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি; এক্ষণে রাণা এবং রাজমাতাকে নিরাপদে দুর্গমধ্যে রক্ষা করিতে আসিয়াছি।"

দ্বারপালগণের আর সন্দেহ রহিল না; দ্বার ছাড়িয়া দিল। চণ্ড এবং তাঁহার সঙ্গী চল্লিশ জন বীর দুর্গমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক এক সংগুপ্ত স্থানে লুক্কায়িত রহিলেন।

দেখিতে দেখিতে আর এক দল সৈন্য আসিয়া দ্বারদেশে উপনীত হইল। দ্বারবান্ তাহাদিগকে দেখিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

উপস্থিত সৈনিকগণের মধ্যে এক জন বলিল, "আমরা সকলেই রাজপুত-সর্দ্দার; সকলেই রাণা কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়াছি; সকলেই তাঁহার দুলা গ্রহণ করিতে আসিয়াছি।"

দ্বারপাল দ্বিরুক্তি না করিয়া দ্বার ছাড়িয়া দিল। এই অশ্বারোহিগণের মধ্যে যিনি দ্বারবানের সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন, তিনি ছদ্মবেশী রঘুদেব। রঘুদেব স্বীয় সৈন্যগণসমভিব্যাহারে দুর্গমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক স্বীয় ভ্রাতার সহিত মিলিত হইয়া গুপ্তভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে আর এক দল অশ্বারোহী আসিয়া রামপোলদ্বারে উপনীত হইল। দ্বারবানেরা জিজ্ঞাসা করায় অশ্বারোহিগণের মধ্য হইতে এক

জন উত্তর করিল, "আমরা সকলে গোস্থন্দনগর হইতে রাণার নিমন্ত্রণ পাইয়া আগমন করিয়াছি।"

দ্বারবানগণ আর অণুমাত্র সন্দেহ না করিয়া ইহা-দিগকে প্রবেশ করিতে দিল। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাগ্র অশ্বারোহী অর্থাৎ যিনি প্রথম দ্বারবানগণের সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছিলেন, তিনি ছদ্মবেশী দয়াল সিংহ। দয়াল সিংহ স্বীয় সৈন্যগণ সহিত নিরাপদে দুর্গমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অচিরে চণ্ডের সহিত মিলিত হইলেন।

দেখিতে দেখিতে আর একদল অশ্বারোহী সৈ-নিক সূর্য্য-তোরণ-দ্বারে উপনীত হইল। দ্বারবানগণ প্রবেশের বাধা দেওয়াতে,এক জন বলিলেন, "আমরা সকলেই রাণার অনুগত ভৃত্য, গোস্থন্দনগরে সক-লেই রাণার সঙ্গে গিয়াছিলাম, কিন্তু লোকের গোল-মালের হেতু আমরা পিছে রহিয়াছি।" আর এক দল সৈনিক প্রবেশ পুর্ব্বক অচিরে চণ্ডের সহিত মিলিত হইল।

দেখিতে দেখিতে এক দল, তার পর আর এক দল এইরূপে বহুসংখ্যক সৈন্য দ্বারদেশে উপনীত হইল। তখন দ্বারপালগণের বিষম সন্দেহ উপস্থিত

হইল। তখন তাহারা উন্মুক্ত কৃপাণ-হস্তে তাহাদিগকে বাধা দিল। অমনি চণ্ড এবং তাঁহার সৈন্যমণ্ডলি গুপ্ত স্থান হইতে নির্গত হইয়া, ক্রুদ্ধ কেশরীবৎ হতভাগ্য দ্বারপালগণকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এ দিকে চণ্ডের ভৈরব-সিংহ-নিনাদ শ্রুত হইয়া, তাঁহার অনুগত সৈন্যগণ চারি দিক হইতে আক্রমণ করিল। রণমল্লের সৈন্যগণও শীঘ্র সুসজ্জিত হইয়া, চণ্ডের সৈন্যগণকে আক্রমণ করিল। তখন উভয় দলে একটী ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড সমুদ্ভূত হইল। চণ্ডের সৈনিকমণ্ডলী সিংহবীর্য্য প্রকাশ করতঃ শৃগালবৎ রাঠোর-সৈন্য বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। সেই ঘোর অন্ধকার অমানিশিতে রাজপুত এবং রাঠোরে ঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল। বর্শায় বর্শায়, তীরে তীরে, তরবারিতে তরবারিতে রণক্ষেত্র পূর্ণ হইতে লাগিল। রণমল্ল এবং তাঁহার পুত্র যোধরাও ত্বরায় সুসজ্জিত হইয়া, সৈন্যগণকে ঘোর উৎসাহিত করিয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। চণ্ড, একাকী ক্রুদ্ধ কেশরীবৎ রাঠোরগণকে সংহার করিতে লাগিলেন; কত হতভাগ্য রাঠোর তাঁহার বিষম তরবারি-আঘাতে দ্বিখণ্ডিত হইতে লাগিল,

কত হতভাগ্য তাঁহার ভল্লাগ্রে বিদ্ধ হইয়া ভীম-চীৎকার করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে চণ্ডের সৈন্যগণ ভীমসিংহনাদ করিতে করিতে রাঠোরগণকে সংহার করিতে লাগিল। রণমল্লের পুত্র যোধরাও রঘুদেবের সম্মুখীন হইলেন। রাঠোররাজের পুত্রকে দেখিবামাত্র, বীরবর রঘুদেব বিষম ক্রোধান্ধ হইয়া, অতি বেগে স্বীয় প্রচণ্ড রণতুরঙ্গম সেই দিকে ধাবিত করিলেন; যোধরাও, রঘুদেবের মস্তক লক্ষ্য করিয়া দারুণ অসির আঘাত করিলেন; বিদ্যুদ্বৎ রাজপুত্র রঘুদেব সেই আঘাত ব্যর্থ করিয়া যোধরাওরের দক্ষিণ হস্ত লক্ষ্য পূর্ব্বক অসি প্রহার করিলেন; একাঘাতে তাঁহার হস্তের কিয়দংশ ছিন্ন হইয়া অসির সহিত ভূমিতলে পতিত হইল। রঘুদেব জয়োল্লাসে সিংহনাদ করিলেন; যোধরাও নিতান্ত নিরুপায় হইয়া বেগে পলায়ন করিল। এ দিকে চণ্ড একাকী অসংখ্য শত্রুসৈন্য ভেদ করিয়া, দুর্গপতি ভট্টিসর্দ্দারকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে ভট্টিসর্দ্দার চণ্ডের সম্মুখীন হইলেন। উভয়ে ঘোরতর দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইতে লাগিল। ভট্টিসর্দ্দার স্বীয় প্রচণ্ড অসি চণ্ডকে লক্ষ্য করিয়া

নিক্ষেপ করিলেন। যুবরাজ চণ্ড স্বীয় বিচিত্র শিক্ষা-গুণে তাহা নিবারণ করিলেন বটে, কিন্তু অসির অগ্র-ভাগ তাঁহার বাম জানুতে অল্প পরিমাণে বিদ্ধ হইল। সেই আঘাত সামান্য সূচিভেদ মাত্র জ্ঞান করিয়া ঘোর পরাক্রমের সহিত ভট্টিসর্দ্দারকে আক্রমণ করিলেন। ভট্টিসর্দ্দার চণ্ডকে লক্ষ্য করিয়া স্বীয় প্রচণ্ড বর্শা ভীম-বলের সহিত নিক্ষেপ করিলেন। অবলী-লাক্রমে সেই নিক্ষিপ্ত বর্শা বাম হস্তে ধৃত করিয়া বীর-কেশরী চণ্ড ভট্টিসর্দ্দারের ললাট লক্ষ্য পূর্ব্বক সেই বর্শা ত্যাগ করিলেন। ভট্টিসর্দ্দার আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত ফলক দ্বারা স্বীয় শরীর আবৃত করিল, কিন্তু বর্শা এত দূর বলের সহিত নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল যে, সেই ফলক ভেদ করিয়া ভট্টিসর্দ্দারের ললাটে অল্প বিদ্ধ হইল। সিংহের নখর-প্রহারে হস্তী যে প্রকার গর্জ্জন করিয়া সিংহের প্রতি ধাবমান হয়, ভট্টিসর্দ্দার সেই প্রকার ধাবিত হইল। তখন উভয়ের ঘোরতর দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইতে লাগিল। উভয়েই লঘুহস্ত—উভয়েই বিচিত্র রণ-কুশলী। বহুক্ষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। চণ্ড, আবার সিংহনাদ করিয়া ভীম-বেগে স্বীয় প্রচণ্ড রণতুরঙ্গম ভট্টিসর্দ্দারের উপর

চালিত করিলেন ; তখন উভয় উভয়কে লক্ষ্য করিয়া স্ব স্ব ভীষণ অসির আঘাত করিলেন। বিচিত্র শিক্ষা-কৌশলে বীরবর চণ্ড, স্বীয় ফলক দ্বারা অসি নিবারিত করিলেন, কিন্তু হতভাগ্য ভাট্টিসর্দ্দার আর সেই আঘাত নিবারিত করিতে পারিলেন না, তাঁহার স্কন্ধ হইতে মুণ্ড বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে নিপতিত হইল। ছিন্ন স্কন্ধ হইতে বেগে শোণিত-ধারা নির্গত হইতে লাগিল। ছিন্ন দেহ অশ্ব হইতে ভূতলে পড়িয়া গেল। ভাট্টিসর্দ্দারকে সংহার পূর্ব্বক জয়োল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া বীরশ্রেষ্ঠ চণ্ড দিগন্তব্যাপী ভীমসিংহ-নাদ ত্যাগ করিলেন। সেই সিংহনাদে চণ্ডের সৈন্য-গণ উল্লাসে মহা-প্রোৎসাহিত হইয়া, ভীমপরাক্রমের সহিত রাঠোরগণের উপর নিপতিত হইল। দুর্গ-পতির নিধনে সৈন্যগণ যৎপরোনাস্তি হতাশ্বাস হই-য়াছে ; সৈন্যগণ প্রায় ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিবে, এমন সময় রণমল্ল কতিপয় শরীর-রক্ষক-সমভিব্যা-হারে সৈন্যমণ্ডলির মধ্যে আগমন করিয়া সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিতে লাগিল। যুবরাজ চণ্ড, স্বীয় প্রচণ্ড বৈরীকে দেখিবামাত্র তদ্দিকে বিপুল বলের সহিত স্বীয় প্রভুভক্ত অশ্বকে চালিত করিলেন।

তখন অতিশয় ভীষণ সমরকাণ্ড উপস্থিত হইল; রণমল্লের শরীর-রক্ষকগণ সকলে এককালীন চণ্ডকে আক্রমণ করিল। চতুর্দ্দিক হইতে বৃষ্টিধারাবৎ তাঁহার শরীরে অজস্র অস্ত্র পতিত হইতে লাগিল। দূরে রঘুদেব ভ্রাতার সঙ্কট দেখিতে পাইয়া, বিদ্যুদ্বৎ স্বীয় অশ্ব সেই দিকে চালিত করিলেন। কত হত-ভাগ্য বিপক্ষ সৈনিক অশ্বের খুরাঘাতে প্রাণত্যাগ করিল, ভীমনাদে "জয় মাতাজী কি জয়" বলিয়া বীর-বর রঘুদেব, চণ্ডের পার্শ্বে আগমন করিলেন। চণ্ড স্বীয় ভ্রাতার সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া, দ্বিগুণ বলের সহিত বিপক্ষগণকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহাদের অব্যর্থ অসি প্রহারে শরীর-রক্ষকগণ অল্পকাল মধ্যে ধরাশায়ী হইল। তখন রণমল্ল ভীত হইয়া বেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন দুই ভাই, বেগে সেই পলায়মান রণমল্লের পশ্চাতে ধাবিত হইয়া তাহাকে ধৃত করিলেন।

তখন চণ্ড এবং রঘুদেব সমস্বরে বলিলেন, "চিতোর এখন আমাদের জয় মহারাণা মুকুলের জয়।" দুর্গপতির নিধনে সৈন্যগণ হতশ্বাস হইয়াছে, আবার যখন দেখিল যে, রণমল্ল বন্দী হইয়াছেন, তখন

তাহারা চক্রভঙ্গ হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। চণ্ডের সৈনিকগণ তাহাদিগকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিতে লাগিল। দুর্গ জয় হইল। রণমল্ল বন্দী হইলেন।”

চণ্ড রঘুদেবকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। রঘুদেব চণ্ডের পদধূলি মস্তকে ধারণ করিলেন, তখন সৈন্যগণ বিপুল বলের সহিত পলায়মান রাঠোরগণকে পশুবৎ সংহার করিতে আরম্ভ করিল। প্রত্যেক সৈনিক রাঠোরগণকে গুপ্ত স্থান হইতে বাহির করিয়া, নিষ্ঠুরভাবে সংহার করিতে লাগিল। ক্বচিৎ দুই একটী রাঠোর বিক্রম কেশরী চণ্ডের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিয়াছিল। প্রাঙ্গন, প্রকোষ্ঠ ও ছাদ, রাঠোরগণের ছিন্ন শরীরে, মস্তকে ও রুধিরে পরিপুর্ণ। কোথাও কোন সৈনিক মৃত্যু-যাতনায় চীৎকার করিতেছে, কোথাও কোন সৈনিক পলায়ন করিতেছে, অমনি চণ্ডের বীর-সৈন্যগণ তাহাদিগকে হত্যা করিতেছে। চিতোরে আর এক জনও রাঠোর-সৈন্য জীবিত রহিল না। চণ্ড আপন রণতুর্য্য নিনাদ করিলেন। সুশিক্ষিত সৈন্যগণ সকলে একত্র

সমবেত হইয়া, চণ্ডের সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল।

তখন বীরশ্রেষ্ঠ চণ্ড গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "সৈন্য-গণ! তোমাদের সাহায্যে আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইয়াছে, পাপিষ্ঠগণ পাপের উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করিয়াছে, পশু-সংহারে আর প্রয়োজন নাই। বন্দী রণমল্লকে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া কারাগারে লইয়া যাও।"

কতিপয় সৈনিক রণমল্লের হস্ত পদ কঠিন লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া কারাগারে লইয়া গেল।

এমন সময় এক জন রাজপুত সৈনিক অভিবাদন পূর্ব্বক করযোড়ে বলিল, "যুবরাজের জয় হউক। সর্দ্দাররাজ দয়াল সিংহের কুমারী আপনাকে এই মুহূর্ত্তে স্মরণ করিয়াছেন।

যুবরাজ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "বলিয়া আইস যে, কল্য প্রাতঃকালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

সৈনিক ভূমি পর্য্যন্ত শির নত করিয়া করযোড়ে বলিল, "এ দাসের অপরাধ গ্রহণ করিবেন না, তাঁহার

অন্তিম কাল উপস্থিত।" এই বলিয়া সৈনিক একখানি পত্র তাঁহার হস্তে প্রদান করিল।

চণ্ডের হৃদয় শিহরিয়া উঠিল। ক্ষত স্থান হইতে প্রবল বেগে শোণিত বাহির হইতে লাগিল। কম্পিত হস্তে পত্রখানি খুলিলেন, তাহাতে লেখা ছিল, "যুবরাজ! আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত অনুগ্রহ করিয়া পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞা পালন করুন।"

চণ্ড আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া রঘুদেবের প্রতি সৈন্যগণের ও অন্যান্য সকল ভার অর্পণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। রাত্রিও প্রভাত হইল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

'দীপ নিবিল।'

"শুখাইল ইন্দুবালা নিদাঘের ফুল——"

বৃত্তসংহার।

পাঠক মহাশয়! চলুন, আমরা একবার রুগ্না মুমূর্ষু কিরণকে দেখিয়া আসি। এক খানি পর্য্যঙ্কোপরি কিরণবালা শয়ান রহিয়াছেন। তাঁহার স্বর্ণবর্ণ যেন কালি হইয়া গিয়াছে? চক্ষু কোঠরে প্রবেশ করিয়াছে। মস্তকের কেশপাশ আলুলায়িত এবং রুক্ষ। মুদিত চক্ষু দিয়া দুই এক ফোঁটা জল ধীরে ধীরে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। কক্ষটি বহু লোকপূর্ণ; নিস্তব্ধ; কাহার মুখে কোন কথা নাই; সকলই বিষণ্ণ। বৈদ্যরাজ ঔষধহস্তে শয্যা-পার্শ্বে উপবিষ্ট। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় ঘোরতর রক্তবর্ণ এবং জলপূর্ণ। কিরণবালার মস্তকের নিকট তাঁহার হতভাগিনী জননী উপবিষ্টা। জননীর চক্ষু হইতে অনবরত জল পড়িতেছে। কিয়ৎকাল পরে

ভীষকরাজ-হস্তস্থিত ঔষধ পান করাইবার নিমিত্ত কিরণের জননীর নিকট দিলেন। জননী ঔষধপাত্র লইয়া সজলনেত্রে কন্যাকে ডাকিতে লাগিলেন; কিরণের চৈতন্য নাই, তখন জননী উচ্চৈস্বরহৃদয়-বিদারক ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন; বৈদ্য রাজ শশব্যস্তে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া রোগীর হস্ত টিপিয়া নাড়ীর গতি দেখিতে লাগিলেন; কিয়ৎকাল পরে বলিলেন, "মা! আপনি অধীরা হইবেন না, এখন পর্য্যন্ত কোন ভয় নাই; কেবল একটু অজ্ঞান হইয়াছেন।" এই বলিয়া একটি ঔষধ নাকের নিকট ধরিলেন।

কিয়ৎকাল পরে কিরণ অতি কষ্টে চক্ষু উন্মীলন করিয়া অতি ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "মা——।" জননী অমনি উন্মাদিনীর ন্যায় দুহিতার নিকট বসিয়া তাঁহার বলহীন মস্তক আপন উরুদেশে সংস্থাপন করিলেন।

জননী বলিলেন, "মা! এই ঔষধটুকু খাও।"

কিরণবালা ধীরে ধীরে পাত্রস্থিত ঔষধ গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিলেন। কিয়ৎকাল পরে অতি ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, "মা! যুবরাজ চণ্ড——"

কথা কহিতে পারিলেন না। জননী ব্যগ্রতা সহকারে বলিলেন, "কি মা! যুবরাজ চণ্ডের কথা কি বলিতেছিলে?"

কিরণবালা আবার ধীরে ধীরে অতি কষ্টে বলিলেন, "যুবরাজ চণ্ড কি আসিয়াছেন?"

আর সকলে বলিলেন, "যুবরাজ! হয়ত এখনই আসিবেন।"

কিরণবালা এক বার চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন, তাঁহার দৃষ্টি ক্ষীণ এবং নিষ্প্রভ।

কিয়ৎকাল পরে যুবরাজ চণ্ড সেই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, সকলে সসম্ভ্রমে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। যুবরাজ শয়িত কিরণবালাকে দেখিতে পাইলেন, তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে এক অদ্ভুত শোকরাশি উদ্বেলিত হইল, তাঁহার বিশাল লোচন হইতে অবিরল ধারায় জল পড়িতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "কিরণ! আজ কি এই ভাবে তোমাকে দেখিবার জন্য এই বাটীতে আসিয়াছিলাম? হায়! ভয়াবহ হৃদয়বিদারক কাণ্ড দেখিবার পূর্ব্বে কেন আমার মৃত্যু হইয়াছিল না? কেন গত যুদ্ধে আমার দেহ ধরাশায়ী হইয়াছিল

না। কিরণ! প্রাণের কিরণ! ভাবিয়াছিলাম যে, তোমার বিবাহের সময় তোমাকে দেখিয়া আশা পূর্ণ করিব, আজ কি না তদ্বিপরীতে তোমাকে কি অবস্থায় দেখিতেছি।"

এই বলিয়া বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিরণ চক্ষু মেলিয়া যুবরাজের মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহার বিশাল বিস্ফারিত নিষ্প্রভ চক্ষু হইতে জলধারা পড়িতে লাগিল।

চণ্ড আবার ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, "কিরণ! ভগিনি! তোমার এই দুঃখ আর দেখিতে পারি না, আর সহ্য হয় না; পরমেশ! আমি এতই হতভাগ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম যে, এক দিন আমার উপকারকর্ত্রীর কোন উপকার করিতে পারিলাম না। বৈদ্যরাজ! এ দৃশ্য আর দেখিতে পারি না; শীঘ্র আরোগ্য করুন।"

বৈদ্যরাজ সখেদে বলিলেন, "যুবরাজ! এ দাস সাধ্যমত ঔষধপ্রয়োগ করিয়াছে এবং করিতেছে; সকলই বিধাতার লিপি; মনুষ্যের কোন সাধ্য নাই।"

কিরণবালা চক্ষু মিলিয়া আবার চণ্ডের দিকে

চাহিলেন; সেই সুন্দর মুখমণ্ডল তখন এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় ভাব ধারণ করিল। অতিকষ্টে হস্তদ্বারা যুবরাজকে নিকটে আসিতে সঙ্কেত করিলেন।

যুবরাজ নিকটে গেলেন; কিরণ ক্ষীণস্বরে তাঁহার নিকটে শয্যাপার্শ্বে আসিতে আদেশ করিলেন। চণ্ড, শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

কিরণ তখন অতি ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "যুবরাজ! যখন অনুগ্রহ করিয়া মৃত্যুকালে দাসীকে দেখা দিলেন, তখন আমার একটি অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে।"

এই বলিয়া ক্ষান্ত হইলেন।

তখন রাজপুত্র, কিরণের শুষ্ক ওষ্ঠে অল্প অল্প পানীয় দিতে লাগিলেন। কিয়ংকাল পরে কিরণ আবার চক্ষু উন্মীলন করিলেন।

চণ্ড তখন বলিলেন, "কিরণ! ভগিনি! কি অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে, বল? আমার বড় দুঃখ রহিল যে, কোন দিন তোমার আমি কোন প্রকার উপকার করিতে পারিলাম না; সেই দিন কেবল ভীষণ পর্ব্বত-সঙ্কুল অরণ্যমধ্যে তোমারই অনুকম্পায় জীবন রক্ষা হইয়াছিল। তুমি রক্ষা

না করিলে, এত দিন আমার নাম পৃথিবীতে লীন হইত। হায়! আমি কি হতভাগ্য যে, এক দিন আমার উপকারকর্ত্রীর কোন সামান্য উপকারও করিতে পারিলাম না।"

কিরণবালা ক্ষীণস্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "একটু পদধূলি দান করুন, দাসী পদধূলি সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিয়া হাসিমুখে অনন্তধামে গমন করিবে।"

কিরণবালা ধীরে ধীরে চণ্ডের পদধূলি লইয়া মস্তকে ধারণ করিলেন। কিয়ৎকাল পরে বলিলেন, "আমার কোন যাতনা নাই—আর কোন কষ্ট নাই, আমার সকল কষ্ট সকল যাতনা দূর হইয়াছে।"

চণ্ড একটি গম্ভীর মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার বিশাল উজ্জ্বল লোচন হইতে বেগে অশ্রুধারা নিপতিত হইয়া, তাঁহার পরিচ্ছদ সিক্ত করিতে লাগিল। যুবরাজ আবার ধীরে ধীরে কিরণের শুষ্ক ওষ্ঠে পানীয় দিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল পরে কিরণবালা ক্ষীণস্বরে জনক এবং জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এ দাসীকে আপনারা বড় সুখে রাখিয়াছিলেন; কত যত্ন করিয়াছিলেন; এ হতভাগিনী দ্বারা কোন দিনও

আপনাদের কোন সুখ হয় নাই, বরং আরও কত কষ্ট পাইয়াছেন। এই অন্তিম কালে প্রসন্ন বদনে বিদায় দিন; আশীর্ব্বাদ করুন, যেন জন্মজন্মান্তরে আপনাদের মত পিতা মাতা প্রাপ্ত হইতে পারি।"

কিরণের চক্ষু হইতে আবার প্রবলবেগে জল-ধারা পড়িতে লাগিল।

কিরণের মাতা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, "মা! কি বলিস্? ওঃ——" সহসা মূর্চ্ছিতা হইয়া পালঙ্কোপরি পতিত হইলেন। সকলে উঠিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। দয়াল সিংহ উন্মত্তের ন্যায় উঠিয়া পত্নীর মস্তক স্বীয় উরুদেশে স্থাপন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "তুমি পূর্ব্বেই এই হতভাগ্যকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলে? যাও, এই ভীষণ দৃশ্য তোমার আর দেখিতে হইল না। যাও, তুমি অগ্রে গমন করিয়া দুহিতাকে ক্রোড়ে কর; আমি হতভাগ্য রহিলাম, আমার পাপের শান্তি হয় নাই, এই অদৃষ্টে আরও না জানি কত পাপ আছে। জগদীশ্বর! রক্ষা কর, আর সহ্য হয় না, এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে সাধ নাই।"

নানাপ্রকার ঔষধাদিতে দয়াল সিংহের পত্নী চেতনা প্রাপ্ত হইলেন। আবার দুহিতার নিকট বসিলেন।

কিরণবালা চক্ষু মিলিয়া বলিলেন, "কই, মা! মা! তুমি কোথায়?"

জননী, অমনি ক্রন্দন করিয়া বলিলেন, "কি মা! তোর হতভাগিনী জননী তোর নিকটেই আছে, আমার কি যম আছে? হায়! কেন আমার চৈতন্য হইল, কেন আমার সেই মোহ অনন্তকালের জন্য হইল না।"

চক্ষের জলে তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র ভিজিয়া যাইতে লাগিল।

কিরণবালা আবার ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "বাবা!"

হতভাগ্য দয়াল সিংহ উচ্চকণ্ঠে রোদন করিয়া বলিলেন, "কি মা! এই হতভাগ্য ত তোমার সম্মুখেই রহিয়াছে।"

কিরণ তখন পিতামাতাকে নিকটে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। দয়াল সিংহ ও তাঁহার পত্নী দুহিতার নিকট বসিলেন।

তখন কিরণবালা ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, "বাবা!

মা! আমার জন্য দুঃখিতা হইবেন না; এই হত-ভাগিনী কোন দিনও আপনাদিগকে সুখী করিতে পারে নাই; এখন অন্তিমকালে আপনাদের শ্রী-চরণে এই প্রার্থনা করি, যেন জন্মজন্মান্তরে আপ-নাদের ন্যায় স্নেহপূর্ণ জনক ও জননী প্রাপ্ত হ-ইতে পারি।"

এই বলিয়া জনক ও জননীর চরণ গ্রহণ করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে রক্ষা করিলেন। তখনই বোধ হইল যে, তাঁহার পবিত্র আত্মা স্বর্গে গমন করিয়াছে। জননীর ক্রোড়ে মুখখানি লুকাইয়া বলিলেন, "মা! বড় যাতনা।"

জননী তখন মর্ম্মভেদী চীৎকার পূর্ব্বক ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। সকলেরই চক্ষু হইতে প্রবল বেগে জল পড়িতে লাগিল। যুবরাজ স্বীয় অসির উপর ভর দিয়া অবিরল অশ্রুধারা বর্ষণ করিয়া তর-বারি সিক্ত করিতে লাগিলেন। বৈদ্যরাজ তখন ধীরে ধীরে আর এক পাত্র ঔষধ মিশাইয়া পান করিতে বলিলেন।

কিরণবালা ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "বৈদ্যরাজ! আর কেন বৃথা কষ্ট দিতেছেন; আমি নিশ্চয়

বুঝিতে পারিতেছি যে, এ যাত্রা আমার আর রক্ষা নাই ; শমন করাল মুখব্যাদান করিয়া অগ্রসর হইতেছে ; আর অধিকক্ষণ এ জীবন দেহে থাকিবে না ; এখন এমন ঔষধ দিন যে, সত্বর আমার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।”

এই মর্ম্মভেদী শোকের কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। জননী উন্মাদিনীর ন্যায় ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। যুবরাজ চণ্ড, বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

কিরণবালা আবার ধীরে ধীরে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া, ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন, “আপনারা বৃথা ক্রন্দন করিবেন না। এই মৃত্যু-সময়ে ক্রন্দন করিলে আমি সুখে মরিতে পারিব না, এখন আপনারা সকলে একত্র হইয়া পরম পিতা পরমেশ্বরের নাম জপ করুন।”

সকলে সমস্বরে বিশ্বের আদিপুরুষের পবিত্র নাম ধ্যান করিতে লাগিলেন ; কিরণের চক্ষুঃ হইতে জলধারা পড়িতে লাগিল।

কিয়ৎকাল পরে কিরণবালা যুবরাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “যুবরাজ ! এ দাসীর জন্য কাঁদি-

বেন না। আমি আজ সুখে মরিতেছি; এই আসন্ন সময় যে আপনার মুখ দেখিতে পাইলাম, সেই আমার সুখ। আজ আমি আপনাকে নিরাপদে দেখিয়া মরিলাম এই আমার আনন্দ। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, আপনারা স্বামী স্ত্রী পরম সুখে দীর্ঘ জীবন লাভ করুন।"

যুবরাজ চণ্ড হাহাকার স্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন; গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিলেন, "কিরণ! ভগিনি! তোমার বাক্য অমৃত-মাখা। আমার মত হতভাগ্য আর পৃথিবীতে নাই। মনে বড় আশা করিয়াছিলাম যে, তোমার বিবাহ দিয়া সুখী হইব; কিন্তু ঈশ্বর আমাকে সে সুখে বঞ্চিত করিলেন।" তাঁহার চক্ষু হইতে অজস্র জল পড়িতে লাগিল।

কিয়ৎকাল পরে কিরণ অতি ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "সখী নীরদবালা কোথায়?"

বলিতে বলিতে পার্শ্বস্থ গৃহে হৃদয়-বিদারক ক্রন্দন-ধ্বনি শ্রুত হইল। দেখিতে দেখিতে উন্মাদিনীর ন্যায় নীরদবালা কিরণের নিকট আসিলেন।

কিরণ সাদরে নীরদবালার হস্ত ধরিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "সখি! আমার জন্য ক্রন্দন করিও

না, আমাকে তুমি সহোদরা অপেক্ষাও অধিক ভাল বাসিয়াছ, অনেক স্নেহ করিয়াছ, তোমার ঋণ এ জন্মে পরিশোধ করিতে পারিব না।”

নীরদবালা উচ্চকণ্ঠে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে কিরণবালা যুবরাজ চণ্ডের হস্তে একখানি পত্র দিয়া বলিলেন, “যুবরাজ! এই পত্রখানি আমার মৃত্যুর পর দেখিবেন।”

যুবরাজের হস্তখানি দুই হস্ত দ্বারা ধরিয়া স্বীয় বক্ষোপরি স্থাপন করিয়া চক্ষু মুদিত করিলেন।

কিয়ৎকাল পরে জড়িত কণ্ঠে বলিলেন, “আমার সময় আগত হইয়াছে,—যুবরাজ—আর কি বলিব? পুনর্জ্জন্মে যেন আপনাকে বক্ষে ধারণ করিতে পারি—উঃ, আর না, বাবা! মা! চলিলাম—মা!—” আর বাক্য স্ফুরণ হইল না; ইন্দীবর-বিনিন্দিত চক্ষু দুটি চিরনিদ্রায় মুদিত হইল, জননী মূর্চ্ছিতা হইয়া পতিতা হইলেন। হতভাগ্য পিতা উন্মত্তবৎ ক্রন্দন করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। যুবরাজ বালকের ন্যায় অজস্র অশ্রুপাত করিতে করিতে অতি কষ্টে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

কিরণের পত্র।

"চিরি বক্ষঃ মনোদুঃখে লিখিনু শোণিতে
লেখন।"

বীরাঙ্গনা কাব্য।

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে; সমস্ত পৃথিবী গম্ভীর; নিদ্রায় মনুষ্যগণ আচ্ছন্ন। আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন। নৈশ বায়ু রহিয়া রহিয়া প্রবাহিত হইতেছে। কোথাও কোন সাড়াশব্দ নাই! কেবল গ্রাম্য কুকুরগণের ও শৃগালগণের কোলাহল ও প্রহরিগণের উচ্চকণ্ঠ ব্যতীত আর কোন শব্দ শ্রুত হয় না।

এমন সময়ে যুবরাজ চণ্ড, চিতোর-রাজপ্রাসাদের একটি কক্ষে একাকী আসীন রহিয়াছেন। তাঁহার মুখমণ্ডল ঘোর বিষণ্ণ। মধ্যে মধ্যে দুই একটি দীর্ঘনিশ্বাসসহ দুই এক ফোঁটা উষ্ণ অশ্রুবারি তাঁহার বিশাল লোচন হইতে নিপতিত হইতে লাগিল। তাঁহার বিশাল বিস্ফারিত লোচন অশ্রু-

পূর্ণ। মুখখানি কালিমা-প্রাপ্ত। তাঁহার চিন্তা-শীল মুখমণ্ডল গভীর শোক-রেখা সমাচ্ছন্ন। কক্ষের এক পার্শ্বে সুগন্ধি তৈলে উজ্জ্বল দীপশিখা জ্বলিতেছে।

যুবরাজ ধীরে ধীরে এক খান পত্র স্বীয় কুর্ত্তির মধ্য হইতে বাহির করিয়া দীপালোকে পড়িতে লাগিলেন।

পাঠক মহাশয়! কিরণবালা মৃত্যুর সময় যুবরাজকে এই পত্রখানি দিয়াছিলেন। চণ্ড সিংহ পত্রখানি এক মনে পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল আরও বিষণ্ণ হইল। পাঠক মহাশয়! পত্রখানি যে কি, তাহা যদি দেখিতে ইচ্ছা হয়, তবে প্রজ্জ্বলিত দীপশিখায় পড়িতে আরম্ভ করুন। পত্রখানির মধ্যে লেখা ছিল—

"যুবরাজ! এ হতভাগিনীর অপরাধ গ্রহণ করিবেন না; আজ মনের বেগ ভরে আপনার নিকট মনের সংগুপ্ত কথা লিখিলাম। আপনি নিজ গুণে এই অন্তঃপুরবাসিনী অবলা মহিলার প্রগল্‌ভতা মাপ করিবেন। জানি না, কেন আপনাকে এত ভালবাসি। সর্ব্বদা সকল সময় আপনার

পবিত্র বীরমূর্ত্তি নয়ন ভরিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয়। যদি কেহ আপনার নিন্দা করে, তাহা হইলে সে নিন্দা যেন তীক্ষ্ণ হলাহলের ন্যায় আমার অন্তর দগ্ধ করিতে থাকে। সর্ব্বদা আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা হয়; সর্ব্বদা কেবল আপনার নাম জপ করিয়া থাকি। জানি না, কেন আপনার প্রতি আমার এত অনুরাগ। যখন আপনাকে দেখি, তখনই যেন আমার হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ-রাশি উদ্বেলিত হয়। যুবরাজ! আজ মনের দ্বার খুলিয়া আমার জীবনের সমস্ত ঘটনা আপনাকে নিবেদন করিব।

"এক দিন রাজবাটীর কোন কার্য্যোপলক্ষে অতি বালিকা-বয়সে মাতার সমভিব্যাহারে আপনাদের বাটীতে গমন করি, তখন আমার বয়স পাঁচ বৎসর মাত্র। আপনি তখন নবম কি দশম বর্ষীয় বালক। রাজমহিষী এবং আমার গর্ভধারিণী নানাবিধ কথোপকথন করিতেছেন, আমি ও আপনি নিকট-বর্ত্তী স্থানে খেলা করিতেছিলাম; আমি ক্রীড়াচ্ছলে একগাছি ফুলের মালা আপনার গলায় পরাইয়া দিলাম, আপনি বলিলেন, "তুমি আমার গলায়

মালা দিলে কেন ? তুমি কি আমাকে বিবাহ করিবে ?” আমি লজ্জিতা হইলাম। আমাদের এই ক্রীড়া আমার ও আপনার জননী দেখিতে পাইয়াছিলেন। আপনার জননী হাসিতে হাসিতে আমার গর্ভধারিণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “দেখ দেখ, তোমার দুহিতা আমার পুত্রের গলে মাল্য প্রদান করিল।” জননী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “আমাদের এমন কি সৌভাগ্য হইবে যে, আমার দুহিতা রাজপুত্রবধূ হইবে।” আপনার জননী বলিলেন, “আজি প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, তোমার কন্যাকে আমার পুত্রবধূ করিব।” ইহার এক বৎসর পরেই আপনার জননীর কাল হইল, সুতরাং এ কথার আর প্রসঙ্গ রহিল না। আর এক দিন আপনি আমাদের বাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করেন, তখন আপনার জননী জীবিতা ; আমি আর আপনি পুনরায় খেলায় প্রবৃত্ত হইলাম। আমার বেশ স্মরণ হয়, আপনি ক্রীড়াচ্ছলে বলিলেন, “এস, আমাদের বিবাহ হউক।” আমি মাথা দোলাইয়া উত্তর করিলাম। আপনি আমার গলদেশে একগাছি মালা অর্পণ করিলেন। আমিও আপনার গলদেশে আর একগাছি পুষ্পহার

অর্পণ করিলাম। ইহাও আমাদের জননীদ্বয় দেখিতে পাইলেন। আপনার জননী সহাস্য বদনে বলিলেন, "সর্দ্দার-পত্নি! দেখ, আজ আমার পুত্রের সহিত তোমার কন্যার পরিণয় হইল।"

"আমার জননী বলিলেন, "এমন অদৃষ্ট কি আমাদের হইবে যে, আমার পুত্রী, আপনার দাসী হইয়া পদসেবা দ্বারা আমাদের বংশ পবিত্র করিবে?"

"আপনার জননী বলিলেন, "আমি আজ তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিলাম, নিশ্চয়ই আমার পুত্রের সহিত তোমার কন্যার বিবাহ দিব। বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্য্যন্ত ক্ষান্ত থাক: যদি ইহার মধ্যে আমার মৃত্যু না হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিব।"

"আমাদের অদৃষ্ট-দোষে কিছুকাল পরেই রাজ-মহিষী পরলোক গমন করেন। যুবরাজ! সেই বাল্য-কালের কথা সমুদায়ই আমার স্মরণ আছে। সেই বালিকা বয়সেই আপনাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছি; আপনার চরণে প্রাণ মন বিক্রয় করিয়াছি; যুবরাজ! আমি আপনার বিবাহিতা পত্নী। ক্রমে আমার বয়স

যতই বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই অনুরাগ দৃঢ় হইতে লাগিল। দিবানিশি আপনারই ধ্যান করিয়া কাল কাটাইতাম। রাজমহিষীর মৃত্যুর পর এই কথা মহারাণার নিকট জননী অথবা জনক কেহই বলি-লেন না। ভাবিলেন যে, ইহাতে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। ক্রমে আমার যৌবনকাল আগত হইল। পিতামাতা আমার বিবাহ-সম্বন্ধ করিতে ব্যস্ত হই-লেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, আমি আমার শৈশবকালের ঘটনা বিস্মৃতি হইয়াছি; কিন্তু যুব-রাজ! হৃদয় যদি চিরিয়া দেখাইবার হইত, তাহা হইলে দেখাইতাম; আমার মনে আপনার নাম পাষাণরেখাবৎ অঙ্কিত রহিয়াছে। আমার মত জানিবার জন্য একদা পিতা, মাতা আমার নিকট সখী নীরদবালাকে পাঠাইয়াছিলেন। নীরদবালা আমার নিকট তাঁহাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। আমার মনে তখন বিষম ক্রোধের আবির্ভাব হইল; মনে মনে আত্মসংযম করিয়া বলিলাম, "সখি! পিতামাতা কি আমাকে দ্বিচারিণী হইতে বলেন? তাঁহাদের কিঁ স্মরণ নাই যে, আমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তবে আজ কোন্ লজ্জায় আবার আমার

বিবাহ দিবার উদ্‌যোগ করিতেছেন? যুবরাজ আমাকে সামাজিক বিবাহ করুন আর না করুন, আমি সে জন্য চিন্তিত হই নাই, যখন আমাকে শৈশবকালে বিবাহ করিয়াছেন, তখন আমি তাঁহার বিবাহিতা পত্নী, আমাকে গ্রহণ করুন আর না করুন, চিরজীবন তাঁহারই দাসী থাকিব, চিরদিন তাঁহারই পবিত্র নাম ধ্যান করিয়া কাল কাটাইব। সখি! এ পাপ কথা আর আমার নিকট বলিও না।"

"সেই কথা শুনিয়া পিতামাতা আমার বিবাহ-চেষ্টা হইতে বিরত হইলেন। যুবরাজ! দাসী সেই হইতে আপনার জন্য কাঙ্গালিনী। যুবরাজ! আপনার স্মরণ হয়, একদা রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় আপনি সরসিতীরে সোপানোপরি একাকী উপবিষ্টা ছিলেন, এমন সময় এক জন শত্রু অতর্কিতভাবে আপনাকে আক্রমণ করে; সেই সময় আমি আপনার পশ্চাৎ দিকে ছিলাম; অনিমিষলোচনে আপনাকে দেখিতেছিলাম। সেই সময়ে আমি আপনার বিপদ দেখিয়া বলিয়াছিলাম, 'যুবরাজ! পশ্চাৎ ফিরিয়া সাবধান হউন।"

"এই বলিয়াই আমি আপনার সম্মুখ হইতে অন্ত-

রালে গমন করিলাম। বোধ হয়, আপনি, আমাকে তখন দেখিতে পাইয়াছিলেন। প্রায় প্রত্যহই রাত্রিকালে আপনার প্রকোষ্ঠে গমন করিয়া প্রাণ ভরিয়া আপনাকে দেখিয়া আসিতাম। আপনি আমাকে কখনও দেখিতে পান নাই। যুবরাজ! যে দিন আপনি রণমল্লের অনুচর কর্ত্তৃক, পর্ব্বতময় স্থানে আক্রান্ত হন, সে দিন যে, আর এক জন অশ্বারোহী আপনার সাহায্যের জন্য আগমন করিয়াছিল, সে আর কেহই নয়; এই হতভাগিনী তখন মহারাজের বিপদ জানিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম যে, আমি যুবরাজের স্মৃতিপথে পতিত হইব; কিন্তু আমার অদৃষ্টদোষে যুবরাজ এ দাসীকে একবারও স্মরণ করিলেন না। যুবরাজ! যে দিন আপনি ক্লান্ত অবস্থায় এই হতভাগিনীর প্রকোষ্ঠে শায়িত ছিলেন, সে দিন আপনি দাসীকে সহোদরা সম্বোধন করিয়াছিলেন। সেই নিদারুণ কথায় আমি মূর্চ্ছিতা হই; আপনি অধিক কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। আজ মনের কপাট খুলিয়া জীবনের সকল কথা আপনার নিকট নিবেদন করিলাম। আমার যে কঠিন ব্যায়রাম হইয়াছে,

ইহা হইতে আমার আর নিস্তার নাই; বাঁচিতে সাধ নাই; কিন্তু এই বড় দুঃখ পাইয়া মরিলাম যে, আপনি এ দাসীকে এক বার স্মরণ করিলেন না। যুবরাজ! আমি আপনার বিবাহিতা পত্নী। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে, আপনি আপনার নববিবাহিতার সঙ্গে দীর্ঘজীবী হইয়া সুখে কাল অতিবাহিত করুন। অনেক কথা লিখিবার ছিল, কিন্তু আর কিছুই লিখিতে পারিলাম না। হস্ত ক্রমশঃ অবশ হইতেছে, মাথা ঘূরিতেছে, আশীর্ব্বাদ করুন, যেন জন্মজন্মান্তরে আপনার ন্যায় পতিরত্ন বক্ষে ধারণ করিতে পারি।"

আপনার হতভাগিনী

কিরণ।"

পত্রখানির অক্ষর মধ্যে মধ্যে জল-ধৌত বলিয়া বোধ হয়; হয় ত কিরণের অশ্রুপতন হেতু তাহা হইয়াছে।

যুবরাজ একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহার চক্ষু হইতে জলধারা পড়িতে লাগিল।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

পাপের শাস্তি।

"Hail king! for so thou art. Behold, where stands
the usurper's cursed head: the time is free."

MACBETH.

*　*　*　*　*　*　*

So on your patience evermore attending,
New joy wait on you! Here our play has end Pericles."

SHAKESPERE.

কিরণের নাম ধীরে ধীরে পৃথিবীতে মিশিয়া-গেল।

ইহার পর কিছুদিন গত হইল। প্রাতঃকাল; সূর্য্যদেব স্বীয় ঈষত্তপ্ত কিরণ ছড়াইতেছেন।

পাঠক মহাশয়! নবোদিত সূর্য্য রশ্মিতে চলুন, আমরা একবার চিতোর-রাজসভাস্থলে গমন করি। অত্যুজ্জ্বল মণিমুক্তা-মণ্ডিত সিংহাসনে বালক মুকুলজী আসীন। তাঁহার সমস্ত শরীর বহুমূল্য রাজপরিচ্ছদে বিভূষিত। সিংহাসনের দক্ষিণ ভাগে যুবরাজ চণ্ড এবং তাঁহার বাম পার্শ্বে রাজপুত্র রঘুদেব দণ্ডায়মান। রাজসভা সম্যক্ নিস্তব্ধ। সৈন্যগণ স্ব স্ব

পরিচ্ছদে, নত-মস্তকে এবং যোড়করে রাজসভা-স্থলে দণ্ডায়মান। দ্বারবান্‌গণ সভার চতুর্দ্দিকে মুক্তকৃপাণকরে শান্তি রক্ষা করিতেছিল। সকলে নিস্তব্ধ।

চণ্ড কিয়ৎকাল পরে যথোচিত রাজসম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিলেন, "মহারাণা! বন্দিদিগকে আনিতে অনুমতি করুন।"

মুকুল একদল সৈনিকপুরুষকে ইঙ্গিত করিলেন। কিয়ৎকাল পরে রক্ষিগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া রণমল্ল এবং তাহার সঙ্গীয় কয়েক জন রাঠোর-সৈনিক শৃঙ্খলাবদ্ধহস্তে সভাস্থলে আনীত হইলেন। রণমল্লের মুখমণ্ডল ঘোর কালিমা-প্রাপ্ত হইয়াছে; মস্তকের কেশ উন্মাদের ন্যায় বিশৃঙ্খলভাবে আলুলায়িত।

চণ্ড আবার বলিলেন, "মহারাণা! এই পাপাত্মার সুবিচারের আজ্ঞা হউক; ইহার কার্য্য আপনার কিছুই অবিদিত নাই। অনুগ্রহ পূর্ব্বক পাপীর দণ্ডবিধান করুন।"

চণ্ডের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া, সেনাগণের কোষস্থিত অসির ঈষৎ ঝনৎকার শব্দ হইল।

মুকুল, চণ্ডের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "ইহার বিচারের ভার আপনার প্রতি অর্পণ করিলাম। আপনি এই পাপিষ্ঠের সমুচিত দণ্ডবিধান করুন।"

চণ্ডের মুখশ্রী গম্ভীর হইল।

কিয়ৎকাল পরে চণ্ড, রণমল্লের দিকে চাহিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "রণমল্ল! তুমি এক জন পরাক্রমশালী ভূপতি। স্বর্গীয় মহারাণা লাক্ষের করে স্বীয় দুহিতাকে অর্পণ করিয়া, সেই সূত্রে মিবারভূমিতে আগমন করিয়াছ। মহারাণার মৃত্যুর পর রাজমহিষীকে তুমি আমার বিরুদ্ধে অনেক বুঝাইয়াছ এবং আমার বিনাশার্থে তুমি অনেক চেষ্টা করিয়াছ; কিন্তু আমার সৌভাগ্যবলে তুমি একটিতেও কৃতকার্য্য হইতে পার নাই; সে জন্য আমি তোমাকে দোষী করিতে চাহি না। তুমি আমাকে চিতোর হইতে দূর করিয়া নিজে রাজ্যলাভ করিবার ইচ্ছায় যে, ভীষণ ষড়যন্ত্র করিয়াছিলে, তাহা মুখে আনিলে কেন, মনে আনিলেও ভীষণ পাপ হয়। তুমি, তোমার কন্যা এবং দৌহিত্রকে হত্যা করিয়া স্বয়ং রাজা হইবার ইচ্ছা করিয়াছিলে? পামর! তোর আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়াছে,

"পৃথিবী আর তোর পাপ-দেহভার বহন করিতে অসমর্থা; জল্লাদ! শীঘ্রই এই পাপিষ্ঠের বধ-কার্য্য সমাধা কর।"

রণমল্ল কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "আমার কোন দোষ নাই, সমুদায়ই আমার কন্যা করিয়াছে। আমি কিছুই জানি না।"

চণ্ড, সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। তাঁহার চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হইল; গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "তুই কোন্ মুখে সেই সরলা অবলার দোষ দিতেছিস্? তোর পরামর্শানুযায়ী ত সকল ঘটনা হইয়াছে? তাঁহার কোন দোষ নাই। তুই নিজে সকল কার্য্য করিয়া আবার বলিস্ যে, আমার কোন দোষ নাই? জল্লাদ! আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই; শীঘ্র এই পাপাত্মার মস্তক ছিন্ন কর।"

রণমল্ল আর কোন উপায় না দেখিয়া যোড়হস্তে চণ্ডের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "যুবরাজ! আমি শরণাগত, আশ্রিত, আমাকে রক্ষা করুন।"

চণ্ডের উন্নত মুখ নত হইল। অধোবদনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। শরণাগত ব্যক্তিকে কি প্রকারে হত্যা করিবেন? ক্ষত্রিয় বীর, পরম শত্রুও শরণাগত

হইলে, তাহাকে পরম বান্ধবের ন্যায় আশ্রয় দান করিয়া থাকেন ; আজ তিনি সেই বীরধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া কি প্রকারে রণমল্লের অঙ্গে অস্ত্র উত্তোলন করিতে আজ্ঞা প্রদান করিবেন ? তাঁহার মুখমণ্ডল ঘোর চিন্তাভারাক্রান্ত হইল। রণমল্লের ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ হাস্যরেখা দেখা দিল। সভাস্থ সকল ব্যক্তি চণ্ডের এরূপ হঠাৎ পরিবর্ত্তনে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। সকল ব্যক্তিরই রণমল্লের ছিন্নশির দেখিতে ইচ্ছা ছিল, কিন্তু যুবরাজ চণ্ডের এই হঠাৎ পরিবর্ত্তনে যার-পর-নাই দুঃখিত হইলেন। রঘুদেবের চক্ষুর্দ্বয় আরক্ত হইল।

তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চণ্ডকে সম্বোধন করিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "দাদা! পাপিষ্ঠের কোন কথা শুনিবেন না ; ও যতই কেন বলুক না, ওর কোন কথাই সত্য নয়। পামরকে দণ্ড না দিলে ঈশ্বর আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন। অতএব আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, আমাকে আজ্ঞা করুন, আমি এই মুহূর্ত্তে পামরের রুধিরাক্ত ছিন্নশির আপনার শ্রীচরণতলে উপঢৌকন প্রদান করি। দাদা! আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।"

সভাস্থ যাবতীয় লোক সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, “যুবরাজ! পামরের কোন কথাই শুনিবেন না; এখনই পামরের বধ-সাধনের নিমিত্ত আজ্ঞা করুন।”

চণ্ড মৃদুস্বরে বলিলেন, “শরণাগত ব্যক্তিকে বধ করিলে ঘোর অধর্ম্ম, অনন্ত-নরকগামী হইতে হয়। শরণাগত অবধ্য।”

রঘুদেব বলিলেন, “দাদা! এমন কার্য্য করিবেন না; বরং আপনি যদি পামরকে নিষ্কৃতি দেন, তাহা হইলে অনন্ত-নরক-যাতনা ভোগ করিতে হইবে; পামরের দণ্ড বিধান করিতে আর তিলার্দ্ধ গৌণ করিবেন না।”

রণমল্ল কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, “যুবরাজ! শাস্ত্রে কথিত আছে যে, শরণাগত চিরশত্রু হইলেও অবধ্য। আপনি ধার্ম্মিককুলশেখর এবং বীরকুল-চূড়ামণি; যদি আপনি শাস্ত্র লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে কে শাস্ত্রানুযায়ী কার্য্য করিবে? যুবরাজ! আমি শতসহস্র পাপ করিয়া থাকিলেও আমি আপনার শরণাগত; আমি আপনার নিকট অভয় প্রার্থনা করিতেছি, আমাকে রক্ষা করুন। আমাকে বধ করিলে আপনার কি লাভ হইবে? কেবল আপ-

নার শুভ্র যশোরাশি গভীর কলঙ্ক-কালিমায়
আবৃত হইবেক।"

রঘুদেব রণমল্লের পানে চাহিয়া কর্কশস্বরে বলিলেন, "পামর! তুই কোন্ মুখে আবার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছিস্? দাদা নিতান্ত ধার্ম্মিক, তাই তুই এত ক্ষণও পাপদেহভার বহন করিতেছিস্; কিন্তু, রে পাষণ্ড! তোর নিস্তার নাই। তোর আয়ুষ্কাল্ পূর্ণ হইয়াছে। দাদা! আপনি পাপিষ্ঠের কোন কথাই শ্রবণ করিবেন না; আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে, পাপিষ্ঠকে বধ করিলে আপনার কোন পাপ হইবে না, বরং অতুল পুণ্য সঞ্চয় হইবে। উহার মত দুটি পাপী আর এ জগতে নাই। উহাকে বধ না করিলে আপনার মহাপাপ হইবে. সুতরাং আপনি আর বিলম্ব করিবেন না; শীঘ্রই জল্লাদকে উহার বধসাধনের জন্য আজ্ঞা প্রদান করুন।"

তেজস্বী রঘুদেব নিস্তব্ধ হইলেন, ক্রোধে স্বীয় ওষ্ঠ কামড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার নয়ন হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। সভাস্থ যাবতীয় লোক রঘুদেবের এই তেজঃপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া সাধু সাধু বলিতে লাগিলেন।

যুবরাজ চণ্ড মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন, "রঘুদেব! তুমি উহাকে কিছুই বলিও না, শাস্ত্রানুসারে শরণাগত অবধ্য। শরণাগত ব্যক্তিকে বধ করা শাস্ত্রানুসারে অনুচিত।"

রণমল্লের অধরপ্রান্তে হাস্য-কণা দেখা দিল। কিয়ৎকাল এই প্রকারে গত হইল।

অকস্মাৎ তোরণদেশে গণ্ডগোল শ্রুত হইল; দেখিতে দেখিতে পাগলিনীর ন্যায় আলুলায়িত-কুন্তলা ভৈরবীর ন্যায় এক রমণী সভাস্থলে প্রবেশ করিল।

রমণী রণমল্লকে দেখিতে পাইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, 'পামর! আজ তোর সহায় কে হইবে? সতীর সতীত্ব অপহরণে কি ফল দেখ্, সে দিন অন্ধকার বশতঃ আমার লক্ষ্য ব্যর্থ হইয়াছিল বলিয়া, তুই সে দিন পরিত্রাণ পাইয়াছিস্, কিন্তু দুরাত্মা সতীত্বাপহারী, আজ আর তোর নিস্তার নাই।"

এই বলিতে বলিতে রমণীর বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে এক তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বহির্গত হইল; নবোদিত সূর্য্য-রশ্মিতে সেই শাণিত ছুরিকা চক্‌মক্ করিতে লাগিল; রণমল্ল ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল; ছুরিকা হস্তে

ধরিয়া রমণী উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "রে দুরাত্মন্! সতীর সতীত্বাপহরণে কি ফল, তাহা দেখ্।"

মুহূর্ত্তমধ্যে সেই শাণিত ছুরিকা রণমল্লের বক্ষঃ-স্থলে আমূল সমারোপিত হইল। একটি হৃদয়-বিদারক চীৎকার করিয়া রণমল্ল ধরাশায়ী হইল। রমণী উপর্য্যুপরি কয়েকটি আঘাত করিলেন। দেখিতে দেখিতে পামর রণমল্ল অনন্ত-নরকধামে গমন্ করিল। সভাস্থ যাবতীয় লোক এতক্ষণ স্তম্ভিত হইয়াছিল।

কিয়ৎকাল পরে চণ্ড রমণীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আপনার আকারপ্রকার দেখিয়া আপনাকে কোন ভদ্রমহিলা বলিয়া বোধ হয়; আনুপূর্ব্বিক স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়া বাধিত করুন।"

রমণী বলিতে লাগিলেন, "যুবরাজ! আমি এক জন সম্ভ্রান্ত রাজপুত মহিলা বটে। আমি যশল্মী-রের মহারাজ চন্দন সিংহের পত্নী।"

সকলেই যার-পর-নাই বিস্মিত হইলেন। যুব-রাজ চণ্ড ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার এ অবস্থা কেন?"

রমণী আবার বলিলেন, "শুনুন,যুবরাজ! একদা

"আমি আমার স্বামীর নিকট হইতে বিদায় হইয়া, কয়েক জন রক্ষকসমভিব্যাহারে পিত্রালয়ে গমন করিতেছিলাম, পথিমধ্যে ঐ দুরাত্মা অকস্মাৎ গুপ্ত স্থান হইতে বহির্গত হইয়া রক্ষকগণকে হত্যা করিল এবং আমাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া গেল। দুরাত্মা আমার সতীত্বাপহরণে অনেক চেষ্টা করিতে লাগিল; কত প্রলোভন, কত অলঙ্কার, কত মিষ্ট কথা বলিতে লাগিল; কিছুতেই আমি বশীভূত হইলাম না; শেষে আমাকে অতি কঠিন প্রহার করিতে আরম্ভ করিল, অতি নিবিড় অন্ধকারপূর্ণ এক প্রকোষ্ঠের মধ্যে আমাকে বন্দী করিয়া রাখিল; দুই তিন দিন অন্তর অতি সামান্য ভক্ষ্যদ্রব্য আহার করিতে দিত; কিছুতেই তাহার জঘন্য প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলাম না। শেষে আমাকে আবার যত্ন করিতে লাগিল। ইহার কিয়দ্দিন পরে আমাকে এই চিতোরপুরীতে লইয়া আসিল। একদা আমি নিদ্রা যাইতেছিলাম, পামর সেই নিদ্রিত অবস্থায় আমার দেব-দুর্লভ সতীত্বরত্ন হরণ করিয়া লইল। আমি জাগ্রত হইয়া এই ছুরিকা হস্তে লইয়া তাহার দিকে ধাবিতা হইলাম; পামর প্রাণভয়ে দ্রুতবেগে

প্রস্থান করিল। আমার হৃদয়মধ্যে যে, তখন কি অভূতপূর্ব্ব শোক, দুঃখ এবং ক্রোধের আবির্ভাব হইল, তাহা বলিতে পারি না। সেই দিন হইতে প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, এই শাণিত ছুরিকা দ্বারা পাপিষ্ঠের হৃৎপিণ্ড ছেদন করিয়া মনের দারুণ শোক কথঞ্চিৎ নির্ব্বাণ করিব। আজ আমার সেই আশা পূর্ণ হইল; আর এই কলঙ্কপূর্ণ পাপ-দেহ-ভার বহন করিতে ইচ্ছা হয় না, এখনই এই শোণিতার্দ্র ছুরিকা দ্বারা স্বীয় হৃৎপিণ্ড ছেদন করিব; কিন্তু মনে বড়ই দুঃখ রহিল যে, মৃত্যু সময় একবার স্বামীর চরণ দেখিতে পাইলাম না, আমার অদর্শনে তিনি কি জীবিত আছেন? হায়! এই পাপীয়সী আর কি তাঁহার পবিত্র পাদপদ্ম দেখিতে পাইবে?”

শোকাবেগে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল; নয়ন হইতে অবিরল জলধারা পতিত হইতে লাগিল।

অকস্মাৎ সেই রক্ষকগণকে ভেদ করিয়া এক জন পুরুষ উন্মাদের ন্যায় সেই সভাস্থলে প্রবেশ পূর্ব্বক উচ্চ কণ্ঠে রুদ্ধস্বরে বলিল, “কই—কই—আমার হৃদয়ের একমাত্র রত্ন প্রাণেশ্বরী সুধীরা কই?”

এই বলিয়া রমণীকে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইল।

রমণী উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "নাথ! প্রাণেশ্বর! আসিয়াছ?"

পাঠক মহাশয়! বোধ হয়, আপনি এতক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, পুরুষটি যশল্মীররাজ চন্দন সিংহ আর সেই রমণী তাঁহার নিরুদ্দিষ্টা সহধর্ম্মিণী সুধীরা।

চন্দন সিংহ গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিলেন, "সুধীরা! প্রাণেশ্বরি! আর কি তোমাকে পাইব বলিয়া আশা ছিল? এই বলিয়া সুধীরাকে বক্ষে ধারণ করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন।

সুধীরা চকিতের ন্যায় পশ্চাৎ সরিয়া গিয়া বলিলেন, "প্রাণনাথ! এ কলঙ্কিনীর দেহ স্পর্শ করিও না; তুমি দেবতা, এ কলঙ্কিত দেহ স্পর্শ করিয়া কলঙ্কিত হইও না।"

চন্দন সিংহ রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "প্রাণেশ্বরি! এ কি——"

সুধীরা তখন আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বর্ণন করিলেন।

চন্দন সিংহ উন্মত্তের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন, "হায়! যাহার জন্য পাঁচ বৎসর কাল অনাহারে, অনিদ্রায়, পর্ব্বতে পর্ব্বতে, নগরে নগরে, অনুসন্ধান করিয়াছি; যাহার জন্য আমার সোণার যশল্মীর রাজ্য পরিত্যাগ কারয়াছি; যাহার জন্য গ্রীষ্মকালের ভীষণ উত্তাপ, বর্ষার দিগন্তব্যাপী জলধারা, শরতের প্রখর রৌদ্র, হেমন্তের হিমপাত, শীতকালের ভয়ঙ্কর শীত উপেক্ষা করিয়াও যাহার অনুসন্ধানে আমার শরীর কঙ্কালবৎ হইয়া গিয়াছে, যাহার জন্য আত্মহত্যা করিতেছিলাম, আজ সেই যতনের ধন, কষ্টের ধন সুধীরাকে পাইয়াও পাইলাম না; হায়! কেন সেই দিন বেত্রীশ নদীতে আত্মহত্যা করিয়া সকল কষ্টের অবসান করিলাম না। প্রাণেশ্বরি! যখন এ জীবনে তোমাকে পাইলাম না, তখন ঐ স্বর্গে, তোমাকে অবশ্যই পাইব। এই দুঃখময় জীবন বহন করিয়া আর লাভ কি? সুধীরা! প্রাণেশ্বরি! চলিলাম, তুমি পশ্চাতে আসিও——"

এই বলিতে বলিতে সেই শাণিত ছুরিকা স্বহস্তে বক্ষে বিদ্ধ করিয়া, ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূমিতলে পতিত হইয়া চন্দন সিংহ অনন্তধামে গমন করিলেন।

স্থধীরা শোকে উন্মত্তার ন্যায় মৃত স্বামীকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "প্রাণেশ্বর! এ দাসীর জন্য, এ হতভাগিনীর জন্য তুমি প্রাণত্যাগ করিলে! যাও, নাথ! অনন্ত-প্রেমরাজ্যে যাও; তুমি স্বর্গীয় দেবতা, যাও, তুমি অগ্রে যাও, এ দাসীও তোমার সঙ্গিনী হইতেছে। যখন জীবনের সার ধন স্বামী স্বর্গধামে গমন করিয়াছেন, তখন আর কি জন্য এই পাপ-পৃথিবীতে বাস করিব? নাথ! তুমি আমাকে পশ্চাতে আসিতে বলিয়াছ, আমি তোমার পশ্চাতেই আসিতেছি; তোমার পদসেবিকাকে সঙ্গে লইয়া যাও; নাথ! তোমার আর এ দশা দেখিতে পারি না; তোমার দেহে সামান্য ধূলা দেখিলে আমার কত কষ্ট হইত, আজ সেই অঙ্গ রুধির-প্লাবিত! পরমেশ! এ দাসীকে আর কত কষ্ট দিবে? নাথ! প্রাণনাথ! স্বামিন্! কণ্ঠরত্ন! দাসীও তোমার সঙ্গে চলিল; ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, যেন জন্মে জন্মে তোমার ন্যায় স্বামীরত্ন প্রাপ্ত হইতে পারি। প্রাণনাথ! দাসীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইও না; এই দাসী তোমার সঙ্গে যাইতেছে, ক্ষণকাল দাঁড়াও। প্রাণনাথ! প্রাণেশ্বর! এই

তোমার পদসেবিকা তোমার সঙ্গে চলিল, দাসীকে তোমার চরণপ্রান্তে স্থান দান করিও। প্রাণ-নাথ!——"

এই বলিতে বলিতে সুধীরা উন্মাদিনীর ন্যায় ভূমিস্থিত ছুরিকা উঠাইয়া স্বীয় বক্ষে বেগে বসাইয়া দিলেন। রুধিরধারা বেগে নির্গত হইতে লাগিল। ছিন্নমূল লতার ন্যায় স্বামী-দেহোপরি পতিত হইলেন। স্বামিপাদপদ্ম মস্তকে ধারণ করিয়া হাসিমুখে স্বামীর অনুগমন করিলেন। সভাস্থ যাবতীয় লোক স্তম্ভিতের ন্যায় এই দৃশ্য দেখিতেছিলেন।

কিয়ৎকাল পরে চণ্ড সমস্ত বিষয় সকলের নিকট ভাঙ্গিয়া বলিলেন। ধন্য সতী! ধন্য প্রেম! ধন্য প্রতিজ্ঞা!!! মৃত দেহত্রয় স্থানান্তরিত হইল। চন্দন সিংহ এবং সুধীরার মৃতদেহ সুগন্ধি চন্দনকাষ্ঠ দ্বারা সংকার করা হইল। রণমল্লের মৃত দেহেরও সংকার হইল। মারবাররাজ্য চিতোরের অন্তর্ভুক্ত করা হইল।

সকল শেষ হইল। চিতোরপুরী নিরাপদ হইল। যুবরাজ চণ্ড স্বীয় প্রণয়িনী হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে চিতোরের নিকটে এক বিশাল ভূমি বৃত্তি লইয়া পরম

সুখে কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। রঘুদেব দেবতার ন্যায় স্বীয় ভ্রাতাকে ভক্তি করিতে লাগিলেন। মুকুলের বয়ঃক্রম যতই অধিক হইতে লাগিল, ততই চণ্ডের প্রতি ভক্তি, ভালবাসা ও বিশ্বাস দৃঢ় হইতে লাগিল। রাজ্যসম্পর্কীয় কোন ক্ষুদ্র কার্য্যও চণ্ডের বিনাপরামর্শে করিতেন না। দয়াল সিংহ ও তাঁহার পত্নী, কন্যার শোকে অধিক দিন জীবন ধারণ করিতে পারিলেন না। কিরণের মাতা কিরণের মৃত্যুর সময় যে মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন, সেই মূর্চ্ছা আর ভঙ্গ হইল না, সেই মূর্চ্ছা তাঁহার অনন্তকালের জন্য হইল। যুবরাজ চণ্ড কখনও কিরণবালাকে বিস্মৃত হইতে পারিলেন না।

সমাপ্ত।

Printed at the Vina Press—Calcutta.